www.AmarIslam.com

হাদীসে কুদ্সী

বা রাসূলের (সা.) জবানে আল্লাহর বাণী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিষয় সূচী

বিসমিল্লাহ্ / ৯
হাদীসে কুদ্সী কি? / ৯
আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে / ১১
ভয় ও উপসনা একমাত্র আল্লাহর জন্য / ১২
লা ইলাহা ইল্লাহের মহিমা / ১৩
শির্ক সম্পর্কে / ১৪
শির্ক ও তার পরিণতি / ১৪
শির্ক না করার পুরস্কার / ১৭
সময় ও কালকে গালি দেয়াও শির্ক / ১৯
রিয়া বা ছোট শির্ক সম্পর্কে / ২০
আমলের উদ্দেশ্য ও বাসনা / ২০
লোক দেখানো আমলের পরিণতি / ২১
আল্লাহর যিকির বা স্মরণ সম্পর্কে / ২৪
আল্লাহ যাকে যিকির করতে নিষেধ করেছেন / ২৭
বান্দার সাথে আল্লাহর বসবাস / ২৮
গাছ যাকে সুমিষ্ট সুর শুনাবে / ২৯
উচুমনা ব্যক্তি / ৩০
কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ / ৩০
'মুমিনের ডাক' আল্লাহর খুব প্রিয় / ৩০
আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা সম্পর্কে / ৩২
আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কে / ৩৪
আল্লাহর দীদার সম্পর্কে / ৩৫
মৃত্যু ছাড়া আল্লাহর দর্শণ সম্ভব নয় / ৩৫
জান্নাতীদের আল্লাহর দীদার লাভ / ৩৬
আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা সম্পর্কে / ৩৬
আল্লাহর উদারতা / ৪১
বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে আল্লাহ লজ্জা পান / ৪১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য / ৪৩
আল্লাহর সন্তুষ্টি / ৪৪
বান্দার ডাকে প্রভুর সাড়া / ৪৫
আল্লাহর ক্ষমা সম্পর্কে / ৪৫
আল্লাহকে ভয় পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে / ৫০
আল্লাহর দেয়া নেআ'মতের বিষয়ে জাওয়াবদিহী সম্পর্কে / ৫১
ঘৃণা ও ভালবাসা দু'ই আল্লাহর জন্য / ৫৪
আল্লাহর জন্য সমবেত হওয়া / ৫৬
পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট দু'ব্যক্তি / ৫৭
আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় যুবক / ৫৭
আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল সম্পর্কে / ৫৮
হাইলুল্লাহ / ৬০
তাহ্লীল / ৬১
হামদ ও তাসবীহের পুরস্কার / ৬১
গর্ব ও অহংকার একমাত্র আল্লাহর জন্য / ৬২
রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে / ৬৩
রাসূল (সঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম / ৬৫
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মে'রাজ সম্পর্কে / ৬৮
আসহাবে রাসূল ও উম্মতে মোহাম্মদী (সঃ) প্রসঙ্গে / ৭৩
শাফাআ'ত সম্পর্কে / ৭৫
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাফাআ'ত / ৭৫
বাবা-মা'র জন্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শাফাআ'ত / ৭৯
অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সম্পর্কে / ৮০
আগেকার আম্বিয়াদের (আঃ) প্রতি ওহী প্রেরণ সম্পর্কে / ৮২
ফরয্ বিষয় সম্পর্কে / ৮৫
মসজিদ সম্পর্কে / ৮৫
আল্লাহর প্রতিবেশী / ৮৬
ওযু সম্পর্কে / ৮৬
আযান ও মুয়ায্যিন সম্পর্কে / ৮৭
নামায সম্পর্কে / ৮৭
ফযর নামাযের তা'কীদ / ৯১
নামাযের কথা ভুলে গেলে / ৯১

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শেষ রাতের নামায ও এবাদাত / ৯১
প্রকৃত গোলাম / ৯৩
১৫ ই শা'বান বা শবেবরাত সম্পর্কে / ৯৪
রোযা সম্পর্কে / ৯৪
রোযা আল্লাহর একান্ত নিজের / ৯৪
ইয়াওমুল বীযের রোযা / ৯৯
শবে ক্বদর ও দু' ঈদ সম্পর্কে / ১০০
হজ্জ সম্পর্কে / ১০১
যাকাত সম্পর্কে / ১০৪
দান-সদকা সম্পর্কে / ১০৫
বখীল / ১০৮
জিহাদ সম্পর্কে / ১১০
শাহাদাত / ১১২
শহীদ ব্যক্তির দ্বিতীয়বার শাহাদাতের আকাঙ্খা / ১১৩
ভালকর্মে দিনের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে / ১১৪
কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে / ১১৪
সূরা ফাতিহা / ১১৫
সূরা ইখলাস / ১১৫
ই'লম সম্পর্কে / ১১৬
আ'লেম সম্প্রদায় / ১১৬
মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে / ১১৬
দরিদ্র মুসলমানদের মর্যাদা সম্পর্কে / ১১৭
অল্প আহার / ১১৮
তাকওয়া সম্পর্কে / ১১৮
তিক্ত পৃথিবী / ১১৯
ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে / ১১৯
পূণ্যবানদের পুরস্কার / ১২০
ধর্মের পরিবর্তে দুনিয়া অন্বেষণে ধ্বংস / ১২০
শিষ্টাচার সম্পর্কে / ১২১
বিনয় ও মহত্ত্ব সম্পর্কে / ১২১
আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে / ১২৩
পিতা-মাতার অবাধ্য ও অনুগত সন্তান সম্পর্কে / ১২৫
মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেয়া সম্পর্কে / ১২৫

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে / ১২৫
শ্রোতার কথা অগ্রাহ্য করা / ১২৬
তাকদীর বা অদৃষ্ট সম্পর্কে / ১২৭
বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ সম্পর্কে / ১৩৪
রুগ্ন ব্যক্তির খোজ-খবর নেয়া / ১৪০
বিপদে ধৈর্য্যহারা হওয়া / ১৪০
বার্ধক্য আল্লাহর নূর / ১৪১
হারাম ও মাকরূহ বিষয় সম্পর্কে / ১৪১
দাইয়্যুস বা বেহায়ার দুর্ভাগ্য/ ১৪২
শয়তানের আনুগত্য মুক্ত ব্যক্তির পুরস্কার / ১৪২
পাপের কারণে আকৃতি পরিবর্তন / ১৪৩
গীবৎ ও কুৎসা সম্পর্কে / ১৪৩
বিদআ'ত সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে / ১৪৪
জুল্‌ম সম্পর্কে / ১৪৬
জালিম প্রসঙ্গে / ১৪৭
নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী / ১৪৮
ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ / ১৪৯
মজলুম প্রসঙ্গে / ১৪৯
দূর্বলকে সহায়তার পুরস্কার / ১৫১
আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা / ১৫১
মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে / ১৫১
মৃতের খাটিয়া / ১৫২
মৃতের প্রশংসা / ১৫৩
কেয়ামত ও হাশর সম্পর্কে / ১৫৪
কোরআন উঠে না যাওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হবে না / ১৫৪
আল্লাহর মুঠের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী / ১৫৫
উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হওয়া / ১৫৫
অংগ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য / ১৫৬
পাপ-পূণ্য বিনিময় / ১৫৬
আমল অনুযায়ী মর্যাদা / ১৫৭
জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে / ১৫৭
জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ প্রার্থী / ১৫৮
জান্নাতীর চাষাবাদ / ১৫৯
আপনাদের সমীপে আমাদের খেদমত / ১৬০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীসে কুদ্‌সী বা রাসূলের (সঃ) জবানে আল্লাহর বাণী

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين
والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وامام
المتقين وعلى اله وصحبه اجمعين * اما بعد *

সকল প্রশংসা বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর জন্য সমর্পিত। উৎপীড়ক ও সীমালংঘনকারীগণ ছাড়া আর কেউ আল্লাহর ক্রোধানলে নিপতিত হয় না। সালাত ও সালাম সাইয়্যেদুল মোরসালীন ও ইমামুল মোত্তাক্বীন হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)-এর প্রতি জ্ঞাপন করছি। আরো জ্ঞাপন করছি, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

হাদীসে কুদ্‌সী কি ?

ইসলামী শরীয়তের চার উৎস মূলের অন্যতম হচ্ছে, 'আল হাদীস।' পবিত্র আল কুরআনের পরেই যার স্থান। হাদীস হচ্ছে– প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত নিজস্ব বাণী ও কর্ম এবং রাসূল (সঃ) কর্তৃক সাহাবা (রাঃ)- দের বক্তব্য ও কর্মের অনুমোদন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের বিপরিত নয়, সাহাবায়ে কেরামের এমন সব কথা, কাজ ও অনুমোদনও হাদীসের মধ্যে গণ্য।

হাদীসসমূহের মধ্যে এমন কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলো আল্লাহর নবী (সঃ) নিজ জবানে বর্ণনা করলেও তা আল্লাহর নামে বিবৃত হয়েছে। যেমন– 'আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন, কিংবা 'মহান আল্লাহ বলেন' এভাবে উল্লেখ রয়েছে। হাদীস শাস্ত্র বিশারদ–মুহাদ্দিসদের কাছে এগুলো 'হাদীসে কুদসী' নামে পরিচিত।

কুদ্‌স শব্দের অর্থ হচ্ছে–(দোষ-ত্রুটি থেকে) পবিত্র। যা আল্লাহ তাআ'লার গুণবাচক নামসমূহের একটি নাম। যেহেতু এ হাদীসগুলো সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত তাই এগুলোকে 'হাদীসে কুদ্‌সী' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ হাদীসগুলো ব্যক্ত করতেন, তখন তা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করতেন। যেমন–'আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন বা বলেন, আবার কখনওবা বলতেন, 'জিবরাঈ'লকে আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন' কিংবা 'জিবরাঈ'ল আমাকে বলেছে'।

মোট কথা যেসব হাদীসের মর্ম রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে 'ইলহাম' কিংবা জিবরাঈ'ল (আঃ) এর মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তা-ই 'হাদীসে কুদ্‌সী' হিসেবে সুপরিচিত।

প্রাথমিক যুগের মুহাদ্দিসগণের মতে–'হাদীসে কুদসী'র সংখ্যা একশ'য়ের কিছু বেশি। কিন্তু পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগণ প্রায় সহস্র হাদীসকে 'হাদীসে কুদসী' হিসেবে গণ্য করেছেন।

এ গ্রন্থে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, হযরতুল আ'ল্লামা মুহাম্মদ মাদানী (রহঃ)-এর বিক্ষাত 'হাদীসে কুদ্‌সী' সংকলন গ্রন্থ 'আল ইত্‌হা-ফা-তুস্‌ সুন্নিয়্যাতু ফিল আহা-দীসিল কুদসিয়্যাহ' থেকে সুনির্বাচিত তিনশতাধিক 'হাদীসে কুদসী'কে মূল এবারত ও বঙ্গানুবাদসহ বিষয় ভিত্তিক রূপে সন্নিবেশিত করা হল। এবং 'হাদীসে কুদ্‌সী বা রাসূলের (সঃ) জবানে আল্লাহর বাণী' নামে নামকরণ করে উপস্থাপন করা হল।

(অনুবাদক)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে

١. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حِصْنِىْ مَنْ دَخَلَهَا اَمِنَ عَذَابِىْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

১. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) আমার দুর্গ। তাতে যে প্রবেশ করেছে, সে আমার শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়েছে।"

এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে ইবনুন নাজ্জার সংগ্রহ করেছেন।

٢. اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ اَنَّ فِىْ اُمَّتِهِ لَرِجَالًا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَ وَادٍ يُنَادُوْنَ بِشَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ جَزَاؤُهُمْ عَلٰى جَزَاءِ الْاَنْبِيَاءِ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২. (হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ হযরত মূসা ইবনে ইমরানের প্রতি প্রত্যাদেশ নাযিল করলেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে, তারা উঁচু নিচু স্থানে উঠা নামার সময় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) সাক্ষ্য দিতে থাকবে, তাদের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে।

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٣. اِنَّ اَوَّلَ شَيْئٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ* بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا لَاشَرِيْكَ لِىْ اِنَّهُ مَنِ اسْتَسْلَمَ لِقَضَائِىْ وَصَبَرَ عَلٰى بَلَائِىْ وَرَضِىَ بِحُكْمِىْ كَتَبْتُهُ صَدِيْقًا وَبَعَثْتُهُ مَعَ الصِّدِّيْقِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ * اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বপ্রথম লাওহে মাহফুজে যা কিছু লিখেছেন তা হচ্ছে "বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ---------।" পরম করুনাময় অশীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। আমার কোন শরীক নেই, যে আমার বিচার-মীমাংসার প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। আমার কঠিন পরীক্ষার সময় সবর এখতিয়ার করেছে এবং আমার শাসনে সন্তুষ্ট রয়েছে, তাকে আমি সত্যবদীরূপে লিখেছি; এবং কিয়ামতের দিন তাকে সত্যবাদীদের সাথে পুনরুত্থিত করব।"

ইবনুন নাজ্জার এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٤. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنَا كَلِمَتِىْ مَنْ قَالَ اَدْخَلْتُهُ جَنَّتِىْ وَمَنْ اَدْخَلْتُهُ جَنَّتِىْ فَقَدْ اَمِنَ عَذَابِىْ * وَالْقُرْاٰنُ كَلَامِىْ وَمِنِّىْ خَرَجَ * اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

৪. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ বলেন, আমি আল্লাহ্, আমি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, এ আমার উক্তি; এটা যে স্বীকার করে তাকে আমি আমার বেহেশতে প্রবেশ করাই,আর আমি যাকে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাই, নিশ্চয়ই সে আমার শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়। কুরআন আমার বাণী, আর আমার কাছ থেকে তা নাযিল হয়েছে।

খাতীব এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ ভয় ও উপসনা একমাত্র আল্লাহর জন্য ঃ

٥. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ فِىْ نَبَاءٍ عَظِيْمٍ اَخْلُقُ وَيَعْبُدُ غَيْرِىْ اَرْزُقُ وَيَشْكُرُ غَيْرِىْ * اَخْرَجَهُ الْحَكِيْمُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى)*

৫. (রাসূল (সঃ) বলেন) "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি এবং জিন ও মানব জাতী এক মহাপরিস্থিতিতে অবস্থান করছি। তাদেরকে আমি সৃষ্টি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করি, আর তারা অন্যের উপাসনা করে, তাদেরকে আমি জিবিকা দেই, আর তারা অন্যের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে।

এ হাদীসটি হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে হাকেম ও তিরমিযী সংগ্রহ করেছেন।

٦. قَالَ رَبُّكُمْ اَنَا اَهْلٌ اَنْ اُتَّقَى فَلَا يُجْعَلُ مَعِىْ اِلٰهٌ فَمَنِ اتَّقَى اَنْ يَجْعَلَ مَعِىْ اِلٰهًا فَاَنَا اَهْلٌ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

৬. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "তোমাদের প্রভু বলেছেন, সকলে আমাকেই ভয় করবে। কারণ, আমিই এর যোগ্য; অতএব আমার সাথে আর কাউকেও কোন উপাস্য স্থির করা না হয়। অনন্তর যে আমার সাথে আর কাউকেও উপাস্য স্থির করবে না, তাকে আমি ক্ষমা করে দেয়া কর্তব্য মনে করি।

আহমদ ও তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٧. قَالَ رَبُّكُمْ لَوْ اَنَّ عِبَادِىْ اَطَاعُوْنِىْ لَاَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَلَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَا اَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

৭. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) "তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার বান্দারা যদি পুরোপুরি আমার অনুগত হত, তবে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে রাতে বৃষ্টিদান করতাম, তাদের জন্য দিনে রোদ উঠাতাম এবং তাদেরকে বজ্র ধ্বনি শুনাতাম না।"

আহমদ ও হাকেম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

● লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের মহিমা ঃ

٨. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَرِّبُوْا اَهْلَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ ظِلِّ عَرْشِىْ فَاِنِّىْ اُحِبُّهُمْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সম্প্রদায়কে আমার আরশের ছায়া তলে স্থান দাও। কারণ, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে ভালবাসি।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৯. اِذَاَ قَالَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ خَرَقَتِ السَّمٰوَاتِ حَتّٰى تَقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اُسْكُنِىْ فَتَقُوْلُ كَيْفَ اَسْكُنْ وَلَمْ يُغْفَرْ لِقَائِلِىْ فَيَقُوْلُ مَااَجْرَيْتُكَ عَلٰى لِسَانِهٖ اِلَّا وَقَدْ غَفَرْتُ لَهٗ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

৯. (হুজুর (সঃ) বলেছেন) "কোন মুসলমান বান্দা যখন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই) বলে, তখন তা আকাশসমূহ ছেদন করে যায়, এমনকি তা আল্লাহ্‌র সম্মুখে গিয়ে পৌছে। আল্লাহ্ তখন বলেন, "স্থির হও", তখন এটা বলে, " আমি কিরূপে স্থির হব- আমি যার দ্বারা উচ্চারিত হয়েছি এখনও তাকে মাফ করা হয়নি"। আল্লাহ তখন বলেন, আমি তোমাকে সে লোকের জিহ্‌বা দ্বারা পরিচালিত করিনি যাকে তার আগ মুহূর্তে মাফ করে দেইনি।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

শির্‌ক সম্পর্কে

✪ শির্‌ক ও তার পরিণতি ঃ

১০. اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَىَّ كَلِمَاتٍ دَخَلْنَ فِىْ اُذُنِىْ وَقَرْنَ فِىْ قَلْبِىْ اُمِرْتُ اَنْ لَاّ اَسْتَغْفِرَ لِمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا وَمَنْ اَعْطٰى فَضْلَ مَالِهٖ فَهُوَ خَيْرٌلَّهٗ وَمَنْ اَمْسَكَ فَهُوَ شَرٌّلَّهٗ وَلَايَلُوْمُ اللّٰهُ عَلٰى كَفَافٍ * اَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ (رضى) مُرْسَلًا *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০. (হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন) "মহান আল্লাহ্ আমার প্রতি এমন কতগুলো প্রত্যাদেশ করেছেন যা আমার কানে প্রবেশ করেছে এবং আমার হৃদয়ে বসে গেছে। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করি যে লোক মুশরিক অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেছে। আর যে লোক তার অবশিষ্ট সম্পদ অপরকে বিলিয়ে দেয়, তা তার জন্য কল্যানকর। আর যে তা আঁকড়িয়ে রাখে, তার জন্য তা অনিষ্টকর। আর জীবিকার সমপরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত রাখায় আল্লাহ্ কাউকেও অভিসম্পাত করেন না।"

ইবনে জারীর এ হাদিসটি হযরত কাতাদা (রা) থেকে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١١ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ اُمَّتَكَ لَايَزَالُوْنَ يَقُوْلُوْنَ مَاكَذَا مَاكَذَا حَتّٰى يَقُوْلُوْا هٰذَا اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ
* اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَاَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

১১. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমার উম্মতগণ সর্বদা (তর্কচ্ছলে) বলতে থাকবে-এটা কিভাবে হল? এটা কিভাবে হল? এমনকি 'পরিশেষে বলবে, "এ সৃষ্টিকুলকে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে?"

ইমাম মুসলিম ও আবূ আওয়ানা এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٢. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىْ غَيْرِىْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ *
اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১২. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, যাদেরকে আমার অংশী সাব্যস্ত করা হয় আমার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। যে লোক আমার সাথে (কোন কিছু বা কাউকে) অংশী সাব্যস্ত করে কোন আমল করে, তাকে আমি পরিত্যাগ করি এবং আমার সাথে সে যা শরীক করে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি।"

মুসলিম ও ইবনে মাজা এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٣. قَالَ رَبُّكُمْ مَنْ اَظْلَمَ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْ ابَعُوْضَةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا ذَرَّةً * اَخْرَجَهُ اِبْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১৩. নবী করীম (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের প্রভূ বলেছেন, যে লোক আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? সামর্থ্য থাকলে তাকে একটি মশা, কিংবা একটি কণা সৃষ্টি করতে বল।

ইবনুন নাজ্জার এ হাদিসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٤. يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ مُقْتَدِيًا بِهِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَدْ اَرَدْتُ مِنْكَ اَهْوَنَ مِنْ ذَالِكَ قَدْ اَخَذْتُ عَلَيْكَ فِى ظَهْرِ اٰدَمَ اَلاَّ تُشْرِكَ بِىْ شَيْئاً فَاَبَيْتَ اِلاَّ اَنْ تُشْرِكَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَاِبْنِ حَبَّانِ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

১৪. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদের কোন একজনকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি মনে কর তোমার কাছে যদি পার্থিব কোন বস্তু থাকত তবে তুমি মুক্তির বিনিময়ে তা দান করতে? তখন সে বলবে, হ্যাঁ। অনন্তর আল্লাহ্ বলবেন– তোমার কাছে আমি এর চেয়েও নগণ্য বস্তু চেয়েছিলাম। আদমের পিঠে থাকাকালে তোমার কাছে চেয়েছিলাম, তুমি আমার সাথে কোন কিছু অংশী সাব্যস্ত করবে না। তখন তুমি অংশী স্থির না করার অংগীকার করেছিলে।"

আহমদ ও শায়খাইন, আবূ আওয়ানা ও ইবনে হাব্বান হযরত আব্বাস (রা) থেকে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

١٥. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاابْنُ اٰدَمَ وَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ فَامَّا الَّتِىْ لِىْ فَتَعْبُدُنِىْ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَا تُشْرِكُ بِى شَيْئًا وَاَمَّا الَّتِى لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَيْءٍ اَوْ مِنْ عَمَلٍ وَفَيْتُكَهُ وَاَمَّا الَّتِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَىَّ الْاِجَابَةُ * اَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) وَضَعَّفَهُ *

১৫. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) “সুমহান আল্লাহ্ বলেন, হে আদম সন্তান! একটি তোমার জন্য, আরেকটি আমার জন্য এবং আরেকটি আমার ও তোমার জন্য। অনন্তর আমার জন্য যা রয়েছে তা এই যে, তুমি আমার উপসনা করবে, আমার সাথে কোন কিছু অংশী স্থির করবে না। আর যা তোমার জন্য তা এই যে, তুমি কিছু বা কোন আমল করলে তোমাকে তার পূরো প্রতিদান দেব। আর যা কিছু আমার ও তোমার জন্য তা এই যে, তুমি প্রার্থণা করবে আর আমি তা মঞ্জুর করব।”

নাসায়ী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন। তবে তিনি একে দুর্বল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন।

● শিরক না করার পুরস্কার ঃ

١٦. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِى وَرَجَوْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا اُبَالِىْ * يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عِنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِى غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِىْ يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَنَّكَ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لَا تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً * اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) *

১৬. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন) “সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদম সন্তান! যতক্ষন পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকতে থাক এবং আমার আশা পোষণ করতে থাক সে পর্যন্ত আমি তোমাকে মার্জনা করতে থাকি, তোমার যত পাপই হোক না কেন। আর আমি কোন ভয় করি না। হে আদম সন্তান! যদি তোমার পাপরাশি আসমান পর্যন্তও পৌছে, তারপর তুমি আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিই এবং আমি কাউকে গ্রহ্য করি না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হে আদম সন্তান! যদি তুমি আমার কাছে পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়ে আস আর আমার কোন অংশী স্থির না করে আমার সাথে সাক্ষাত কর; নিশ্চয়ই আমি সে পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে আসব।

তিরমিযী, তিবরানী ও বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আবূ যর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٧. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا اِبْنَ اٰدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِىْ
وَرَجَوْتَنِىْ وَلَمْ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلٰى مَاكَانَ
مِنْكَ وَاِنِ اسْتَقْبَلْتَنِىْ بِمَلَاءِ السَّمٰوَاتِ خَطَايَا وَذُنُوْبًا
اسْتَقْبَلْتُكَ بِمَلْئِهِنَّ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَاَغْفِرُلَكَ وَلَااُبَالِىْ *
اَخْرَجَهُ الشِّيْرَازِىُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) *

১৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "মহান ও মর্যাদাশালী আল্লাহ্ বলেছেন, হে আদম সন্তান! যে পর্যন্ত তুমি আমার উপাসনা কর এবং আমার কাছে কামনা কর, আর আমার সাথে কোন শরীক না কর, সে পর্যন্ত আমি তোমার সকল পাপ মার্জনা করে দেই। আর তুমি যদি আকাশসমূহ ভরা অপরাধ ও পাপ নিয়ে আমার দিকে এগুতে থাক, আমিও অনুরূপ ক্ষমা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসি এবং তোমাকে ক্ষমা করে দেই। আর আমি সকল পরিণামের ঊর্ধ্বে।"

শীরাযী এ হাদীসটি হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٨. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشَرُ
اَمْثَالِهَا وَاَزِيْدُ وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاءُ هَا مِثْلُهَا اَوْ اَغْفِرُ
وَمَنْ عَمِلَ قِرَابَ الْاَرْضِ خَطِيْئَةً ثُمَّ لَقِيَنِىْ لَا يُشْرِكُ بِىْ
شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً وَمَنِ اقْتَرَبَ اِلَىَّ شِبْرًا
اقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنِ اقْتَرَبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْتُ اِلَيْهِ
بَاعًا وَمَنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ وَاِبْنِ مَاجَةَ وَاَبُوْا عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) “মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, যে লোক কোন ভাল কাজ করে তার জন্য ওর দশগুণ এবং তার চেয়েও বেশি পুরস্কার রয়েছে। আর যে লোক কোন খারাপ কাজ করে, এর প্রতিদান ওর সমপরিমান কিংবা আমি তা ক্ষমা করে দেই। আর যে লোক আমার সাথে কোন কিছু শরীক না করে পৃথিবী সমান পাপ করে তারপর আমার সাথে সাক্ষাত করে, আমি তাকে ওর সমপরিমাণ মার্জনা করে থাকি। আর আমার দিকে যে লোক এক বিঘত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু’হাত অগ্রসর হই। যে লোক আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয়, আমি দ্রুত পায়ে তার দিকে অগ্রসর হই।”

আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজা ও আবূ আওয়ানা এ হাদীসটি হযরত আবূ যর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٩. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ عَلِمَ اَنِّىْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا اُبَالِىْ مَالَمْ يُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ وَالْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) *

১৯. (হযরত রাসূল (সঃ) বলেছেন) “মহান মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, যে লোক জানে যে, আমি যাঁবতীয় গুনাহ মাফের অধিকারী, তাকে আমি মাফ করে দেই। আর আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা পর্যন্ত আমি কারো কোন পরোয়া করি না।”

তিবরানী ও হাকেম এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

● সময় ও কালকে গালি দেয়াও শির্‌ক ঃ

٢٠. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِى الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَاَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

২০. (হযরত রাসূল (সঃ) বলেছেন) “মহান ও মর্যদাশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আদম সন্তান কালকে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই কাল, কর্তৃত্ব আমারই হাতে, আমিই রাত-দিনের পরিবর্তন করি।

Bangladesh Anjumane Ashekdane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহমদ, আবূ দাঊদ ও শায়খাইন এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢١. لَاتَسُبُّوا الدَّهْرَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا الدَّهْرُ اَلاَيَّامُ اللَّيَالِىْ اُجَدِّدُهَا وَاٰتِىْ بِمُلُوْكٍ بَعْدَ مُلُوْكٍ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২১. (হযরত রাসূল (সঃ) বলেছেন) "সময়কে গালি দিও না; মহান আল্লাহ্ বলেছেন, আমিই সময়। দিন ও রাতকে আমি নতুন রূপ দান করি, আর আমি-ই এক শাসকদের উপরে আরেক শাসকদেরকে চাপিয়ে থাকি।"

বাহয়াকী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٢. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِسْتَقْرَضْتُ عَبْدِىْ فَلَمْ يُقْرِضْنِىْ وَشَتَمَنِىْ عَبْدِىْ وَهُوَ لَايَدْرِىْ يَقُوْلُ وَادَهْرَاهُ وَادَهْرَاهُ اَنَا الدَّهْرُ* اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২২. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে ঋণ চেয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে ঋণ দেয়নি। আর আমার বান্দা আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ সে তা জানে না। সে বলে, হায়রে সময়! হায়রে সময়! মূলত আমিই সময়।"

হাকেম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

রিয়া বা ছোট শির্‌ক সম্পর্কে

✪ আমলের উদ্দেশ্য ও বাসনা ঃ

٢٣. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنِّىْ لَسْتُ عَلٰى كُلِّ كَلَامِ الْحَكِيْمِ اَقْبَلُ وَلٰكِنْ اَقْبَلُ عَلٰى هَمِّهِ وَهَوَاهُ فَاِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِيْمَا يُحِبُّ اللّٰهُ وَيَرْضٰى جَعَلْتُ هَمَّهُ حَمْدَ اللّٰهِ وَوَقَاراً وَاِنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ * اَخْرَجَهُ هَمْزَةُ السَّهْمِىُّ عَنِ الْمُهَاجِرِبْنِ حَبِيْبٍ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি তো কোনো বিচক্ষণ ব্যক্তির কথাই কবূল করি না; বরং আমি তার উদ্দেশ্য ও বাসনা-ই কবূল করে থাকি। অতঃপর তার ইচ্ছা ও প্রত্যাশা যদি আল্লাহ্ যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তা-ই হয় ; তবে তার উদ্দেশ্যকে আমি আমার প্রশংসা ও মর্যাদায় পরিবর্তিত করে দেই, যদিও সে কথা সে না-ও বলে থাকে।"

হামযাহ সাহমী এ হাদীসটি হযরতমুহাজির ইবনে হাবীব (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

● লোক দেখানো আমলের পরিণতি ঃ

২৪. يُؤْمَرُ بِنَاسٍ مِّنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ حَتّٰى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا وَاسْتَنْشَقُوْا رِيْحَهَا وَنَظَرُوْا إِلَى قُصُوْرِهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِأَهْلِهَا فِيْهَا نُوْدُوْا أَنْ اصْرِفُوْهُمْ لَا نَصِيْبَ لَهُمْ فِيْهَا فَيَرْجِعُوْنَ بِحَسْرَةٍ مَا رَجَعَ الْأَوَّلُوْ ذَالِكَ بِمِثْلِهَا فَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَوْ أَدْخَلْتَنَا النَّارَ قَبْلَ أَنْ تُرِيَنَا مَا أَرَيْتَنَا مِنْ ثَوَابِكَ وَمَا أَعْدَدْتَ فِيْهَا لِأَوْلِيَائِكَ كَانَ أَهْوَنَ عَلَيْنَا قَالَ ذَاكَ أَرَدْتُ بِكُمْ يَا أَشْقِيَاءُ كُنْتُمْ إِذَا خَلَوْتُمْ بَارَزْتُمُوْنِيْ بِالْعِظَامِ وَإِذَا لَقِيْتُمُ النَّاسَ لَقِيْتُمُوْهُمْ مُخْبِتِيْنَ وَتُرَاؤُوْنَ النَّاسَ بِخِلَافِ مَا تُعَظِّمُوْنِيْ فِيْ قُلُوْبِكُمْ هَبْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تُهَابُوْنِيْ وَاَجْلَلْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تُجِلُّوْنِيْ وَتَرَكْتُمْ لِلنَّاسِ وَلَمْ تَتْرُكُوْا لِيْ فَالْيَوْمَ أُذِيْقُكُمُ الْعَذَابَ مَعَ مَا حَرَمْتُكُمْ مِنَ الثَّوَابِ ٭ أَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِيُّ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ (رضى) ٭

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৪. (হযরত রাসূল (সঃ) বলেছেন) "কেয়ামতের দিন কিছু লোককে বেহেশতের দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। তারা যখন বেহেশতের কাছাকাছি হবে তখন তারা ওর সুঘ্রাণ পাবে এবং বেহেশতের প্রাসাদগুলো এবং আল্লাহ্ তাতে তার অধিবাসীদের জন্য যা কিছু তৈরী করেছেন, তার দিকে তাকাবে। তখন ডেকে বলা হবে, "তাদেরকে ফিরিয়ে আন, ওতে ওদের কোন অংশ নেই।" তখন তারা হতাশ হয়ে ফিরে আসবে যেমনটি পূর্ববর্তীগণ কখনো ফিরে আসেনি। তারপর তারা বলবে "হে আমাদের রব, যদি তুমি আমাদেরকে তোমার প্রতিদানের বেহেশত এবং তাতে তোমার বন্ধুদের জন্য যা তৈরি করে রেখেছ তা দেখানোর আগেই দোযখে প্রবেশ করাতে, তবে আমাদের জন্য সহজ হত।" আল্লাহ্ বলবেন, "ওরে পাপিষ্টরা, তোদের (শাস্তির) জন্য আমি এ-ই মনস্থ করেছি। তোমরা যখন নিরালায় থাকতে তখন বড় বড় পাপ করে আমার মুকাবিলা করতে, আর যখন লোকদের মধ্যে আসতে তখন তাদের সাথে বিনয়ের সাথে দেখা করতে। মনে মনে তোমরা আমাকে যেরূপ বড় মনে করতে, মানুষদেরকে তার উল্ট দেখাতে। তোমরা মানুষকে ভয় করতে কিন্তু আমাকে করতে না, মানুষকে বড় মনে করতে, কিন্তু আমাকে করতে না। তোমরা মানুষের জন্য নিজেকে পবিত্র সাজাতে, কিন্তু আমার জন্য সাজাতে না। এ জন্য আমি যে আজ তোমাদেরকে বেহেশত থেকে বঞ্চিত করেছি (তার উদ্দেশ্য) তা দিয়ে তোমাদেরকে শাস্তির মজা চাখাব।" তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٥ . اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ بَعْضِ كُتُبِهٖ وَاَوْحٰى اِلٰى بَعْضِ اَنْبِيَائِهٖ قُلْ لِلَّذِيْنَ يَتَفَقَّهُوْنَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ وَيَطْلُبُوْنَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْاٰخِرَةِ وَيَلْبَسُوْنَ لِبَاسَ مُسُوْكِ الْكِبَاشِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّيَابِ وَاَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ اِيَّاىَ يَخْدَعُوْنَ اَوْ بِىْ لَايَسْتَهْزِءُوْنَ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاُتِيْحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَذَرُّ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ سَعِيْدِ النَّقَّاشُ وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৫. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ তাঁর কোন এক কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর কোন এক নবীর প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন, ঐ সকল লোকদেরকে বল, যারা দীন-ধর্ম ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং আমলের উদ্দেশ্য ছাড়া জ্ঞান অর্জন করে এবং পরকালীন আমলের বিনিময়ে পৃথিবী অন্বেষণ করে, আর ভেড়ার চামড়ার লেবাস পরিধান করে, আর তাদের হৃদয় নেকড়ের অন্তরের ন্যায় এবং তাদের ভাষা মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং ধার্মিকের বেশে দুনিয়া অর্জনে আত্মনিয়োগ কারী এ ভণ্ড প্রবঞ্চকদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্ কঠোর সর্তকবাণী করেছেন। আল্লাহ্ তাদের সামনে এমন কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত করবেন বলে কসম করেছেন যে, তা অতি চালাক লোককেও স্তম্ভিত করে তুলবে। তাদের হৃদয় মুসাব্বর গাছের চেয়েও বেশি তিতা। তারা কি আমাকেই প্রবঞ্চিত করছে, না আমার প্রতি উপহাস করছে ? অতএব আমি নিজের নামে কসম করলাম, তাদের জন্য আমি এরূপ বিশৃঙ্খলা নাযিল করব, যাতে তাদের মধ্যেকার অতিশয় দৃঢ়মনা জ্ঞানী ব্যক্তিও স্তম্ভিত হয়ে পড়বে।"

আবূ সাঈদ সুক্কাশ ও ইবনু ন্নাজ্জার এ হাদীসটি হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٦. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عِبَادٌ لِّي يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ مُسُوْكَ الضَّانِ وَقُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ وَاَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ الْعَسَلِ يُخَتِّلُوْنَ النَّاسَ بِدِيْنِهِمْ اَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ لِىْ يَجْتَرُوْنَ فَبِى اَقْسَمْتَ لَاُبْسِنَنَّهُمْ فِتْنَةً تَذَرُ الْحَلِيْمَ فِيْهَا حَيْرَانَ * اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَائِشَةَ (رضى)*

২৬. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "মহান ও মর্যাদাশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আমার এরূপ কিছু সংখ্যক বান্দা আছে, যারা মানুষকে দেখানোর জন্য ভেড়ার চামড়া পরিধান করে। তাদের হৃদয় মুসাব্বরের কাঠের চেয়েও বেশি তিতা, আর তাদের কথা মধুর চেয়েও মিষ্টি। তারা মানুষের কাছে নিজের দীন-ধর্ম নিয়ে অহঙ্কার করে। তারা কি আমার দেয়া আবকাশ দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েছে ? না আমার সাথে সমকক্ষতার দুঃসাহস লাভ করতে চলেছে ? কিন্তু আমি আমার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্তার কসম করে বলছি, তাদের প্রতি আমি এমন বিপর্যয় আনয়ন করব যে তাতে অত্যন্ত ধৈর্যশীলগণও হয়রান হয়ে পড়বে।" ইবনু আসাকির এ হাদিসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহর যিকির বা স্মরণ সম্পর্কে

٢٧. إِذَا قَالَ الْعَبْدُ يَارَبِّ يَارَبِّ قَالَ اللّٰهُ لَبَّيْكَ عَبْدِيْ سَلْ تُعْطَهُ * أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَائِشَةَ (رضى)*

২৭. (হুজুর (সঃ) বলেছেন) "বান্দা যখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ তখন বলেন, 'হে আমার বান্দা! আমি উপস্থিত আছি। তুমি চাও, তুমি যা চাইবে তোমাকে তা-ই দেয়া হবে।"

ইবনে আবিদ্- দুন্ইয়া ও বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٨. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى أَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِيْ يَوْمًا أَوْ خَافَنِيْ فِيْ مَقَامٍ * أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ (رضى)*

২৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) সুমহান আল্লাহ্ বলবেন, "যে লোক কোন একদিন আমাকে স্মরণ করেছে বা কোন এক স্থানে আমাকে ভয় করেছে তাকে দোযখের অগ্নি থেকে বের কর।" তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٩. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا ذَكَرَنِيْ عَبْدِيْ خَالِيًا ذَكَرْتُهُ خَالِيًا وَإِذَا ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنَ الْمَلَاءِ الَّذِيْ ذَكَرَنِيْ فِيْهِ * أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, " আমার বান্দা যখন আমাকে নিভৃতে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিভৃতে স্মরণ করি। আর সে যখন আমাকে কোন মজলিসের মধ্যে স্মরণ করে, আমিও তাকে এমন এক মজলিশের মধ্যে স্মরণ করি, যা তার সেই মজলিশের চেয়েও উত্তম-যাতে সে আমাকে স্মরণ করেছিল।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٣٠ . مَامِنْ قَوْمٍ جَلَسُوْا مَجْلِسًا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ نَادَاهُمْ مُنَادٍ عَنِ السَّمَاءِ قُوْمُوْا فَقَدْ غُفِرَتْ لَكُمْ وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ * اَخْرَجَهُ الْعَسْكَرِىُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْعَبْسِىِّ (رضى)*

৩০. এমন কোন জাতি নেই যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য মজলিসে বসেছে অথচ জনৈক ঘোষক আকাশ থেকে তাদেরকে এই বলে আহবান করেননি– "নিশ্চয়ই তোমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে এবং তোমাদের পাপসমূহ পূণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে।"

আসকারী এ হাদীসটি হযরত হানযালা আবসী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٣١. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اُذْكُرْ نِىْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً اَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৩১. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! ফজর ও আসর নামাযের পরে কিছু সময়ের জন্য আমাকে স্মরণ কর। তা হলে উভয় নামাযের মধ্য সময়ে আমি তোমাকে সহায়তা করব।"

আবূ নুয়াঈ'ম এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٣٢. قَالَ مُوْسٰى يَارَبِّ وَدِدْتُ اَنِّىْ اَعْلَمُ مَنْ تُحِبُّ مِنْ عِبَادِكَ فَاُحِبَّهُ قَالَ اِذَا رَاَيْتَ عَبْدِىْ يُكْثِرُ ذِكْرِىْ فَاَنَا اَذِنْتُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَهُ فِى ذَالِكَ وَاَنَا اُحِبُّهُ وَاِذَا رَاَيْتَ عَبْدِىْ لَايَذْكُرُنِىْ فَاَنَا حَجَبْتُهُ عَنْ ذَالِكَ وَاَنَا اُبْغِضُهُ * اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِىْ عَنْ عُمَرَ (رضى) *

৩২. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) "মূসা (আ) বললেন, "হে আমার রব! আমি চাই, তোমার বান্দাদের মধ্যে তুমি যাকে ভালবাস আমিও যেন তাকে ভালবাসতে পারি।" আল্লাহ্ বললেন, "(হে মূসা), তুমি যখন দেখ, আমার কোন বান্দা বেশি বেশি আমার যিকির করছে (তখন বুঝে নিও) আমি তাকে এর সক্ষমতা দিয়েছি, আমার অনুমতিক্রমেই সে আমার যিকির করছে এবং তাকে আমি ভালবাসি। আর যখন দেখ, আমার কোন বান্দা আমার যিকির করে না, তখন যেন আমি তাকে এ (আল্লাহ্‌র যিকির) থেকে বিরত রেখেছি এবং আমি তার উপর রুষ্ট।"

দারু কুতনী এ হাদীসটি হযরত উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٣٣. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ ذَكَرَنِىْ حِيْنَ يَغْضَبُ ذَكَرْتُهُ حِيْنَ اَغْضَبُ وَلَا اَمْحَقُهُ فِيْمَنْ اَمْحَقُ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

৩৩. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "রাগান্বিত হওয়ার সময়ে যে আমাকে স্মরণ করে, আমিও রাগান্বিত সময়ে তাকে স্মরণ করব এবং যাদেরকে আমি ধ্বংস করব, তাকে তাদের মধ্যে শামিল করব না।" এ হাদীসটি দায়লামী আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٣٤. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطِيْهِ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ * اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ جَابِرٍ (رضى) *

৩৪. (রাসূল (সঃ) বলেন) মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমার যিকির যাকে এরূপভাবে নিমগ্ন রাখে যে, সে আমার কাছে কিছু চাওয়ার সময় পায় না, তাকে আমি এমন বস্তু দান করব, যা প্রার্থনাকারীদের প্রাপ্য বস্তুর চেয়েও উত্তম।"

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩৫. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اُعْطِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَنِىْ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى)*

৩৫. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যাকে আমার যিকির ...ভাবে মগ্ন রাখে যে, সে আমার কাছে তার কাম্যবস্তু চাওয়ারও অবসর পায় না, সে আমার কাছে চাওয়ার আগেই আমি তাকে দিয়ে দেই।"

এ হাদীসটি আবূ নুয়াঈ'ম হযরত হুযাইফা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

○ আল্লাহ যাকে যিকির করতে নিষেধ করেছেন ঃ

৩৬. اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى دَاوُدَ اَنْ قُلْ لِلظَّلَمَةِ لَا يَذْكُرُوْنِىْ فَاِنِّىْ اَذْكُرُ مَنْ يَذْكُرُنِىْ وَاِنَّ ذِكْرِىْ اِيَّاهُمْ اَنْ اَلْعَنَهُمْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

৩৬. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) আল্লাহ্ দাউদ (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, জালিমদেরকে বলে দাও, তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কারণ যে লোক আমায় স্মরণ করে, আমিও তাকে স্মরণ করি। আর জালিমদেরকে স্মরণ করার অর্থ হল তাদের প্রতি আমার অভিশাপ বর্ষণ করা।"

হাকেম এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৩৭. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اُذْكُرُوْنِىْ بِطَاعَتِىْ اَذْكُرْكُمْ بِمَغْفِرَتِىْ فَمَنْ ذَكَرَنِىْ وَهُوَ مُطِيْعٌ لِّىْ فَحَقٌّ عَلَىَّ اَنْ اَذْكُرَهُ مِنِّىْ بِمَغْفِرَتِىْ وَمَنْ ذَكَرَنِىْ وَهُوَ بِىْ عَاصٍ فَحَقٌّ عَلَىَّ اَنْ اَذْكُرَهُ بِمَقْتٍ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هِنْدِ الدَّارِىِّ *

৩৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আনুগত্যের সাথে তোমরা আমাকে স্মরণ কর, তোমাদেরকে আমি ক্ষমা সহকারে স্মরণ করব। আমাকে যে স্মরণ করে সাথে সাথে সে যদি আমার অনুগত হয়, তবে আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে, আমি যেন তাকে ক্ষমার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাথে স্মরণ করি। আর যে আমাকে স্মরণ করে- অথচ সে আমার অবাধ্যচারী, তবে আমার জন্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, আমি যেন তাকে ঘৃণার সাথে স্মরণ করি।"

দায়লামী এ হাদীসটি আবী হিন্দ দওয়ারী থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ বান্দার সাথে আল্লাহর বসবাস ঃ

৩৮ . اَوْحٰى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى يَامُوْسٰى تُحِبُّ اَنْ اَسْكُنَ مَعَكَ بَيْتَكَ فَخَرَّ لِلّٰهِ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ يَارَبِّ وَكَيْفَ تَسْكُنُ مَعِىَ بَيْتِىْ فَقَالَ يَامُوْسٰى اَمَا عَلِمْتَ اَنِّىْ جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِىْ وَحَيْثُمَا الْتَمَسَنِىْ عَبْدِىْ وَجَدَنِىْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِيْنَ عَنْ جَابِرٍ (رضى)*

৩৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করলেন, "হে মূসা! তুমি কি এটা চাও যে, আমি তোমার ঘরে তোমার সাথে বসবাস করি ?" এই শুনে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সিজদায় রত হলেন অতঃপর নিবেদন করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সাথে আমার ঘরে কিভাবে বাস করবেন?" অনন্তর আল্লাহ্ বললেন, হে মুসা! তুমি কি জান না আমায় যে স্মরণ করে আমি তার সঙ্গী হই ? আর আমার বান্দা আমাকে যেখানে খোজে, সেখানেই আমাকে পায়।

"এ হাদীসটি ইবনু শাহীন হযরত জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৩৯. قَالَ مُوْسٰى يَا رَبِّ اَقَرِيْبٌ اَنْتَ فَاُنَاجِيْكَ اَمْ بَعِيْدٌ فَاُنَادِيْكَ فَاِنِّىْ اُحِسُّ حُسْنَ صَوْتِكَ وَلَا اَرَاكَ فَاَيْنَ اَنْتَ فَقَالَ اللّٰهُ اَنَا خَلْفَكَ وَاَمَامَكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ يَامُوْسٰى اَنَا جَلِيْسُ عَبْدِىْ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِىْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ ثَوْبَانَ (رضى)*

৩৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) হযরম মূসা (আ) বললেন "হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমার খুব কাছাকাছি যে, আপনাকে আমি অনুচ্চস্বরে ডাকব, না কি আমার থেকে অনেক দূরে যে, উচ্চৈস্বরে ডাকবো? কারণ আপনার সুরের মাধুরী তো আমি অবশ্যই অনুভব করি কিন্তু আপনাকে দেখতে পাই না,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তা হলে আপনি কোথায় অবস্থান করেন?” আল্লাহ্ এরশাদ করলেন, “আমি তোমার পেছনে, তোমার সামনে, তোমার ডানে এবং তোমার বামে অবস্থান করি। ওহে মূসা! আমি আমার বান্দার সাথে বসে থাকি যখন সে আমায় স্মরণ করে। সে যখন আমাকে ডাকে আমি তখন তার সাথে থাকি।”

দায়লামী এ হাদীসটি সাওবান (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٤٠. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَّ مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

৪০. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন) নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ বলেন, “আমি আমার বান্দার সাথে অবস্থান করি। যতক্ষণ সে আমার যিকির করে এবং আমার যিকিরে তার দু'ঠোঁট সঞ্চারিত হয়।” আহমদ এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

○ গাছ যাকে সুমিষ্ট সুর শুনাবে ঃ

٤١ . وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَيُوْحِىْ اِلٰى شَجَرِ الْجَنَّةِ اَنْ اَشْغِلِىْ عِبَادِىَ الَّذِيْنَ شَغَلُوْا اَنْفُسَهُمْ بِذِكْرِىْ عَنِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيْرِ فَسْمِعُهُمْ بَاَصْوَاتٍ مَا سَمِعَ الْخَلَائِقِ مِثْلَهُ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

৪১. (রাসূল (সঃ) বলেন) “সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। নিশ্চয়ই মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বেহেশতের কোন কোন গাছকে প্রত্যাদেশ করবেন; “আমার যে সকল বান্দা আমার যিকিরের জন্য গান-বাজনা শোনা থেকে নিবৃত রয়েছে তাদেরকে তুমি সুমিষ্ট সুর পরিবেশন কর।” তারা তখন তসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনার বিনিময়ে (অর্থাৎ যিকিরের পুরস্কার হিসাবে) এরূপ সুমিষ্ট সুর শুনতে পাবে ইতিপূর্বে যার অনুরূপ সুর কোন সৃষ্ট জীব শুনেনি।”

দায়লামী এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ উচুমনা ব্যক্তি ঃ

٤٢. يَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ قِيْلَ وَمَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَهْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِى الْمَسَاجِدِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى)*

৪২. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) কেয়ামতের দিন মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালক বলবেন, "আজ সিঘ্রই হাশরের ময়দানে সমবেতগণ জানতে পারবে কে উচুমনা।" বলা হল, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সে উচুমনা ব্যক্তি?" তিনি বললেন, "মসজিদসমূহে আল্লাহ্‌র যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারিগণ।"

এ হাদীসটি আহমদ ও আবূ ইয়ালা আবূ সাঈদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ ঃ

٤٣. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اِبْنَ اٰدَمَ مَا ذَكَرْتَنِىْ شَكَرْتَنِىْ وَمَا نَسِيْتَنِىْ كَفَرْتَنِىْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِيْنٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৪৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "ও হে আদম সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমায় স্মরণ কর ততক্ষণই তুমি আমার শুকরিয়া আদায় কর। আর যতক্ষণ তুমি আমাকে বিস্মৃত থাক ততক্ষণ তুমি আমার প্রতি নাশুকর থাক।"

ইবন্ শাহীন এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ 'মুমিনের ডাক' আল্লাহর খুব প্রিয় ঃ

٤٤. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُوْلُ يَا جِبْرَائِيْلُ اقْضِ لِعَبْدِىْ هٰذَا حَاجَتَهُ وَاَخِّرْهَا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ صَوْتَهُ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللّٰهَ وَهُوَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يُبْغِضُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا جِبْرَائِيْلَ اقْضِ لِعَبْدِيْ
حَاجَتَهُ وَعَجِّلْهَا لَهُ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اَسْمَعَ صَوْتَهُ * اَخْرَجَهُ
ابْنُ عَسَاكِرِ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

৪৪. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) “নিশ্চয় বিশ্বাসী-মু‘মিন বান্দা আল্লাহ্‌কে ডাকে, অনন্তর আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, “ হে জিবরাঈ’ল, আমার (মুমিন) বান্দার এ প্রয়োজন পূরণ কর এবং তা সাময়িক ভাবে পেছনে ফেল, কারণ আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে ভালবাসি।” আর নিশ্চয় (গুনাহগার) বান্দা আল্লাহ্‌কে ডাকে কিন্তু আল্লাহ্ তা ঘৃণা করেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন. “হে জিবরাঈ’ল আমার বান্দার প্রয়োজন পূরণ কর এবং তার জন্য তা জলদি কর। কারণ, আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে ভালবাসি না।”

ইবনু আসাকির এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٤٥. اِنَّ جِبْرَائِيْلَ مُوَكَّلٌ بِحَوَائِجِ بَنِىْ اٰدَمَ فَاِذَا دَعَا
الْعَبْدُ الْكَافِرُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاجِبْرَائِيْلُ اقْضِ حَاجَتَهُ
فَاِنِّيْ لَااُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ دُعَائَهُ وَاِذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ
يَاجِبْرَائِيْلُ اَحْبِسْ حَاجَتَهُ فَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَ دُعَائَهُ *
اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارُ عَنْ جَابِرٍ (رضى)*

৪৫. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) “নিশ্চয়ই জিবরাঈ’ল (আ) বনি আদমের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন। অতঃপর কোন অবিশ্বাসী বান্দা যখন দু'আ করে তখন মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে জিবরাঈল! তার প্রয়োজন পূরণ করে দাও। আমি তার দু'আ শুনতে চাই না।” আর কোন মু‘মিন বান্দা যখন দু'আ করে তখন আল্লাহ্ বলেন, “হে জিবরাঈল! তার প্রয়োজন স্থগিত রাখ, কারণ আমি তার আহবান শুনতে পছন্দ করি।” ইবনুন নাজ্জার এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা সম্পর্কে

٤٦. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِىْ وَاللّٰهِ لِلّٰهِ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّتَهُ بِالْفَلَاةِ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَىَّ يَمْشِىْ اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ * اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

৪৬. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "আমার প্রতি বান্দার যে ধারণা রয়েছে আমি তার সাথে থাকি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তখন তার সাথেই থাকি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, " আল্লাহ্র কসম! তোমাদের তওবা করায় আল্লাহ্ সেরূপ আনন্দিত হন, মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া কোন প্রাণী ফিরে পেলে তোমরা যেরূপ আনন্দিত হও। আমার দিকে যে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আমার দিকে যে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই; আর সে যখন আমার দিকে পায়দলে অগ্রসর হয়. আমি তখন দ্রুতবেগে তার দিকে অগ্রসর হই।"

মুসলিম এ হাদিসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٤٧. اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعَبْدٍ اِلَى النَّارِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلٰى شَفَاهَا الْتَفَتَ فَقَالَ اَمَا وَ اللّٰهِ يَا رَبِّ اِنْ كَانَ ظَنِّىْ بِكَ لَحَسَنٌ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ رُدُّوْهُ فَاَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ فَغَفَرَلَهُ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৪৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "সুমহান আল্লাহ্ এক বান্দাকে দোযখে প্রবেশ করানোর আদেশ দেবেন। সে যখন দোযখের প্রান্তদেশে উপনীত হবে, তখন পিছু ফিরে তাকাবে এবং বলবে, "আল্লাহ্র কসম! 'হে প্রতিপালক! তোমার সম্পর্কে আমার কি ভাল ধারণা ছিল না?" তখন মহান প্রতাপশালী আল্লাহ্

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

...বলবেন, "তাকে ফিরিয়ে আন। কারণ, আমি আমার বান্দার ধারণার সাথে অবস্থান করি।" আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٤٨. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدِىْ اَنَا عِنْدَ ظَنِّكَ بِىْ اَنَا مَعَكَ اِذَا دَعَوْتَنِىْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

৪৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "ওহে আমার বান্দা! আমার সম্পর্কে তোমার ধারণার সাথে আমি আছি। তুমি যখন আমাকে আহবান কর, আমি তখন তোমার সাথে থাকি।"

এ হাদিসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٤٩. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ اِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ ظَنَّ شَرًّا فَشَرٌّ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ وَاثِلَةَ (رضى)*

৪৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার সম্পর্কে বান্দাদের ধারণার সাথে আমি আছি। কেউ যদি সুধারণা পোষণ করে, তবে তার জন্য তা কল্যাণকর। আর যদি সে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তবে তার জন্য তা অকল্যানকর।"

তিবরানী এ হাদিসটি হযরত ওয়াসিল (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٥٠. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِىْ فَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَاِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِىْ يَمْشِىْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৫০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারনার সাথে আছি। আর আমাকে যখন সে স্বরণ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করে, আমি তখন তার সাথেই অবস্থান করি। সে যদি আমায় মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি আমাকে কোন এক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্মরণ করে, তবে আমি তাকে ওর চেয়েও উৎকৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তার দিকে আমি একহাত অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, তবে তার দিকে আমি এক গজ অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে পায়দলে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আগাই।"

আহমদ ও শায়খাইন এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٥١. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ اِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَاِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৫১. আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, মহান ও মর্যদাশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণার সাথে আমি আছি। সে যদি আমার প্রতি সুধারণা পোষণ করে তবে তা তারই সাথে থাকবে, আর যদি সে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তবে তা তারই সাথে থাকবে।"

আহমদ এ হাদিসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহর হক ও বান্দার হক সম্পর্কে

٥٢. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَسْتُ بِنَاظِرٍ فِىْ حَقِّ عَبْدِىْ حَتّٰى يَنْظُرَ عَبْدِىْ حَقِّىْ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

৫২. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দা আমার অধিকার সংরক্ষণে তৎপর না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার বান্দার কোন অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহন করি না।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহর দীদার সম্পর্কে

٥٣. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِيْ لِقَائِيْ أَحْبَبْتُ لِقَائَهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِيْ كَرِهْتُ لِقَائَهُ * أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৫৩. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দা যখন আমার দিদারকে ভালবাসে, আমিও তার সাক্ষাত ভালবাসি। আর সে যখন আমার দিদারকে অপছন্দ করে, আমিও তার সাক্ষাত ঘৃণা করি।"

মালেক ও বুখারী এ হাদিসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

০ মৃত্যু ছাড়া আল্লাহর দর্শণ সম্ভব নয় ঃ

٥٤. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا مُوْسٰى لَنْ تَرَانِيْ إِنَّهُ لَنْ يَرَانِيْ حَيٌّ إِلَّا مَاتَ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا تَدَهْدَهُ وَلَا رَطْبٌ إِلَّا تَفَرَّقَ إِنَّمَا يَرَانِيْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ لَا تَمُوْتُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَبْلٰى أَجْسَادُهُمْ * أَخْرَجَهُ الْحَكِيْمُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

৫৪. আল্লাহ রাসূল (সঃ) বলেন, সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "ওহে মূসা! তুমি কখনো আমাকে দেখবে না। জীবিত কেউ মৃত্যুবরণ করা ছাড়া আমাকে দেখবে না। স্থলভাগের কোন অধিবাসী দেখবে না, যতক্ষণ পযর্ন্ত না তাকে নীচে নিক্ষেপ না করা হয়। (অর্থাৎ তার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত)। জলভাগের কোন অধিবাসীও আমাকে দেখবে না, যে পর্যন্ত না তাকে পৃথক করা হয় (অর্থাৎ মৃত্যু হয়)। নিশ্চয়ই আমাকে বেহেশতীগণ দেখবে-যাদের চোখ দৃষ্টি শুণ্য করা হবে না এবং যাদের দেহ জীর্ন হবে না।"

হাকীম ও তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ জান্নাতীদের আল্লাহর দীদার লাভ ঃ

٥٥. اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالٰى تُرِيْدُوْنَ شَيْئًا اُزِيْدُكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَلَمْ تُبَيِّضْ
وُجُوْهَنَا اَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّيْنَا مِنَ النَّارِ
فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا اُعْطُوْا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِّنَ
النَّظَرِ اِلٰى رَبِّهِمْ * اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعَنْ
صُهَيْبٍ (رضى) *

৫৫. (হুযুর আকরাম (সঃ) বলেছেন) বেহেশতীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন সুমহান আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে আরও বেশি কিছু দেই?" তারা বলবে, "আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডলসুমহকে উজ্জ্বল করেন নি?" আপনি কি আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করাননি এবং দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দেননি?" তখন আল্লাহ্ তার হিজাব (আলোর পর্দা) খুলে দেবেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় কোন বস্তু দেয়া হবে না।"

তিরমিযী ও মুসলিম এ হাদীসটি সুহাইব (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা সম্পর্কে

٥٦. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ *
اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৫৬. (আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেন) "মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, আমার ক্রোধের উপর আমার অনুগ্রহ বিজয় লাভ করেছে।" ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٥٧. قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ الْحَسَنَةُ بِعَشْرٍ وَالسَّيِّئَةُ
وَاحِدَةٍ اَوْ اَغْفِرُهَا وَمَنْ لَقِيَنِىْ بِقِرَابِ الْاَرْضِ ذُنُوْبًا لَقِيْتُهُ
بِقُرَابِ الْاَرْضِ مَغْفِرَةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَتَبْتُ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا * اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضى) *

৫৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) তোমাদের মহান ও পরাক্রন্ত প্রতিপালক বলেছেন, "একটি ভাল কাজ করলে দশটি পূন্য লেখা হয় আর একটি খারাপ কাজের জন্য একটি পাপ লেখা হয়। অথবা আমি তা মাফ করে দেই। আর যে লোক পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়ে আমার সাথে দেখা করে তাকে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে দেখা দেই। আর যে লোক একটি পূর্ণ কর্ম করার সংকল্প করে, কিন্তু তখনও তা সম্পন্ন করেনি, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখি। আর যে লোক আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, আর আমার দিকে যে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ এগিয়ে আসি।"

আবূ দাঊদ এ হাদীসটি আবূ যর (রা)- থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٥٨. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَامُوْسٰى اِرْحَمْ تُرْحَمْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ *

৫৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "ও হে মূসা! তুমি অনুগ্রহ কর, তোমার প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" এ হাদীসটি দায়লামী সংগ্রহ করেছেন।

٥٩ . قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا هُمْ عَبْدِىْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَاِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ اَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَاِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَّاحِدَةً * اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى الله...

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দা যখন কোন একটি পূণ্যে কাজের মনস্থ করে, কিন্তু তখনও সে তা সম্পন্ন করেনি, আমি তার জন্য একটি পূণ্য লিখে দেই। আর সে যদি তা সম্পন্ন করে তবে আমি দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত পূণ্য লিখে থাকি। আর সে যখন কোন পাপ কাজের মনস্থ করে, কিন্তু তখনও তা সম্পন্ন করেনি, আমি তার বিরুদ্ধে কিছুই লিখি না। অতঃপর সে যদি তা সম্পন্ন করে তবে আমি তাতে একটি মাত্র পাপ লিখি।"

শায়খাইন ও তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٦٠. أَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى دَاوٗدَ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِيْ دُوْنَ خَلْقِيْ أَعْرِفُ ذَالِكَ مِنْ نِيَّتِهٖ فَتَكِيْدُهُ السَّمٰوَاتُ بِمَنْ فِيْهَا وَالْأَرْضُ بِمَنْ فِيْهَا إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنَ ذَالِكَ مَخْرَجًا وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِمَخْلُوْقٍ دُوْنِيْ أَعْرِفُ ذَالِكَ مِنْ نِيَّتِهٖ إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَرْسَخْتُ الْهَوٰى مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُطِيْعُنِيْ إِلَّا وَأَنَا مُعْطِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِيْ وَمُسْتَجِيْبٌ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوْنِيْ وَغَافِرٌ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَنِيْ * أَخْرَجَهُ تَمَّامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْهِ *

৬০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) সুমহান আল্লাহ্ হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, "আমার ইয্যত ও জালালের কসম! আমার এরূপ কোন বান্দা নেই যে, সে আমার সৃষ্টজীবকে ছেড়ে আমায় আঁকড়ে ধরে আমার আশ্রয় অবলম্বন করে, বরং আমি তার নিয়তের দ্বারা তা জানতে পারি, তখন আকাশসমূহ ও তাতে যা কিছু রয়েছে এবং পৃথিবী ও তাতে যা কিছু রয়েছে সবাই মিলে তাকে প্রতারণার জালে আটকিয়ে ফেলে। কিন্তু এর মধ্য থেকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমি তার পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত করে দেই। আর এরূপ কোন বান্দা নেই যে, সে আমাকে ত্যাগ করে কোন সৃষ্টির আশ্রয় নেয়, আমি তার নিয়ত অভিপ্রায় দ্বারা তা জানতে পারি, বরং আসমানের সমস্ত পন্থা তার সামনে কেটে ফেলি। আর তার বাসনাকে তার পায়ের তলে দৃঢ়ভাবে বেধে রাখি। আর এরূপ কোন বান্দা নেই, যে আমার আদেশের আগেই তাকে অনুগত করা না হয়। চাওয়ার আগেই আমি তাকে দান করি। আর আমার কাছে মাফ চাওয়ার আগেই আমি তাকে মার্জনা করে দেই।"

ইমাম এ হাদীসটি হযরত আব্দুর রহমান ইবনে মালিক থেকে এবং তিনি তার পিতা থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٦١ . لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৬১. (আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেন,) আল্লাহ্ যখন সৃষ্টিকে সৃষ্টির মনস্থ করলেন তখন তিনি আরশের উপর রক্ষিত তাঁর গ্রন্থে লিখলেন "নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার রোষের উপর প্রভাবশালী।"

আহমদ ও শায়খাইন এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٦٢. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرْضَاةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرَائِيْلُ اِنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا الْتَمَسَ اَنْ يَّرْضِيْنِىْ اَلَا وَاِنَّ رَحْمَتِىْ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ جِبْرَائِيْلُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَى فُلَانٍ وَتَقُوْلُهَا حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَيَقُوْلُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ حَتّٰى يَقُوْلُهَا اَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ثُمَّ يَهْبِطُ اِلَى الْاَرْضِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬২. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "কোন এক বান্দা মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তালাশ করতে থাকে। অতঃপর সে তা থেকে বিচ্যুত হয় না। তখন মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, " হে জিবরাঈ'ল! আমার অমুক বান্দা আমাকে খুশি করতে চেয়েছে। (তুমি জেন রাখ) নিশ্চয় তার প্রতি আমার অনুগ্রহ রয়েছে"। জিবরাঈ'ল (আ) তখন বলবেন, "অমুকের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ রয়েছে।" তখন সেই ঘোষণা আরশ বহনকারীগণ এবং তাদের পার্শ্ববর্তী ফেরেশতাগণ পুন পুন বলতে থাকে, এমন কি সপ্তম আকাশের অধিবাসীরাও এ কথাগুলি বলতে থাকে। এরপর সে (জিবরাঈ'ল) দুনিয়ায় নেমে আসে।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত সাওবান (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٦٣. إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَالَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُلْقِيْ حُجَّتَهُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى)*

৬৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "কেয়ামতের দিন মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন এবং বলবেন, "তুমি যখন অসৎকর্ম সংঘটিত হতে দেখেছিলে তখন তাতে বাধা দাওনি কেন ?" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এর প্রত্যুত্তর আল্লাহ্ বান্দার মনে উদিত করে দেবেন। সে বলবে, "হে আমার রব! আমি মানুষদেরকে ভয় করেছিলাম এবং তোমার করুনার আশা পোষণ করেছিলাম।"

বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٦٤ . إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ فَكَتَبَ بِيَدِهٖ عَلٰى نَفْسِهٖ إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَضَبِيْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৬৪. (হুযুর আকরাম (সঃ) বলেছেন,) "সৃষ্টিকে যখন সুমহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি নিজ হাতে তার নিজের জন্য অপরিহার্য দায়িত্বরূপে লিখে নিলেন; "নিশ্চয়ই আমার করুণা আমার রোষের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।"

এ হাদীসটা ইবনে মাজা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٦٥. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ رَحْمَتِىْ فَارْحَمُوْا خَلْقِىْ * اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى) *

৬৫. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন,) মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন– "তোমরা যদি আমার করুনা কামনা কর, তবে আমার মাখলুকের প্রতি অনুগ্রহ কর।"

আবূ শায়খ এ হাদীসটি হযরত আবু বকর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আল্লাহর উদারতা ঃ

٦٦. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اَعْظَمُ مِنِّىْ جُوْدًا اَكْلَاءُ هُمْ فِىْ مَفَاجِعِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُوْنِىْ وَمِنْ كَرَامِىْ اِنِّىْ اَقْبَلُ تَوْبَةَ التَّائِبِ حَتّٰى كَاَنَّهُ لَمْ يَزَلْ تَائِبًا مَنْ ذَا الَّذِىْ قَرَعَ بَابِىْ فَلَمْ اَفْتَحْ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ سَأَلَنِىْ فَلَمْ اُعْطِهِ اَبَخِيْلٌ اَنَا فَيُبَخِّلُنِىْ عَبْدِىْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

৬৬. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, 'উদারতায় আমার চেয়ে বড় আর কে হতে পারে? আমি বান্দাদেরকে তাদের বিছানায় রক্ষণাবেক্ষণ করি, তারা যেন আমার অবাধ্য হয়নি। আর এটা আমার অনুকম্পা যে, আমি তওবাকারীর তওবা কবুল করি, যেন সে সর্বদা তওবাকারী ছিল। এমন কে আছে, যে আমার দ্বারে ধাক্কা দিয়েছে, অথচ আমি তার জন্য তা খুলিনি? এমন কে আছে, যে আমার কাছে প্রার্থনা করেছে অথচ আমি তাকে দেইনি? আমি কি কৃপন যে, আমার বান্দা কৃপণতার জন্য আমাকে দোষারোপ করবে"?

দায়লামী এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এবং তিনি আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে আল্লাহ লজ্জা পান ঃ

٦٧. خَبَّرَنِىْ جِبْرَائِيْلُ عَنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنَّهُ قَالَ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَوَحْدَانِيَّتِىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ وَفَاقَةِ خَلْقِىْ اِلَىَّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاسْتِوَائِىْ عَلٰى عَرْشِىْ اِنِّىْ لَاَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ يَشِيْبَانِ فِى الْاِسْلَامِ ثُمَّ اُعَذِّبُهُمَا ثُمَّ بَكٰى فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ بَكَيْتُ لِمَنْ يَّسْتَحِىْ اللّٰهُ مِنْهُ وَلَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ اللّٰهِ * اَخْرَجَهُ الْخَلِيْلُ وَالرَّافِعِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

৬৭. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "জিবরাঈ'ল (আ) আমাকে মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ সম্পর্কে জানিয়েছেন,– আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার ইয্যত, জালাল ও একত্বের কসম! আমার সাথে আমার বান্দাগণের যে প্রয়োজন রয়েছে এর কসম! এবং আমার আরশের উপর আসন নেয়ার কসম। নিশ্চয় আমি আমার সে বান্দা ও বান্দিকে শাস্তি দিতে লজ্জা বোধ করি যারা ইসলামে অবস্থান করে বয়-বৃদ্ধ হয়েছে। অতঃপর রাসূল (সঃ) কাঁদতে শুরু করলেন। আরয করা হল, " ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কাদছেন কেন?" তিনি বললেন, "আমি সে ব্যক্তির জন্য কাঁদি যার জন্য আল্লাহ্ লজ্জা বোধ করেন। অথচ মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে সে লজ্জিত হয় না।" খালীল ও রাফিঈ' এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٦٨. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ لَاَجِدُنِىْ اَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَىَّ ثُمَّ اَرُدُّهُمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اِلٰهَنَا لَيْسَ لِذَالِكَ بِاَهْلٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لٰكِنِّىْ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ * اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

৬৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "আমার যে বান্দা আমার দিকে দু'হাত তুলে ধরে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আমি শরম পাই।" ফেরেশতাগণ আরয করেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! সে এর উপযুক্ত নয়।" মহান আল্লাহ্ বলেন, "কিন্তু আমি তো তাকওয়া ও ক্ষমার অধিকারী।" আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, নিশ্চয়ই আমি তাকে মার্জনা করে দিয়েছি।

হাকেম ও তিরমিযী এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٦٩. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ لَاَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ يَشِيْبَانِ فِى الْاِسْلَامِ فَيَشِيْبُ فَيَشِيْبُ لِحْيَةُ عَبْدِىْ وَرَأْسُ اَمَتِىْ فِى الْاِسْلَامِ اَنْ اُعَذِّبَهُمَا فِى النَّارِ بَعْدَ ذَالِكَ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

৬৯. (সুমহান আল্লাহ্ বলেন,) "নিশ্চয়ই আমি সেই বান্দা ও বাঁদীর নিকট লজ্জিত– যারা ইসলামে অবস্থান করে বড় হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামে থেকে যে বান্দার দাড়ি সাদা হয়েছে এবং ইসলামে অবস্থান করে যে বাঁদীর চুল পেকেছে। এর পরও আমি কি করে তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেব।"

আবূ ইয়ালা এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ঃ

٧٠. اَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالْاِسْلَامُ وَمَا حَسَنُ مِنْ خُلُقِكَ وَمَا اُسْبِغَ عَلَيْكَ مِنَ الرِّزْقِ وَاَمَّا الْبَاطِنَةُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَمَا سَتَرَ عَلَيْكَ مِنْ عُيُوْبِكَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ اِنِّىْ جَعَلْتُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُلُثَ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ اُكَفِّرُ بِهِ خَطَايَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَجَعَلْتُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُ وَسَتَرْتُ عَلَيْهِ عُيُوْبَهُ الَّتِىْ لَوْ عَلِمَ بِهَا اَهْلُهُ دُوْنَ عِبَادِىْ لَنَبَذُوْهُ * اَخْرَجَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ وَالْبَيْهَقِىُّ وَالدَّيْلَمِىُّ وَابْنُ النَّجَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) *

৭০. (নবী করীম (সা) বলেন,) "প্রকাশ্য ব্যাপার বলতে গেলে তা ইসলাম ও তোমার চরিত্রের যেটুকু সুন্দর হয়েছে এবং তোমার প্রতি যে পর্যাপ্ত জিবিকা বণ্টন করা হয়েছে। আর গোপনীয় বিষয় বলতে গেলে, হে ইবনে আব্বাস! তোমার যে সব দোষ তিনি গোপন করেছেন। মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা স্ত্রীলোকদের জন্য তাদের মৃত্যুর পর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাদের সম্পদ থেকে এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারিত করে দিয়েছি। সে সম্পদের সাহায্যে আমি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে থাকি। আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা স্ত্রীলোকদেরকে এরূপ করে দেই যে, তারা তাদের জন্য মাগফেরাত প্রার্থনা করে। আমি তার জন্য তার সেসব দোষ লুকিয়ে রাখি যে, যদি তা আমার বিশিষ্ট বান্দাগণ ছাড়া তার সঙ্গী-সাথীরা জানত, তবে তারা তাকে প্রত্যাখান করত।"

ইবনে মারদুইয়া, বায়হাকী, দায়লামী ও ইবনুন্নাজার এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আল্লাহর সন্তুষ্টি ঃ

٧١. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ لاَهْلِ الْجَنَّةِ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى وَقَدْ اَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ اَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ الاَ اُعْطِيْكُمْ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ وَاَىُّ شَئْءٍ اَفْضَلُ مِنْ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ اُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِىْ فَلاَ اَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَداً * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) *

৭১. (রাসূল (সঃ) বলেন,) নিশ্চয় সুমহান আল্লাহ্ বেহেশতীদেরকে সম্বোধন করবেন। তারা তখন বলবে, "তোমার সমীপে আমরা হাযির, ইয়া রব! আমরা তোমার প্রশংসা করি।" আল্লাহ্ তখন বলবেন, "তোমরা কি খুশি হয়েছ?" তারা বলবে, "আমরা খুশি হব না কেন? আপনি আমাদেরকে এরূপ দান করেছেন যা আর কাউকে দেননি।" আল্লাহ্ বলবেন, "আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তু দেব না?" তারা আরজ করবে, "হে আমাদের রব! এর চেয়ে উত্তম বস্তু আর কি আছে?" আল্লাহ্ বলবেন, "তোমাদের প্রতি আমি আমার সন্তুষ্টি অবতীর্ণ করব, অতএব এর পর কোন কড়াকড়ি করা হবে না।"

আহমদ ও শায়খাইন এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ বান্দার ডাকে প্রভুর সাড়া ঃ

٧٢. مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ يَا رَبِّ ثَلَاثًا اِلَّا قَالَ اللّٰهُ لَبَّيْكَ عَبْدِىْ فَيُعَجِّلُ اللّٰهُ مَا شَاءَ وَيُؤَخِّرُ مَاشَاءَ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৭২. (নবীজী (সঃ) বলেন,) "কোন বান্দাই শুধু তিনবার 'হে প্রভু' বলে না; বরং সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "ও হে বান্দা! আমি উপস্থিত আছি।" অনন্তর তিনি যা ইচ্ছে তাড়াতাড়ি করেন এবং যা ইচ্ছে বিলম্বিত করেন।

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহর ক্ষমা সম্পর্কে

٧٣. قَالَ اِبْلِيْسُ لِرَبِّهٖ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ اَبْرَحُ اَغْوِىْ بَنِىْ اٰدَمَ مَا دَامَتِ الْاَرْوَاحُ فِيْهِمْ فَقَالَ لَهٗ رَبُّهٗ بِعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا اَبْرَحُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفِرُوْنِىْ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى)*

৭৩. (আল্লাহ রাসূল (সঃ) বলেন,) "ইবলিস তার রবের সমীপে বলল, আপনার ইযযত ও জালালের কসম! আমি আদম সম্প্রদায় কে পথচ্যুত করতে থাকব, যে পর্যন্ত তাদের প্রাণ থাকে। আল্লাহ বললেনঃ "আমার ইয্যত ও জালালের কসম! তাদেরকে আমি মাফ করতে থাকব, যে পর্যন্ত তারা আমার কাছে মাফ চাইতে থাকবে।"

আবূ নুয়াঈ'ম এ হাদীসটি আবূ সাঈদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছন।

٧٤. اِنْ شِئْتُمْ اَنْبَأْتُكُمْ مَا اَنَّ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَوَّلُ مَا يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ هَلْ اَحْبَبْتُمْ لِقَائِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ يَا رَبَّنَا فَيَقُوْلُ لِمَ فَيَقُوْلُوْنَ رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ فَيَقُوْلُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَقَدْ اَوْجَبْتُ لَكُمْ عَفْوِىْ وَمَغْفِرَتِىْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُعَاذٍ *

৭৪. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,) "তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদেরকে জানাতে পারি কেয়ামতের দিন সুমহান আল্লাহ্ মু'মিনদের সাথে সর্বপ্রথম কি বলবেন ? আর মু'মিনগণ সর্বপ্রথম কি বলবে? অনন্তর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার সাক্ষাতে তোমরা কি প্রীত" জওয়াবে তারা বলবে, "হ্যাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক!" আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, "কি জন্য ?" তারা বলবে, "আমরা আপনার ক্ষমা ও মাগফিরাতের আশা করেছিলাম।"তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া আমার জন্য অপরিহার্য করে নিলাম।"

ইবনুল মুবারক এ হাদীসটি হযরত মুয়ায (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٧٥. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَكْرَمُ وَاَعْظَمُ عَفْوًا مِّنْ اَنْ اَسْتَتِرَ عَلٰى عَبْدٍ مُّسْلِمٍ فِىْ الدُّنْيَا ثُمَّ اُفْضِحَهُ بَعْدَ اِذْ سَتَرْتُهُ وَلَا اَزَالُ اَغْفِرُ لِعَبْدِىْ مَا اَسْتَغْفِرَنِىْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِىُّ *

৭৫. (রাসূল (সঃ) বলেন,) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি অত্যন্ত করুণাময় ও মহান ক্ষমাকারী। এটা অসম্ভব যে, আমি একজন মুসলমান বান্দার (পাপ-সমূহ) পৃথিবীতে গোপন রাখব, অতঃপর তার সে সব অসাদাচরণ প্রকাশ করে তাকে অপদস্ত করব। আমি আমার বান্দার পাপ মার্জনা করতে থাকি যে পর্যন্ত সে মাফ চাইতে থাকে।"এ হাদীসটি হাকেম ও তিরমিযী সংগ্রহ করেছেন।

٧٦. اِنَّ عَبْدًا اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ فَاغْفِرْهُ لِىْ فَقَالَ رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاْخُذُ بِهٖ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ اَذْنَبْتُ اٰخَرَ فَاغْفِرْلِىْ قَالَ رَبُّهُ عَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهٖ فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ فَلْيَعْمَلْ مَاشَاءَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

৭৬. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,) "নিশ্চয় কোন বান্দা পাপ করে, অতঃপর বলে, "হে আমার প্রতিপালক! আমি পাপ করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।" তখন তার রব বলেন, "আমার বান্দা কি জানে যে, তার এরূপ একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং তার ডাকে সাড়া দেন?" তিনি বলেন, "আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম।" তারপর যতদিন আল্লাহ্ চান ততদিন সে পাপ করা থেকে নিবৃত থাকে। তারপর সে পাপ করে এবং বলে, "হে আমার রব! আমি আরও একটি পাপ করে ফেলেছি, আমায় আপনি ক্ষমা করুন।" তখন তার রব বলেন, "আমার বান্দা জানে কি যে, তার এরূপ একজন প্রতিপালক আছেন যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং তার ডাকে সাড়া দেন? সুতরাং নিশ্চয় আমি তাকে মাফ করে দেই।" অতঃপর সে তার ইচ্ছেমত আমল করুক।"

আহমদ ও শায়খাইন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

৭৭. اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَارَبِّ لَاَبْرَحُ اُغْوِىْ عِبَادَكَ مَا دَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَاَزَالُ اَغْفِرُلَهُمْ مَا اسْتَغْفِرُوْنِىْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى)*

৭৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) শয়তান বলল, "ইয়া রব! তোমার ইজ্জতের কসম, নিশ্চয়ই আমি তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহে প্রাণ থাকবে"। অতঃপর পূত-পবিত্র প্রভু বললেন, "আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! আমি তাদেরকে মাফ করতে থাকব যে পর্যন্ত (তারা) আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।" এ হাদীসটি আহমদ হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٧٨. مَا مِنْ حَافِظَيْنِ رَفَعَا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مَاحَفِظَا فَيَرَى فِىْ اَوَّلِ الصَّحِيْفَةِ خَيْراً وَفِىْ اٰخِرِ هَا خَيْراً اِلاَّقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلاَئِكَتِهٖ اَشْهَدُوْا اِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ مَا بَيْنَ طَرَفَىِ الصَّحِيْفَةِ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

৭৮. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন,) "রক্ষণাবেক্ষণকারী উভয় ফেরেশ্তার মধ্যে এমন কেউ নেই, যে হেফাযতকৃত বিষয় গুলো আল্লাহর কাছে উঠিয়ে নিয়ে যায়, অতঃপর তিনি তার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত পূর্ণ দেখে এবং শেষের পৃষ্ঠায়ও পূণ্য দেখে বরং মহান আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলেন, " তোমরা সাক্ষী থাক। আমি আমার বান্দাকে উভয় পৃষ্ঠার মধ্যখানে যা কিছু ত্রুটি আছে সব ক্ষমা করে দিয়েছি।"

আবূ ইয়া'লা এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٧٩. كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّىْ فَلَمَّا سَجَدَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَوَطِئَ عَلٰى رَقَبَتِهٖ فَقَالَ الَّذِىْ تَحْتَهُ وَاللّٰهِ لَايَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ اَبَداً فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ تَاَلّٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ اَنِّىْ لَا اَغْفِرُ لِعَبْدِىْ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى)*

৭৯. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,) "এক ব্যক্তি নামাযে রত ছিল। সে যখন সেজদা দিল, তখন আরেক জন আগমন করল এবং তার ঘাড়ে আরোহণ করল। নিচের জন বলল, "আল্লাহর কসম! কখনও আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করবেন না।" তখন মহান ও মর্যাদাশালী আল্লাহ বললেন, "আমার বান্দা যখন আমার কসম করে বলেছে যে, আমি আমার বান্দাকে মাফ করব না। অথচ অবশ্যাই আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٨٠. اِنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ لَايَغْفِرُ اللّٰهُ بِلِفُلَانٍ قَالَ اللّٰهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَتَاَلّٰى عَلٰى اَنْ لَّا اَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَاَحْبَطْتُ عَلَيْكَ * اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جُنْدُبٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮০. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! অমুককে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ বললেন, কোন একজন আমার নামে কসম করে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করবো না? নিশ্চয়ই আমি অমুককে মাফ করে দিয়েছি এবং তোমার সত্য কর্ম নষ্ট করে দিয়েছি।"

মুসলিম এ হাদীসটি হযরত জুনদুব (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٨١. يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ رَجُلٌ فَيَقُوْلُ لَهُ رَبُّهُ تَعَالَى مَا تُعْطِيْنِيْ إِنْ أَخْرَجْتُكَ مِنَ النَّارِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ أَعْطَيْتُكَ مَاتَشَأَلُنِيْ فَيَقُوْلُ لَهُ كَذِبْتَ وَعِزَّتِيْ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَاهُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَالِكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ سَأَلْتُكَ إِنْ تَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيْكَ وَتَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبُ لَكَ وَتَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرُلَكَ * أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ (رضى) *

৮১. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন,) "এক লোককে দোযখ থেকে বের করে আনা হবে। তারপর তার মহান রব তাকে বলবেন, 'আমি যদি তোমাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দেই, বিনিময়ে তুমি আমাকে কি দেবে?' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার কাছে যা চাও তোমাকে আমি তা-ই দেব।' তখন আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। আমার ইয্যতের কসম! আমি তোমার কাছে এরূপ বস্তু চেয়েছিলাম যা এর চেয়ে সহজ, অথচ তুমি আমাকে তা দাওনি। আমি তোমার কাছে চেয়েছি যে, তুমি যদি চাও আমি তোমাকে দান করব, তুমি যদি প্রার্থনা কর তবে আমি তা কবুল করব, তুমি যদি মাফ চাও তবে আমি তোমাকে মাফ করব।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٨٢. يُعْجِبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَيَقُوْلُ عَلِمَ عَبْدِيْ أَنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِيْ * أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮২. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "বান্দা যখন বলে, رب اغـفـرلـى 'রাব্বিগ-ফিরলী, (প্রভু আমাকে ক্ষমা করুন) প্রতিপালক তখন বলেন, 'আমার বান্দা এটা উপলব্ধি করেছে যে, আমি ছাড়া আর কেউ পাপসমূহ মাফ করতে পারে না।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহকে ভয় পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে

২৩. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَااَجْمَعُ لِعَبْدِىْ اَمْنَيْنَ وَلَا خَوْفَيْنِ اِنْ هُوَ اٰمَنَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَخَفْتَهُ يَوْمَ اَجْمَعُ عِبَادِىْ اِنْ هُوَ خَافَنِىْ فِى الدُّنْيَا اَمَنْتُهُ يَوْمَ اَجْمَعُ عِبَادِىْ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ *

৮৩. মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেছেন,- "আমার ইজ্জত ও জালালের কসম! আমার বান্দার জন্য আমি দু'টি নিরাপত্তা ও দু'টি ভয় একত্র করব না। পৃথিবীতে সে যদি আমার থেকে নির্ভয় হয়ে যায় তবে আমি তাকে সেদিন ভীত করব, যেদিন আমি আমার বান্দাদেরকে সমবেত করব। আর সে যদি পৃথিবীতে আমাকে ভয় পায়, তবে সেদিন তাকে নিরাপত্তা প্রদান করব- যেদিন আমার বান্দাদেরকে একত্রিত করা হবে।"

আবূ নুয়াঈ'ম এ হাদীসটি হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৮٤. لَايُحَقِّرَنَّ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ اَنْ يَّرَى اَمْرَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالٌ فَلَايَقُوْلُ فِيْهِ فَيَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَقَدْ اَضَامَ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَامَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَ فِيْهِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ خَشْيَةُ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ فَاِيَّاىَ كُنْتُ اَحَقَّ اَنْ تَخْشَى * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮৪. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "তোমাদের কেউ যেন নিজেকে হীন ও তুচ্ছ না করে। যদি সে আল্লাহ্র এরূপ কোন আদেশ দেখতে পায় যাতে তার কথা বলা উচিৎ, কিন্তু সে বিষয়ে সে কিছু বলে না, অতঃপর সে মহান আল্লাহর্ সম্মুখীন হবে। যে অবস্থায় সে তা (আর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশের বিষয়ে কথা বলার সুযোগ) নষ্ট করে দিয়েছে। তখন মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলবেন, "ও বিষয়ে কথা বলতে তোমাকে কিসে নিষেধ করেছিল?" প্রত্যুত্তরে সে বলিবে, "মানুষের ভয়।" আল্লাহ বলবেন, "আমি ছিলাম তোমার ভয় করার বেশি হকদার।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈ'দ খুদরী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٨٥ . قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ عَبْدُكَ يُرِيْدُ اَنْ يَّعْمَلَ بِسَيِّئَةٍ وَهُوَ اَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقُبُوْهُ فَاِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ بِمِثْلِهِ وَاِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوْهَا لَهُ حَسَنَةً اِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ جَزَائِىْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৮৫. (রাসূল (সঃ) বলেন,) ফেরেশতাগণ আরয করেন, "হে প্রতিপালক! তোমার অমুক বান্দা একটি পাপ করতে মনস্থ করছে।" আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বড় দ্রষ্টা, তিনি বলেন, "তাকে লক্ষ্য করতে থাক, সে যদি তা করে ফেলে তবে তার সমপরিমান পাপ তার জন্য লিখ। আর সে যদি তা ছেড়ে দেয় তবে ওতে তার জন্য একটি পূণ্য লিখ। কারণ, নিশ্চয়ই সে ওটা আমার শাস্তির ভয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

এ হাদীসটি আহমদ ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহর দেয়া নেআ'মতের বিষয়ে জাওয়াবদিহী সম্পর্কে

٨٦. يُجَاءُ بِابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَاَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ثَرَ مَاكَانَ فَارْجِعْنِىْ اٰتِيْكَ بِهٖ فَيَقُوْلُ اَرِنِىْ مَاقَدَّمْتَ
يَقُوْلُ رَبِّ جَمَعْتُهٗ وَثَمَّرْتُهٗ وَتَرَكْتُهٗ اَكْثَرَ مَاكَانَ
ارْجِعْنِىْ اٰتِكَ بِهٖ فَاِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا يُمْضٰى بِهٖ اِلَى
النَّارِ * اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ وَضَعَّفَهُ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

৮৬. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "কেয়ামতের দিন আদম সন্তানকে এভা হাযির করা হবে যেন একটা মেষ শাবক। তারপর তাকে আল্লাহ্‌র সামনে দা করান হবে। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন, "আমি তোমাকে রিযিক দিয়েছিলাম তোমার প্রতি উত্তমরূপে খেয়াল করেছিলাম এবং তোমাকে নেআ'মত দা করেছিলাম। তার পরিবর্তে তুমি কি কাজ করেছ?" সে বলবে "আমি তা সঞ্চ করেছিলাম, তা বাড়িয়েছিলাম; আর আমার যা কিছু ছিল তার অধিকাংশ রে এসেছি। আপনি আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন, আমি যেন তা নি আসতে পারি।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "যা তুমি অগ্রিম পাঠিয়েছিলে আমা তা দেখাও ।" সে পুনরায় বলবে, "হে আমার রব! আমি তা সঞ্চয় করেছিলা তা বৃদ্ধি করেছিলাম, তারপর আমার যা কিছু ছিল তার অধিকাংশ রে এসেছি। আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন, যেন আমি তা নিয়ে আস পারি।" অনন্তর যখন সাব্যস্ত হবে যে, বান্দা উত্তম কিছু অগ্রিম পাঠায়নি, ত তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে।"

তিরমিযি এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٨٧. اِنَّ اَوَّلَ مَايُسْئَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ
النَّعِيْمِ اَنْ يُّقَالَ لَهٗ اَلَمْ نُصَحِّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيْكَ مِنَ
الْمَاءِ الْبَارِدِ * اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ غَرِيْبٌ وَالْحَاكِمُ
وَالْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৮৭. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্র যে প্রশ্ন করা হবে তা পার্থিব নেআ'মতের ব্যাপারে। তাকে জিজ্ঞেস করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"আমি কি তোমায় দৈহিক সুস্থতা দান করিনি?" আমি কি ঠান্ডা পানীয় দ্বারা তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিনি?"

তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٨٨. يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُ اَلَمْ اَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا وَمَالاً وَوَلَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْاَنْعَامَ وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ تَظُنُّ اَنَّكَ مُلَاقِىْ يَوْمَكَ هٰذَا فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ لَهُ الْيَوْمَ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ * اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ فَقَالَ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ وَالضِّيَاءُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى) *

৮৮. কেয়ামতের দিন জনৈক বান্দাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে বলা হবে, "আমি কি তোমাকে কান, চোখ, ঐশ্চর্য ও সন্তান দেইনি? আর তোমার জন্য আমি চতুষ্পদ পশুকে তোমার অনুগত করে দিয়েছিলাম এবং চাষের জমিনকেও। আর তোমাকে নেতৃত্ব করার জন্য অবকাশ দিয়েছিলাম। তখন তুমি কি চিন্তা করেছিলে যে, আজ তুমি আমার সম্মুখীন হবে?" তখন সে বলবে, না। আল্লাহ্ তখন তাকে বলবেন, " আজ আমিও তোমাকে ভুলে যাব, যেভাবে তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে।"

তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٨٩. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاابْنَ اٰدَمَ مَا تَنْصِفُنِىْ اَتَحَبَّبُ اِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَمَقَّتُ اِلَىَّ بِالْمَعَاصِىْ خَيْرِىْ اِلَيْكَ مُنَزَّلٌ وَشَرُّكَ اِلَىَّ صَاعِدٌ وَلَا يَزَالُ مَلَكٌ كَرِيْمٌ يَأْتِيْنِىْ عَنْكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِعَمَلٍ قَبِيْحٍ يَاابْنَ اٰدَمَ لَوْسَمِعْتَ وَصْفَكَ مِنْ غَيْرِكَ وَاَنْتَ لَا تَعْلَمُ مَنِ الْمَوْصُوْفُ لَسَارَعْتَ اِلٰى مَقْتِهِ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ وَالرَّافِعِىُّ عَنْ عَلِىٍّ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮৯. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,) সুমহান আল্লাহ্ বলেন, “হে আদম সন্তান! তুমি আমার প্রতি ইনসাফ করো না। আমি নেআ’মত দিয়ে তোমার প্রতি ভালবাসা জাহির করি। আর তুমি পাপ অর্জন করে আমার কাছে ঘৃণ্য হও। আমার তরফ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয় কল্যাণ। আর তোমার দিক থেকে আমার প্রতি উঠে আসে মন্দ। আর মহান ফেরেশতা তোমার দিক থেকে প্রত্যেক দিন ও রাতে একটি মন্দ আমল আমার কাছে নিয়ে আসে। হে আদম সন্তান! যদি তুমি অপরের কাছ থেকে তোমার খারাপ বর্ণনা শুনতে, তবে অতি শীঘ্রই তুমি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করতে।”

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٩٠. يَقُوْلُ اللّٰهُ لِعَبْدِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اَلَمْ اَحْمِلْكَ عَلَى الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ وَاُزَوِّجْكَ النِّسَاءَ وَاَجْعَلْكَ تَرْبَعُ وَتَرْاَسُ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِىْ رَبِّ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُكْرُ ذَالِكَ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

৯০. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন,) “কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তার বান্দাকে বলবেন, “হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাকে ঘোড়া ও উটের উপর সওয়ার করিনি?” “আমি কি তোমাকে নারী বিয়ে করাইনি।” আমি কি তোমাকে এরূপ (পদে সমাসীন) করিনি যেন তুমি নেতৃত্ব করতে পার?” তখন সে বলবে-“হ্যাঁ আমার প্রতিপালক! তখন আল্লাহ বলবেন, এর শুকরিয়া কোথায়?” এ হাদীসটি বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

ঘৃণা ও ভালবাসা দু’ই আল্লাহর জন্য

٩١. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلَّذِيْنَ يَتَجَالَسُوْنَ فِىَّ وَ وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلَّذِيْنَ يَتَبَاذَلُوْنَ فِىَّ وَ وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلَّذِيْنَ يَتَلَاقَوْنَ فِىَّ * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯১. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার ভালবাসা সে সকল লোকের জন্য নির্ধারিত, যারা আমার উদ্দেশে পরস্পরের সাথে বসে। আর আমার ভালবাসা সে সকল ব্যাক্তির জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে যারা আমার উদ্দেশে একে অপরের জন্য ধন-সম্পদ ব্যায় করে। আর আমার ভালবাসা সে সকল ব্যাক্তির জন্য নির্ধারণ হয়েছে, যারা আমার উদ্দেশে পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাত করে।"

এ হাদীসটি তিব্‌রানী হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৯২. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَقَّتْ مُحَبَّتِىْ عَلَى الْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِىْ الدُّنْيَا عَنْ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ (رضى)*

৯২. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,) মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমার উদ্দেশে যারা একে অপরকে বন্ধু বানিয়েছে তাদের জন্য আমার ভালবাসা সুনির্ধারিত হয়ে গেছে। তাদেরকে কেয়ামতের দিন, যে দিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, আরশের নিচে ছায়া দেব।"

ইবনুল আবিদ্ দুনিয়া এ হাদীসটি হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৯৩. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ لَاَهِمُّ بِاَهْلِ الْاَرْضِ عَذَابًا فَاِذَا نَظَرْتُ اِلَي عُمَّارِ بُيُوْتِىْ الْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَار صَرَفْتُ عَنْهُمْ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ*

৯৩. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন,) সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আমি দুনিয়াবাসীদেরকে শাস্তি দিতে মনস্থ করি। অনন্তর আমি যখন আমার ঘর আবাদকারী, আমার উদ্দেশে পরস্পরের বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তি ও খুব ভোরে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনকারীর প্রতি তাকাই, তখন আমি তাদের উপর থেকে সেই শাস্তি অপসারন করে নেই।" এ হাদীসটি বায়হাকী কর্তৃক সংগৃহীত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٩٤. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ لِجَلَالِى الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظِلِّىْ * أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৯৪. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন,) কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ বলবেন, "ঐ সকল ব্যাক্তি কোথায় যারা পৃথিবীতে আমার মহত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই একে অপরকে ভালবাসত? আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ার নিচে আশ্রয় দেব। আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই।"

আহমদ ও মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٩٥. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ* أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانٍ عَنْ مُعَاذٍ (رضى)*

৯৫. মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার উদ্দেশে পরস্পরকে যারা ভালবাসে আমার উদ্দেশে পরস্পরের সাথে যারা বসে, আমার উদ্দেশে পরস্পরে যারা ব্যায় করে এবং আমার উদ্দেশে পরস্পরে যারা দেখা-সাক্ষাত করে, তাদের জন্য আমার ভালবাসা সুনির্ধারিত হয়ে গেছে।"

আহমদ ও ইবনে হাব্বান এ হাদীসটি হযরত মুয়ায (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আল্লাহর জন্য সমবেত হওয়া ঃ

٩٦. مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَّحْضُرَ دُعَاءَهُمَا وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا حَتّٰى يَغْفِرُ لَهُمَا وَمَا مِنْ قَوْمٍ اِجْتَمَعُوْا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ قُوْمُوْا مَغْفُوْراً لَّكُمْ قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّاٰتِكُمْ حَسَنَاتٍ * أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ يَعْلٰى وَالضِّيَاءُ عَنْ أَنَسٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯৬. এরূপ দু'জন মুসলমান নেই যারা (পরস্পর) সাক্ষাত করে এবং একজন তার সঙ্গীর হাত ধরে : বরং আল্লাহ্‌র কর্তব্য হয়ে যায় যে, তাদের প্রার্থনা বিশেষভাবে মঞ্জুর করা এবং তাদেরকে মাফ না করে তাদের হাত পৃথক না করা। আর এরূপ কোন সম্প্রদায় নেই, যারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার জন্য সমবেত হয়, এর দ্বারা শুধু তার অনুগ্রহ ছাড়া অন্য কিছু চায় না, তাদের বিষয়ে আসমান থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলেন ঃ "তোমরা মজলিস ত্যাগ কর এ অবস্থায় যে, তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছ। আমি তোমাদের পাপসমূহকে পূণ্য পরিবর্তিত করে দিয়েছি।"

আহমদ, আবু ইয়া'লা ও দিয়াউ এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট দু'ব্যক্তি ঃ

৯৭. اِنَّ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللّٰهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ اِلاَّ مُهْتَجِرَيْنِ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتّٰى يَصْطَلِحَا

* اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

৯৭. নিশ্চয়ই সোম ও বৃহস্পতিবার এ দু'দিনে আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে মাফ করে দেন, শুধুমাত্র দু'ব্যক্তি ছাড়া, যারা একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বলেন, "এদেরকে বাদ দাও যে পর্যন্ত না এরা সন্ধি করে।"

এ হাদীসটি ইবনে মাজা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় যুবক

৯৮. مَا مِنْ شَابٍّ يَدَعُ لَذَّةَ الدُّنْيَا وَلَهْوَهَا وَيَسْتَقْبِلُ بِشَبَابِهِ طَاعَةَ اللّٰهِ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اَجْرَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ صِدِّيْقًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ لِشَهْوَتِهِ الْمُبْتَذِلُ شَبَابَهُ فِىَّ اَنْتَ عِنْدِىْ كَبَعْضِ مَلاَئِكَتِىْ *

اَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ شُرَيْحٍ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯৮. এরূপ কোন যুবক, যে পার্থিব স্বাদ এবং ওর আমোদ প্রমোদ বর্জন করে এবং তার যৌবনের প্রবণতার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকে গ্রহণ করে, তাকে আল্লাহ্ বাহাত্তর জন সত্যবাদী মোত্তাকী ব্যক্তির সমপরিমাণ পুরস্কার প্রদান করেন। তারপর আল্লাহ্ বলেন, 'ওহে কামনাত্যাগী এবং আমার উদ্দেশ্যে যৌবন উৎসর্গকারী যুবক! তুমি আমার কাছে আমার কোন কোন ফেরেশতার ন্যায় মর্যাদাশালি।

হুসাইন ইবনে সুফিয়ান এ হাদীসটি হযরত শুরায়হ (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

৯৯. إِنَّ أَحَبَّ الْخَلَائِقِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى شَابٌّ حَدَثُ السِّنِّ فِىْ صُوْرَةٍ حَسَنَةٍ جَعَلَ شَبَابَهُ وَجَمَالَهُ لِلّٰهِ وَفِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ ذَالِكَ الَّذِىْ يُبَاهِىْ بِهِ الرَّحْمٰنُ مَلَائِكَتَهُ يَقُوْلُ هٰذَا عَبْدِىْ حَقًّا * أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى)*

৯৯. মহান আল্লাহ্‌র কাছে সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেই তরুণ সুদর্শন যুবক, যে তার যৌবন ও সৌন্দর্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশে পেশ করে, তাঁর হুকুম পালনে খরচ করে। তিনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর ফেরেশতাগণের কাছে গর্ব করেন। তিনি বলেন, "এ-ই আমার প্রকৃত বান্দা।"

ইবনু আসাকির এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

আল্লাহর তাসবীহ-তাহলীল সম্পর্কে

১০০. خَبَّرَنِىْ رَبِّىْ أَنِّىْ سَأَرَى عَلَامَةً فَإِذَا رَأَيْتُهَا أُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا * أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০০. (নবী করীম (সাঃ) বলেন,) "আমার রব আমাকে খবর দিয়েছেন, অতি সত্বর আমি একটি নিদর্শন দেখতে পাব। অতঃপর আমি যখন তা দেখব তখন আমি যেন 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ওয়াস্‌তাগ ফিরুল্লাহি ওয়া আতুবু ইলায়হি' কথাটি খুব বেশি বেশি আওড়াতে থাকি। অতঃপর আমি তা দেখেছি। যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন এল, তখন তুমি (হে মুহাম্মদ!) দলে দলে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র ধর্মে প্রবেশ করতে দেখেছ। অতএব, তোমার রবের হামদ বা প্রশংসাজ্ঞাপক তাসবীহ পাঠ কর এবং তার কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী।"

মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٠١. إِذَا قَالَ الْعَبْدُ سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ صَدَقَ عَبْدِىْ سُبْحَانِىْ وَبِحَمْدِىْ لَايَنْبَغِى التَّسْبِيْحَ اِلَّابِىْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى) *

১০১. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "বান্দা যখন বলে– 'সুবহানাল্লাহ্' আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার পবিত্রতা ও প্রশংসার সত্যারোপ করেছে। পবিত্রতা আমি ভিন্ন আর কারো হতে পারে না।"

দায়লামী এ হাদীসটা হযরত আব্বুদ্ দারদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٠٢. مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-قَالَ اللّٰهُ اَسْلَمَ عَبْدِىْ وَاسْتَسْلَمَ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১০২. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "যে লোক বলে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহি' তার সম্পর্কে 'আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং আমার অনুগত হয়েছে।"

এ হাদীসটি হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٠٣. اِذَا نَامَ الْعَبْدُ عَلٰى فِرَاشِهِ اَوْعَلٰى مَضْجَعِهِ مِنَ الْاَرْضِ الَّتِىْ هُوَ فِيْهَا فَانْقَلَبَ فِىْ لَيْلَةٍ عَلٰى جَنْبِهِ الْاَيْمَنِ اَوْ جَنْبِهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ لَمْ يَنْسَنِىْ فِىْ هٰذَا الْوَقْتِ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ رَحِمْتُهُ وَغَفَرْتُ لَهُ * اَخْرَجَهُ ابْنُ السَّنِّىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

১০৩. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "কোন বান্দা যখন স্বীয় বিছানায় কিংবা মাটিতে তার শোয়ার স্থানে শয়ন করে, অতঃপর কোন রাতে তার ডানে অথবা বামে পাশ ফিরে তারপর বলে, "আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহ্‌য়ী ওয়াইউমীতু ওয়াহুয়া হাইয়্যুন লা ইয়ামূত, বিয়াদিহিল খায়রু ওয়াঁহুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর," তখন মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ তার ফেরেশতাগণকে বলেন, " তোমরা আমার বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর–এ অবস্থায়ও সে আমাকে ভূলেনি। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছি।"

ইবনুস সুন্নী এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ হাইলুল্লাহ ঃ

١٠٤. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لِاُمَّتِكَ يَقُوْلُوْا لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ عَشْرًا عِنْدَا الصُّبْحِ وَعَشْرًا عِنْدَ الْمَسَاءِ وَعَشْرًا عِنْدَ النَّوْمِ يَدْفَعُ عَنْهُمْ عِنْدَ النَّوْمِ بَلْوَى الدُّنْيَا وَعِنْدَ الْمَسَاءِ مَكَائِدَ الشَّيْطَانِ وَعِنْدَا الصُّبْحِ اَسْوَأَ غَضَبِىْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০৪. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "(হে মুহাম্মদ!) তোমার উম্মতকে বলে দাও, তারা যেন সকালে দশবার, সন্ধ্যায় দশবার এবং ঘুমানোর সময় দশবার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করে। এটা তাদেরকে ঘুমানোর সময় পার্থিব বিপদ থেকে, বিকালে শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে এবং সকালে আমার নিকৃষ্ট গযব থেকে রক্ষা করবে।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আবূবকর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ তাহ্‌লীল ঃ

١٠٥. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُعْجِبُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ عَبْدِي عَرَفَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ وَيُعَاقِبُ * أَخْرَجَهُ ابْنُ السُّنِّي عَنْ عَلِيٍّ (رضى)*

১০৫. (হযরত নবী করীম (সঃ) বলেছেন,) "নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ বান্দার প্রতি খুবই খুশী হন, যখন সে বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ইন্নী কাদ জালামতু নাফসী ফাগফিরলী যুনূবী, ইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা' (আল্লাহ) তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, অবশ্যই অমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি, আমায় ক্ষমা করুন, তুমি ছাড়া কেউ পাপ মার্জনা করতে পারবে না। 'আল্লাহ্ বলেন, 'আমার বান্দা বুঝতে পেরেছে যে, তার একজন রব (প্রতিপালক) আছেন, তিনি তাকে মার্জনা করেন ও শাস্তি দেন।"

ইবনুস-সুন্নী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা)-থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ হামদ ও তাসবীহের পুরস্কার ঃ

١٠٦. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ يَارَبِّ مَاجَزَاءُ مَنْ حَمِدَكَ قَالَ الْحَمْدُ مِفْتَاحُ الشُّكْرِ وَالشُّكْرُ يَعْرُجُ بِهِ إِلَى عَرْشِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ فَمَا جَزَاءُ مَنْ سَبَّحَكَ قَالَ لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ التَّسْبِيحِ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ * أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১০৬. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "নিশ্চয় ইব্রাহীম (আ) তাঁর রবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং বলেছিলেন, "ইয়া রব! যে লোক তোমার হামদ বা প্রশংসা করে, তার পুরস্কার কি?" তিনি বললেন, "হামদ বা প্রশংসা কৃতজ্ঞতার চাবি; আর কৃতজ্ঞতা তা নিয়ে পরওয়ারদেগারে আলমের আরশ পর্যন্ত আরোহণ করে।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "যে তোমার তস্বীহ বা গৌরব বর্ণনা করে, তার পুরস্কার কি?" তিনি বললেন, "তস্বীহের রহস্য পরওয়ারদেগারে আলম ছাড়া আর কেউ জানেনা।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

গর্ব ও অহংকার একমাত্র আল্লাহর জন্য

١٠٧. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ إِنَّ الْعِزَّ إِزَارِىْ وَالْكِبْرِيَاءِ رِدَائِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ فِيْهِمَا عَذَّبْتُهُ * أَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ عَلِىٍّ (رضى)*

১০৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই গৌরব আমার পোশাক এবং অহংকার আমার চাদর। অতএব, যে তা নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করবে তাকে আমি শাস্তি দেব।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٠٨. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِىَ الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْفَخْرُ وَالْقَدْرُ سِرِّىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ فِىْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَبَّبْتُهُ فِى النَّارِ * أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ أَنَسٍ (رضى) *

১০৮. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "মহান আল্লাহ্ বলেন, "শ্রেষ্ঠত্ব, গর্ব ও অহংকার আমারই। আর ক্ষমতা আমার গোপনীয় বিষয়। অতএব, যে লোক এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করে, আমি তাকে জাহান্নামে ছুরে মারব।"

হাকেম ও তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٠٩. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

১০৯. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পোষাক। অনন্তর যে ওর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করবে তাকে আমি জাহান্নামে ছুরে মারব।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে

١١٠. لَمَّا اُسْرِىَ بِىْ اِلَى السَّمَاءِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِىْ سَاقِ الْعَرْشِ الْاَيْمَنِ مَكْتُوْبًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَيَّدْتُهُ بِعُلَّى وَنَصَرْتُهُ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ اَبِى الْحَمْرَاءِ*

১১০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "আমাকে যখন আকাশ ভ্রমণে নেয়া হল, আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম। তখন আমি দেখতে পেলাম, আরশের ডান পায়ে লেখা আছে "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, তাকে আমি মর্যাদা দিয়ে সাহায্য করেছি।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আবূ হামরা থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١١١. اِتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا وَّمُوْسٰى نَجِيًّا وَاتَّخَذَنِىْ حَبِيْبًا ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَاُوْثِرَنَّ حَبِيْبِىْ عَلٰى خَلِيْلِىْ وَنَجِيِّىْ * اَخْرَجَهُ الْحَكِيْمُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالطِّبْرَانِىُّ فِى الْكَبِيْرِ وَضَعَّفَهُ وَ الدَّيْلَمِىُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১১১. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "আল্লাহ্‌ ইবরাহীম (আ)-কে খলীল (বন্ধু) রূপে, মূসা (আ)-কে নাজীর (গোপনীয় সম্বোধনের পাত্র) রূপে এবং আমাকে হাবিব (বিশেষ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'আমার সম্মান ও মর্যদার কসম! নিশ্চয়ই আমি আমার খলীল (ইবরাহীম) ও আমার নাজীর (মূসা)-এর উপর আমার হাবিব (বিশেষ বন্ধু) কে অগ্রাধিকার দেব।"

হাকিম, তিরমিযী, তিবরানী, দায়লামী ও ইবনে আসাকির এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিবরানী একে যঈ'ফ বলেছেন।

١١٢. اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ اِنَّ رَبِّىْ وَرَبَّكَ يَقُوْلُ لَكَ كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ قُلْتُ اللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ لاَ اُذْكَرُ اِلاَّ ذُكِرْتَ مَعِىْ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ رَهَابِىُّ اِبْنِ عَسَاكِرَ ضِيَاءُ الْمَقْدِسِىُّ *

১১২. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "আমার কাছে জিব্‌রাঈ'ল এলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আমার ও আপনার প্রতিপালক আপনাকে বলেন, আপনি জানেন কি কিরূপে আমি আপনার যিকিরকে সমুউন্নত করেছি? আমি বললাম, আল্লাহ্‌ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তিনি তখন (আল্লাহ) বললেন, আমার যিকির করা হয় না বরং আমার সাথে আপনার স্মরনও করা হয়।"

এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা, ইবনে আব্বাস রাহাবী, ইবনে আসাকির, দিয়াউল মুকাদ্দেসী থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١١٣. لَيْلَةً اُسْرِىَ بِىْ اَتَيْتُ عَلٰى رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فَاَوْحٰى اِلَىَّ فِىْ عَلَىَّ بِثَلاَثٍ اَنَّهُ سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَ وَلِىُّ الْمُتَّقِيْنَ وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ * اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ*

১১৩. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন,) "রাতের বেলা যখন আমাকে উর্ধলোকে ভ্রমণ (মে'রাজ) করান হল, আমি তখন আমার মহান ও মর্যাদাশালী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হলাম। তিনি আমার মর্যাদা সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ে আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, তাতে বলা হল, 'তিনি (আমি) প্রেরিত রাসূলদের নেতা, ধর্মভীরুদের অভিবাবক ও বন্ধু এবং কপাল ও হাত-পায়ে শুভ্র চিহ্ন ধারণকারীদের সরদার।"

ইবনু নাজ্জার এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আসাদ ইবনে যুরারা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ রাসূল (সঃ)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম ঃ

١١٤. مَامِنْ عَبْدٍ يُصَلِّىْ عَلَىَّ صَلَاةً اِلاَّ عَرَجَ بِهَا مَلَكٌ حَتّٰى يَجِئَى بِهَا وَجْهَ الرَّحْمٰنِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى قَبْرِ عَبْدِىْ تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا وَتَقُرُّبِهَا عَيْنَهُ * اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رضى)*

১১৪. (রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,) "এমন কোন ব্যাক্তি নেই, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে অথচ তা নিয়ে একজন ফেরেশতা ঊর্ধ্বেলোকে আরোহণ করে না। সে তা নিয়ে দয়াময় মহান আল্লাহর্ সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা এটা নিয়ে আমার সে বান্দার কবরের পাশে যাও যাতে ওর পাঠকারীর জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারো এবং এর দ্বারা তার চোখ শীতল করে দাও।"

ইবনু মাজা এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١١٥. اِنَّ مَلَكًا اَتَانِىْ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ لَكَ اَمَا تَرْضٰى اَنْ لاَّ يُصَلِّىَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلاَيُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدًا اِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا قُلْتُ بَلٰى * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ وَالنَّسَائِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضى)*

১১৫. (রাসূল (সা) বলেছেন,) "নিশ্চয়ই আমার কাছে একজন ফেরেশ্তা এলেন এবং বললেন, 'তোমার প্রতিপালক তোমার সম্পর্কে বলেন, এটা কি তোমার জন্য পসন্দনীয় নয় যে, তোমার কোন উম্মত তোমার উপর একবার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দরূদ প্রেরণ করে, আমি তখন তার প্রতি দশবার রহমত পাঠাই। আর তোমার কোন উম্মত যদি তোমার উপর একবার সালাম (শান্তি বর্ষণ) প্রেরণ করে, আমি তখন তার প্রতি দশবার সালাম (শান্তি) পাঠাই? আমি তখন বললাম, 'হ্যা' (নিশ্চয়ই) পছন্দ করি।"

তিবরানী ও নাসায়ী এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবূ তালাহা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١١٦. إِنَّ هٰذَا لَمِنَ الْمَكْتُوْمِ وَلَوْلاَ اَنَّكُمْ سَاَلْتُمُوْنِىْ مَا اَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ فِىَّ مَلَكَيْنِ لاَاُذْ كَرُ عِنْدَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّىْ عَلَىَّ اِلاَّقَالَ ذَانِكَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ وَقَالَ اللّٰهُ وَمَلاَئِكَتُهُ جَوَابًا لِذَيْنِكَ الْمَلَكَيْنِ اٰمِيْنَ * قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ قَوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ فَذَكَرَهُ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خَطَّافٍ عَنْ اُمِّ اَنِيْسٍ بِنْتِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ عَنْ اَبِيْهَا*

১১৬. (রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,) "নিশ্চয়ই এটা গোপনীয় উক্তির অন্তর্ভূক্ত; তোমরা যদি আমাকে এটা জিজ্ঞেস না করতে, তবে তোমাদেরকে আমি এ সম্বন্ধে জানাতাম না। মহান আল্লাহ্ আমার ব্যাপারে দু'জন ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন, কোন মুসলমানের সামনে আমার নাম নেয়া হয় আর সে আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন উক্ত দু' ফেরেশতা সে লোকের জন্য বলে, 'তোমাকে আল্লাহ্ মাফ করুন'। আল্লাহ্ ও তাঁর অন্যান্য ফেরেশতারা এ দু' ফেরেশতার জওয়াবে বলেন, 'আমীন'।" বর্ণনাকারী বলেছেন, সাহাবাগণ আরয করেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লূনা আ'লান-নাবিয়্যি' উক্তির অর্থ কি? তিনি তখন উল্লেখিত বক্তব্য দিলেন।

তিবরানী এ হাদীসটি হাকাম ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে খাত্তাফ থেকে, তিনি হযরত উম্মে আনীস বিনতে ইবনে আলী (রা) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١١٧. اِنِّىْ لَمَّا رَاَيْتَنِىْ دَخَلْتُ النَّخْلَ لَقِيْتُ جِبْرَائِيْل
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اِنِّىْ اُبَشِّرُكَ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَكَ
مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ
عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ اللّٰهَ شُكْرًا * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) *

১১৭. (নবী করীম (সা) বলেন,) "নিশ্চয়ই যখন তুমি আমাকে দেখলে যে, আমি খেজুর বাগানে প্রবেশ করলাম, তখন জেনে রাখ যে, আমি সেখানে জিবরাঈ'ল (আ)-এর দেখা পেলাম। তিনি তখন বললেন, 'আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিচ্ছি। মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেন, তোমার প্রতি যে লোক সালাম পাঠায় আমিও তার প্রতি সালাম পাঠাই। আর তোমার প্রতি যে দরূদ পাঠায় আমিও তার প্রতি রহমত প্রেরণ করি।" নবী করীম (সা) বলেন, "অতঃপর আমি শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে আল্লাহ্র উদ্দেশে সিজদায় রত হলাম।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١١٨. اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا
يُرْضِيْكَ اَنَّهُ لَايُصَلِّىْ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ
عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَايُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ
عَلَيْهِ عَشْرًا* اَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ
طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ (رضى)*

১১৮. (রাসূল (সা) বলেছেন,) "আমার কাছে জিব্রাঈ'ল (আ) এসে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক বলেন; তুমি কি এটা শুনে খুশী নও যে, তোমার কোন উম্মত যখন তোমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আমি তখন তার প্রতি দশবার রহমত প্রেরণ করি? আর তোমার প্রতি তোমার কোন উম্মত একবার সালাম (শান্তি বর্ষণ) পাঠালে ওর বিনিময়ে আমি তার প্রতি দশবার সালাম পাঠাই?"

নাসায়ী এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ তালহা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মে'রাজ সম্পর্কে ঃ

١١٩. أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ
الْحِمَارِ وَدُوْنَ الْبَغْلِ يُضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ
فَرَكِبْتُهُ حَتّٰى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ
الَّتِى تُرْبَطُ بِهَا الاَنْبِيَاءُ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ
فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِىْ جِبْرَائِيْلُ بِاِنَاءٍ مِّنْ
خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَائِيْلُ اخْتَرْتَ
الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيْلُ
فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ
(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ
بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاٰدَمَ فَرَحَّبَ بِىْ وَدَعَالِىْ
بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ
جِبْرَائِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ
مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا
فَاِذَا اَنَا بِابْنَىِ الْخَالَةِ عِيْسٰى بْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيٰى بْنِ ذَكَرِيَّا
فَرَحَّبَا بِىْ دَعَوَالِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ
فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ اَنْتَ قَالَ جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ
وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ
اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِيُوْسُفَ وَاِذَا هُوَ قَدْ اُعْطِىَ شَطْرَ
الْحُسْنِ فَرَحَّبَ بِىْ وَدَعَالِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى
السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ
جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاِدْرِيْسَ فَرَحَّبَ بِىْ
وَدَعَا لِىْ بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيْلُ
فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ
قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا
بِهَارُوْنَ فَرَحَّبَ بِىْ وَدَعَالِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ
السَّادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ
جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ وَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ
قَالَ قَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى فَرَحَّبَ بِىْ
وَدَعَالِىْ بِخَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ
فَاسْتَفْتَحَ جِبْرَائِيْلُ فَقِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَائِيْلُ قِيْلَ
وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ
اِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَاِذَا اَنَا بِاِبْرَاهِيْمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى
الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ وَاِذَا هُوَا يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ
لَا يَعُوْدُوْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِىْ اِلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَاِذَا وَرَقُهَا
كَاٰذَانِ الْفِيْلَةِ وَاِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ اَمْرِ
اللّٰهِ مَا غَشِىَ تَغَيَّرَتْ فَمَا اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى
يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُنْعِتَهَا مِنْ حُسْنِهَا فَاَوْحَى اِلَىَّ مَا اَوْحٰى
فَفَرَضَ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ
اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِيْنَ
صَلٰوةً قَالَ اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ التَّخْفِيْفَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا
تُطِيْقُ ذَالِكَ فَاِنِّىْ قَدْ بَلَوْتُ فَقُلْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ
وَاَخْتَبَرْتُهُمْ فَرَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنْ اُمَّتِىْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَحَطَّ عَنِّىْ خَمْسًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى حَطَّ عَنِّى خَمْسًا
قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ
التَّخْفِيْفَ فَلَمْ اَزَلْ اَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّىْ وَبَيْنَ مُوْسٰى حَتّٰى قَالَ
يَا مُحَمَّدُ اِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلٰوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَكُلِّ
صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَالِكَ خَمْسُوْنَ صَلَاةً وَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ
يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَاِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا
وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَاِنْ
عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً فَنَزَلْتُ حَتّٰى اَتَيْتُ اِلٰى
مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيْفَ
فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اِلٰى رَبِّىْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ * اَخْرَجَهُ
اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَاَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

১১৯. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "বুররাক আনা হল ওটা একটি সাদা রংয়ের চতুস্পদ প্রাণী, উচ্চতায় গাধার চেয়েও বেশি এবং খচ্চর থেকে কম। ওর দু'পায়ের সামনের অংশে তার খুর রয়েছে। আমি তাতে আরোহণ করলাম এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে এলাম। অতঃপর আমি ওটাকে সে বৃত্তের মধ্যে বাঁধলাম, যেখানে অন্যান্য নবীরাও বেধেঁছিলেন। তারপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম, দ'ুরাকাআ'ত নামায পড়লাম, অতঃপর বেরিয়ে এলাম। অনন্তর জিবরাঈ'ল একটি সুরার ও একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈ'ল তখন বললেন, আপনি ফিতরাতকে পছন্দ করে নিয়েছেন।" তারপর বুররাক আমাদেরকে নিয়ে প্রথম আসমানে উড্ডয়ন করল। জিবরাঈ'ল আকাশের দ্বার খুলে দিতে অনুরোধ জানালেন। তাকে বলা হল, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈ'ল। বলা হল, তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সঃ)। বলা হল, তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁকে (আমাকে) ডেকে পাঠানো হয়েছে। অনন্তর আমাদের জন্য আকাশের দ্বার খুলে দেয়া হল। এখানে আমি আদম (আ)-এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে অভিভাদন জানালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারপর বুররাক আমাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে আরোহন করল। জিবরাঈ'ল আকাশের দরজা খুলে দিতে অনুরোধ জানালেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তুমি? তিনি বললেন, জিবরাঈ'ল। বলা হল, তোমার সাথে আর কে? তিনি জবাব দিলেন, মুহাম্মদ। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। এখানে আমি আমার খালাতো দু'ভাই-ঈসা ইবনে মারইয়াম ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়ার (আ) দেখা পেলাম। তারপর তারা দু'জন আমাদেরকে অভিভাদন জানালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।

অতঃপর বুররাক আমাদেরকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে আরোহন করল। জিবরাঈ'লকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈ'ল। জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা)! বলা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠান হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করা হল। এখানে আমি ইউসুফ (আ)-এর দেখা পেলাম। তাঁকে সৌন্দর্যের অর্ধাংশ দেয়া হয়েছিল। অনন্তর তিনি আমাকে অভিভাদন জানালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।

অতঃপর বুররাক আমাদেরকে নিয়ে চতুর্থ অসমানে আরোহণ করল। জিবরাঈ'ল দরজা খোলার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাকে বলা হল, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈ'ল। জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সাথে কে ? তিনি বললেন মুহাম্মদ (সঃ)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ? অনন্তর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হল। এখানে আমি ইদরীস (আ)-এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে অভিভাদন জানালেন এবং আমার জন্য দোয়া করলেন। সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আর তাকে আমি অতি উচ্চস্থানে উঠালাম।"

অতঃপর আমাদেরকে নিয়ে তা পঞ্চম আসমানে আরোহণ করল। জিবরাঈ'ল দরজা খোলার জন্য অনুরোধ জানালেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি জিব্রাঈ'ল। জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সঃ)! জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠান হয়েছে। অনন্তর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল। এখানে আমি হারুন (আ)-এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে অভিবাদন জানালেন এবং আমার কল্যানের জন্য দোয়া করলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অনন্তর আমাদেরকে নিয়ে ওটা ষষ্ঠ আকাশে আরোহণ করল। জিবরাঈল দরজা খোলার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তুমি? তিনি বললেন, জিবরাঈ'ল। জিজ্ঞেস করা হল, তোমার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা)। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হল। আমি এখানে মূসা (আ)–এর দেখা পেলাম। তিনি আমাকে অভিবাদন জানালেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।

অতঃপর বুররাক আমাদেরকে নিয়ে সপ্তম আকাশে আরোহণ করল। জিবরাঈ'ল দরজা খোলার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তুমি? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈ'ল। বলা হল, তোমার সাথে আর কে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ (সা)। বলা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠান হয়েছে। তখন আমাদের জন্য দরজা খোলা হল। এখানে আমি ইবরাহীম (আ)-এর দেখা পেলাম। তিনি বায়তুল মা'মুরে পিঠ লাগিয়া বসে ছিলেন। এ ঘরের বৈশিষ্ট্য এরূপ যে, প্রতিদিন তাতে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা প্রবেশ করে, এবং তারা পুনরায় তাতে ফিরে আসে না।

এরপর জিবরাঈ'ল আমাকে নিয়ে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় গেলেন। কি আশ্চর্য ওর পাতাগুলো হাতির কানের মত। আর কি আশ্চর্য! তার ফুলগুলো পবর্তশৃঙ্গের মত। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ওটা যখন ঢেকে যায় তখন তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। মহান আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মাঝে এমন কেউ নেই, যে ওর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারে। অতঃপর আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ ছিল, তা করা হল এবং আমার প্রতি প্রত্যেক দিন ও রাতে পঞ্চাশটি নামায ফরয করা হল। অতঃপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে নেমে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার প্রতিপালক তোমার উম্মতের জন্য কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, "পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায।" তিনি বললেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাও এবং হাল্‌কা করার জন্য অনুরোধ জানাও। কারণ তোমার উম্মত ওটা আদায় করতে পারবে না। আমি বনী ইসরাঈ'লকে পরীক্ষা করেছি।"

অতএব আমি আমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং নিবেদন জানালাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের নামায কমিয়ে দিন। তিনি আমার পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। পুনরায় আমি মূসার (আঃ) কাছে ফিরে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এলাম এবং বললাম, "আমার পাঁচটি নামায কমিয়ে দিয়েছে" তিনি বলিলেন, "তোমার উম্মত এও পারবে না। পুনরায় তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাও এবং হালকা করার জন্য অনুরোধ জানাও।" অতএব আমি এভাবে আমার রব ও মূসার (আঃ) কাছে যাতায়াত করতে থাকলাম, যে পর্যন্ত রব বললেন, "হে মুহাম্মদ! দিনরাতে তোমার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায। আর প্রত্যেক নামায ওর দশগুণ। অতএব এটা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। আর যে লোক কোন ভালো কাজ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু তা করে না, আমি তার জন্য একটি পূন্য লিখি। অতঃপর যদি সে তা করে, তবে তার জন্য দশটি পূণ্য লিখি। আর যে লোক কোন পাপ করার ইচ্ছা করে, কিন্তু সে তা করে না- এর বদলে তার জন্য কিছু লেখা হয় না। আর যদি সে তা করে ফেলে, তবে তার জন্য একটি পাপ লিখি।" অনন্তর আমি নামলাম ও মূসার (আ) কাছে আসলাম এবং তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন, "তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে যাও এবং ওটা হালকা করার জন্য আরয কর।" আমি বলিলাম, "আমি বহুবার আমার রবের কাছে নিবেদন করেছি। অতএব এখন আমি পুনরায় তাঁর কাছে আব্দার করতে লজ্জা বোধ করছি।"

আহমদ ও মুসলিম ও আবু ইয়া'লা এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আসহাবের রাসূল ও উম্মতে মোহাম্মদী (সঃ) প্রসঙ্গে ঃ

١٢٠. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّٰهَ قَدْ اَطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ وَاَبُوْ دَاُوْدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) وَاَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَاَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَحْمَدُ وَابْنِ حَبَّانٍ وَالطِّبْرَانِيِّ عَنْ جَابِرٍ (رضى) *

১২০. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "তুমি কি জান না (হে ওমর!), নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি করুণার দৃষ্টি ফেলে বলেছেন, "তোমরা যা খুশি আমল কর, তোমাদেরকে আমি মাফ করে দিয়েছি।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আহমদ ও শায়খাইন এবং আবূ দাঊদ ও তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٢١. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ عَبْدِىْ الْمُؤْمِنُ بِمُنْزِلَةِ كُلِّ خَيْرٍ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ *

১২১. (রাসূল (সঃ) বলেন), "মহান আল্লাহ্ বলেছেন— "আমার বিশ্বাসী-মু'মিন বান্দা সকল কল্যাণের উৎসস্থল।"এ হাদীসটি আহমদ সংগ্রহ কবেছেন।

١٢٢. سَأَلْتُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يَّجْعَلَ حِسَابَ اُمَّتِىْ اِلَىَّ لِئَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَ الْاُمَمِ فَاَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَىَّ يَا مُحَمَّدُ بَلْ اَنَا اُحَاسِبُهُمْ فَاِنْ كَانَ مِنْهُمْ زَلَّةٌ سَتَرْتُهَا عَنْكَ لِئَلَّا تَفْتَضِحَ عِنْدَكَ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১২২. (রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,) "আমার উম্মতের হিসাব আমর উপর ন্যাস্ত করার জন্য আমি মহান আল্লাহর সমীপে আরয করলাম, যাতে তারা অপরাপর উম্মতের সামনে লাঞ্ছিত না হয়, তখন মহান ও পরাক্রমশালী রব আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন, "হে মুহাম্মদ! আমি তাদের হিসাব গ্রহণ করব। অনন্তর তাদের যদি কোন ত্রুটি হয়, আমি তোমার কাছেও তা গোপন রাখাব, যাতে তারা তোমার কাছেও অপদস্থ না হয়।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٢٣. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَبْدِى الْمُؤْمِنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ بَعْضِ مَلَائِكَتِىْ * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ فِىْ الْاَوْسَطِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১২৩. (রাসূল (সঃ) বলেন), "সুমহান আল্লাহ বলেছেন— "আমার বিশ্বাসী-মু'মিন বান্দা আমার কাছে কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও প্রিয়তর।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাফাআ'ত সম্পর্কে ঃ

✪ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাফাআ'ত ঃ

١٢٤. اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقِظَنِىْ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنِّى لَمْ اَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَارَسُوْلًا اِلَّاوَقَدْ سَاَلَنِىْ مَسْئَلَةً اَعْطَيْتُهَا اِيَّاهُ فَسَلْ يَامُحَمَّدُ تُعْطَهُ فَقُلْتُ مَسْئَلَتِىْ شَفَاعَتِىْ لِاُمَّتِىْ يَوْمَا الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشَّفَاعَةُ قَالَ اَقُوْلُ يَارَبِّ شَفَاعَتِى الَّتِىْ اَخْتِبَاتُ عِنْدَكَ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ نَعَمْ فَيُخْرِجُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ بَقِيَّةَ اُمَّتِىْ مِنَ النَّارِ فَيَنْبِذُ هُمْ فِى الْجَنَّةِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالطِّبْرَانِىُّ وَالشِّيْرَاجِىْ فِى الْاَلْقَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) *

১২৪. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,) "তোমরা আমার দুনিয়া ও আখিরাতের সহচর। মহান আল্লাহ্ আমাকে জাগালেন, তারপর বললেন, "হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আমি কোন নবী ও রাসূল পাঠাইনি, বরং সে আমার কাছে একটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছে; যা আমি তাকে প্রদান করেছি। অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি প্রাথনা কর, তোমাকে তা দেয়া হবে।" তখন আমি বললাম, "আমার চাওয়া হল, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য শাফা'আতের অনুমতি দিন।" আবুবকর (রা) নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! শাফা'আত কি? তখন রাসূল (সা) বললেন, "কেয়ামতের দিন আমি বলব – ইয়া রব! আমার শাফা'আত, যা আপনার কাছে গচ্ছিত রেখেছি।" তখন রব বলবেন, হ্যাঁ। অনন্তর মহান ও প্রতাপশালী প্রতিপালক আমার অবশিষ্ট উম্মতকে দোযখ থেকে বের করে আনবেন এবং তাদেরকে বেহেশতে প্রেরণ করবেন।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٢٥. اِنَّمَا الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ مِنْ اُمَّتِىْ ثُمَّ مَاتُوْا عَلَيْهَا فَهُمْ فِى الْبَابِ الْاَوَّلِ مِنْ جَهَنَّمَ لَاتَسْوَدُّ وُجُوْهُهُمْ وَلَاتَزْرَقُ اَعْيُنُهُمْ وَلَايُغَلُّوْنَ بِالْاَغْلَالِ وَلَايُقَرَّنُوْنَ مَعَ الشَّيَاطِيْنِ وَلَايُضْرَبُوْنَ بِالْمَقَامِعِ وَلَايُطْرَحُوْنَ فِى الْاَدْرَاكِ مِنْهُمْ مَنْ يَّمْكُثُ فِيْهَا سَاعَةً ثُمَّ يَخْرُجُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْكُثُ فِيْهَا يَوْمًا ثُمَّ يَخْرُجُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْكُثُ فِيْهَا شَهْرًا ثُمَّ يَخْرُجُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْكُثُ فِيْهَا سَنَةً ثُمَّ يَخْرُجُ وَاَطْوَلُهُمْ مُكْثًا فِيْهَا يَمْكُثُ فِيْهَا مِثْلَ الدُّنْيَا يَوْمَ خُلِقَتْ اِلٰى يَوْم اُفْنِيَتْ وَذَالِكَ سَبْعَةُ اٰلَافِ سَنَةٍ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذًا اَرَادَ اَنْ يَّخْرِجَ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنْهَا قَذَفَ فِىْ قُلُوْبِ اَهْلِ الْاَدْيَانِ فَقَالُوْا لَهُمْ كُنَّا نَحْنُ وَاَنْتُمْ جَمِيْعًا فِى الدُّنْيَا فَاٰمَنْتُمْ وَكَفَرْنَا وَصَدَّقْتُمْ وَكَذَّبْنَا وَاَقْرَرْتُمْ وَجَحَدْنَا فَمَا اَغْنَى ذَالِكَ عَنْكُمْ شَيْئًا نَحْنُ وَاَنْتُمُ الْيَوْمَ فِيْهَا جَمِيْعًا سَوَاءٌ تُعَذَّبُوْنَ كَمَا نُعَذَّبُ وَتَخْلُدُوْنَ كَمَا نَخْلُدُ فَيَغْضَبُ اللّٰهُ عِنْدَ ذٰلِكَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْهُ مِنْ شَئٍ فِيْمَا مَضَى وَلَايَغْضَبُ مِنْ شَئٍ فِيْمَا بَقِىَ فَيَخْرُجُ اَهْلَ التَّوْحِيْدِ مِنْهَا اِلٰى عَيْنٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالصِّرَاطِ يُقَالُ لَهَا نَهْرُ الْحَيَاةِ فَيُرَشُّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَاءِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِىْ حَمِيْلِ السَّيْلِ فَمَا يَلِى الظُّلَّ مِنْهَا اَخْضَرُ وَمَايَلِى الشَّمْسَ مِنْهَا اَصْفَرُ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُكْتَبُ فِىْ جِبَاهِهِمْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

عُتَقَاءُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ اِلاَّرَجُلاً وَاحِدًا فَاِنَّهُ يَمْكُثُ فِيْهَا بَعْدَ هُمْ اَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يُنَادِىْ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا لِيُخْرِجَهُ فَيَخُوْضُ فِى النَّارِ فِىْ طَلْبِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ اَمَرْتَنِىْ اَنْ اُخرِجَ عَبْدَكَ فُلاَنًا مِنَ النَّارِ وَاِنِّىْ طَلَبْتُهُ مُنْذُ سَبْعِيْنَ سَنَةٍ فَلَمْ اَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْطَلِقْ فَهُوَ فِىْ وَادِىْ كَذَا وَكَذَا تَحْتَ صَخْرَةٍ فَاَخْرِجْهُ فَيَذْهَبُ فَيُخْرِجُهُ مِنْهَا فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ وَالْحَكِيْمُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১২৫. (রাসূল (সঃ) বলেন,) "নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের সেই লোকের জন্য শাফা'আত হবে, যে কবীরা গুনাহ করেছে এবং সে অবস্থায় মারা গিয়েছে। তারা জাহান্নামের প্রথম স্তরে থাকবে, তাদের চেহারা কাল হবে না, চোখগুলো নীল হবে না। তাদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রাখা হবে না। বন্দীরূপে শয়তানদের সাথে একত্রিত করা হবে না, হাতুড়ি দিয়ে মারা হবে না এবং দোযখের নিম্নদেশে নিক্ষেপ করা হবে না। তাদের কেউ কেউ এতে এক ঘন্টা অবস্থান করবে অতঃপর বেরিয়ে আসবে। কেউ কেউ এতে একদিন অবস্থান করবে অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। কেউ কেউ এক মাস সেখানে অবস্থান করবে, অতঃপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে। কেউ কেউ সেখানে এক বছর অবস্থান করবে তারপর বেরিয়ে আসবে। আর তাদের কেউ কেউ তাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করবে। সেকালটি পৃথিবী সৃষ্টি থেকে এর ধ্বংসের সময় পর্যন্ত দির্ঘস্থায়ী হবে, যার পরিব্যপ্তি সাত হাজার বছর। তারপর মহান আল্লাহ্ যখন একত্তবাদে বিশ্বাসীদেরকে সেখান থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তিনি (অন্যান্য) সকল ধর্মাবলম্বীদের মনে এ ধারণা ঢুকিয়ে দেবেন, যার ফলে তারা বলতে থাকবে, " আমরা এবং তোমরা সকলেই পৃথিবীতে ছিলাম। অতঃপর তোমরা ঈমান এনেছিলে, আর আমরা কুফরী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছিলাম। আর তোমরা সত্যকে মেনে নিয়েছিলে এবং আমরা তাকে মিথ্যা মনে করেছিলাম, তোমরা স্বীকার করেছিলে, আমরা অস্বীকার করেছিলাম, কিন্তু এতে তোমাদের লাভ হল না। আজ আমরা ও তোমরা শাস্তির ব্যাপারে সকলেই সমান। তোমরাও তেমনভাবেই শাস্তি পাচ্ছ যেমনভাবে আমরা শাস্তি পাচ্ছি। আমরা যেমন এতে চিরকাল থাকব তেমনি তোমরা এতে চিরকাল থাকবে।” এ সময় আল্লাহ্‌র ক্রোদ এত প্রবল হবে, যার অনুরূপ অতীতে কখনও হননি এবং ভবিষ্যতেও তেমনটি হবেন না, তখন (আল্লাহর ইচ্ছায়) একত্তবাদীগন সেখান থেকে বেরিয়ে বেহেশত ও পুলসেরাতের মধ্যেবর্তী একটি স্থানের দিকে আসবে, যাকে সঞ্জীবনী ঝরণা বলা হয়। অনন্তর তাদের উপর সে ঝরণার পানি ছিটিয়ে দেয়া হবে, ফলে তারা এভাবে উত্থিত হবে যেরূপ বণ্যার পরে চারাগাছ জন্মায়। অতঃপর যেটি ছায়ার কাছাকাছি থাকে, তা সবুজ হয়। আর যেটি রোদের তাপের নিকটবর্তী, তা হয় হরিদ্রাভ। এভাবে তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে থাকবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে- আল্লাহ্ কর্তৃক দোযখ থেকে মুক্ত, শুধু এক ব্যক্তি ছাড়া। সে তাদের পরও সেখানে এক হাজার বছর অবস্থান করবে, তারপর এই বলে ডাকবে, “ হে হান্নান, হে মান্নান, তখন তাকে বের করে আনার জন্য আল্লাহ্ এক ফেরেশতাকে পাঠাবেন। ফেরেশতা তার খোঁজে দোযখে প্রবেশ করবে, তারপর সত্তর বছর পর্যন্ত তালাশ করবে, কিন্তু তার কোন খোজ পাবে না। অতঃপর সে ফিরে এসে বলবে, “আপনি আমাকে আপনার অমুক বান্দাকে দোযখ থেকে বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সত্তর বছর পর্যন্ত খোজ করে তাকে পেলাম না। তাই তাকে বের করা সম্ভব হল না।” তখন আল্লাহ্ বলবেন–“যাও সে অমুক উপত্যকায় একটি পাথরের নিচে আছে, তাকে সেখান থেকে বের করে আন।” ফেরেশতা আবার যাবে এবং তাকে সেখান থেকে বের করে আনবে, অতঃপর বেহেশতে প্রবেশ করাবে।”

হাকীম, তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٢٦. اِنِّىْ لَسَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُ فَخْرٍ وَلَا رِيَاءٍ وَمَا مِنَ النَّاسِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَهُوَ تَحْتَ لِوَائِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْظُرُ الْفَرَجَ وَاِنَّ بِيَدِىْ لِوَاءِ الْحَمْدِ فَاَمْشِىْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَيَمْشِى النَّاسُ مَعِى حَتّٰى اٰتِىَ بَابَ الْجَنَّةِ فَاَسْتَفْتِحَ فَيُقَالُ مَنْ هٰذَا فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِمُحَمَّدٍ فَاِذَا رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا شَاكِرًا لَهُ فَيُقَالُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ فَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنِ احْتَرَقَ بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَشَفَاعَتِىْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَاَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى)*

১২৬. (নবী করীম (সাঃ) বলেন,) "নিশ্চয়ই আমি কেয়ামতের দিন মানুষ নেতা হব, এতে কোন গর্ব বা অহংকার নেই। আর মানুষদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, কেয়ামতের দিন আমার পতাকাতলে উপস্থিত থাকবে না এবং মুক্তির প্রতিক্ষা করিবে না । সেদিন আমার হাতে থাকবে হামদ বা প্রশংসার পতাকা, আমি চলতে থাকব এবং মানুষেরাও আমার সাথে হাঁটতে থাকবে। এমনকি আমরা বেহেশতের দরজায় এসে উপনিত হব এবং তা খোলার ইচ্ছা করব। তখন বলা হবে, তুমি কে ? আমি বলব, মুহম্মদ (সা)। বলা হবে, মুহম্মদকে স্বাগতম। অতঃপর আমি আমার মহান প্রতিপালককে দেখব এবং শুকরিয়া চিত্তে তাঁর সামনে সিজদায় নত হব। আমাকে বলা হবে, মাথা তোল এবং চাও। তুমি যা চাইবে তা-ই তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করলে তা মু র করা হবে।" অতঃপর যে লোক জাহান্নামের আগুনে জ্বলেছে সেও আল্লাহ্‌র রহমত ও আমার শাফাআ'তের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসবে।"

হাকেম, আহমদ ও বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ বাবা-মা'র জন্য ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের শাফাআ'ত ঃ

١٢٧. اِنَّهُ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰبَاؤُنَا وَاُمَّهَاتُنَا فَيَأْتُوْنَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَالِىْ اَرٰكُمْ مُحْبَنْطِئِيْنَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُوْنَ يَارَبِّ اٰبَاؤُنَا فَيَقُوْلُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১২৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) কেয়ামতের দিন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে বলা হবে, "তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর।" তখন তারা বলবে, "হে প্রতিপালক! যে পর্যন্ত আমাদের পিতা-মাতা জান্নাতে না যাবে (সে পর্যন্ত আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব না)। অতএব তারা ফিরে আসবে। তখন মহান ও পরক্রান্ত আল্লাহ্ বলবেন, "এ কি? আমি দেখছি তোমরা দেরি করছ, সত্বর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।" তারা বলবে, "হে প্রতিপালক! আমাদের পিতা-মাতা কোথায়?" তখন আল্লাহ বলবেন, "তোমাদের পিতামাতাকে (সাথে) নিয়ে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।"

আহ্‌মদ এ হাদীসটি কোন এক সাহাবী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) সম্পর্কে

١٢٨. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِاٰدَمَ يَا اٰدَمُ اِنِّىْ عَرَضْتُ الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فَلَمْ تُطِقْهَا فَهَلْ اَنْتَ حَامِلُهَا بِمَا فِيْهَا قَالَ وَمَا لِىْ فِيْهَا يَا رَبِّ قَالَ اِنْ حَمَلْتَهَا اُجِرْتَ وَاِنْ ضَيَّعْتَهَا عُذِّبْتَ قَالَ فَقَدْ حَمَلْتَهَا بِمَا فِيْهَا فَلَمْ يَلْبَثْ فِى الْجَنَّةِ اِلَّامَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْاُوْلٰى اِلَى الْعَصْرِ حَتّٰى اَخْرَجَهُ الشَّيْطَانُ مِنْهَا * اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) *

১২৮. (রাসূল (সঃ) বলেন), "মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-কে বললেন, "হে আদম! আমি আমার আমানত আকাশসমূহ ও যমীনের প্রতি পেশ করেছিলাম। কিন্তু এরা তা বহনে সক্ষম হয়নি। তুমি কি এ আমানত ও তাতে যা কিছু রয়েছে তা বহনে প্রস্তুত আছ?" তিনি নিবেদন জানালেন, "আমার জন্য তাতে কি (প্রতিদান) আছে ইয়া রববী!" আল্লাহ্ বললেন, "তুমি যদি তা বহনে সক্ষম হও তবে তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে। আর তুমি যদি তা বিনষ্ট কর, তবে তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে।" আদম (আঃ) বললেন, "আমি তা বহন করলাম এবং তাতে যা কিছু রয়েছে তাও।" এর পরে আদম (আঃ) প্রথম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামায ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়টুকু ছাড়া বেহেশতে অবস্থান করেননি; বরং শয়তান তাকে সেখান থেকে বের করে দিল।"

আবুশ শায়খ এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٢٩. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ لِىْ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى * اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১২৯. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, আমার কোন বান্দার পক্ষে এ দাবি করা ঠিক নয় যে, সে ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।"

মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٣٠. كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى عَلَيْهِ عَبَاءَتَانِ قُطْوَا نِيَّتَانِ يُلَبِّىْ تُجِيْبُهُ الْجِبَالُ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ لَهُ لَبَّيْكَ يَا يُوْنُسُ هٰذَا اَنَا مَعَكَ * اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِىْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

১৩০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন,) "আমি যেন ইউনুস ইবনে মাত্তাকে দেখছি, তার দেহে দু'টি সূতীর চাদর রয়েছে। সে তালবিয়া পাঠ করছে, পাহাড়সমূহ জওয়াব দিচ্ছে (তার আওয়াজ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে) আর মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ তাকে বলছেন, আমি উপস্থিত আছি, হে ইউনুস! এই যে আমি তোমার সাথে রয়েছে।"

দারেকুতনী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٣١. لَمَّا عَافَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَيُّوْبَ اَمْطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَاْخُذُ بِيَدِهٖ وَيَجْعَلُ فِىْ ثَوْبِهٖ فَقِيْلَ لَهُ يَا اَيُّوْبُ اَمَا تَشْبَعُ قَالَ وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَّحْمَتِكَ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩১. (রাসূল (সঃ) বলেন), "সুমহান আল্লাহ যখন আইউব (আ)-কে মার্জনা করলেন, তার উপর সোনালি পঙ্গপাল বর্ষণ করলেন। আইউব (আ) সেগুলোকে তাঁর হাতে ধরতে লাগলেন এবং কাপড়ে জড়াতে লাগলেন। সে সময় তাকে বলা হল, "ওহে আইউব! তুমি কি পরিতৃপ্ত নও?" প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, " তোমার অনুগ্রহ হতে কে তৃপ্ত হয়?"

হাকেম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٣٢. بَيْنَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا إِذْ خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْثِيْ فِيْ ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا أَيُّوْبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لَا غِنٰى بِيْ عَنْ بَرْكَتِكَ * أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১৩২. (রাসূল (সঃ) বলেন), "হযরত আইউব (আ) একদিন বস্ত্রহীন অবস্থায় গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর উপর সোনার পঙ্গপাল পতিত হতে লাগল। হযরত আইউব (আ) সেগুলোকে তাঁর কাপড়ে জড়াতে লাগলেন। অনন্তর তার মহান ও মুবারক রব তাঁকে ডেকে বললেন, "হে আইউব! তুমি যা দেখছ তোমাকে কি তারচেয়ে সম্পদশালী করিনি?" তিনি আরয করলেন, "হ্যাঁ। আপনার ইয্‌যতের কসম! কিন্তু আমি আপনার দান ও বরকত থেকে অভাবমুক্ত নই।"

বুখারী, নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আগেকার আম্বিয়াদের (আঃ) প্রতি ওহী প্রেরণ সম্পর্কে ঃ

١٣٣. أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى دَاوُدَ أَنَّ الْعَبْدَ لَيَأْتِيْ بِالْحَسَنَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُحَكِّمُهُ بِهَا فِى الْجَنَّةِ قَالَ دَاوُدُ يَا رَبِّ وَمَنْ هٰذَا الْعَبْدُ قَالَ مُؤْمِنٌ يَسْعٰى لِأَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ فِيْ حَاجَتِهٖ يُحِبُّ قَضَاءَهَا قُضِيَتْ عَلٰى يَدَيْهِ أَوْ لَمْ تُقْضَ * أَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৩৩. (আল্লাহ রাসূল (সঃ) বলেছেন), "মহান আল্লাহ্ হযরত দাঊদ (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করলেন– "কেয়ামতের দিন জনৈক বান্দা একটি মাত্র পূণ্য নিয়ে উপস্থিত হবে। আমি তাকে তার বিনিময়ে বেহেশতে প্রবেশের নির্দেশ দেব।" দাঊদ (আ) নিবেদন করলেন, "ইয়া রব! কে সে বান্দা? তিনি বললেনঃ "যে মু'মিন বান্দা তার মু'মিন ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণের জন্য দৌড়ে যায়। তার উদ্দেশ্য এ থাকে যে,মানুষের প্রয়োজন পুরণ হউক, তা তার হাতে হোক কিংবা আর কারো হাতে।"

খাতীব এ হাদীসটি হযরত আলী (রা.) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٣٤. اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى اٰدَمَ فَقَالَ يَا اٰدَمُ حُجَّ هٰذَا الْبَيْتَ قَبْلَ اَنْ يَّحْدُثَ عَلَيْكَ حَدَثٌ قَالَ وَمَا يَحْدُثُ عَلَىَّ يَارَبِّ قَالَ مَا لَا تَدْرِىْ وَهُوَ الْمَوْتُ قَالَ وَمَا الْمَوْتُ قَالَ سَوْفَ تَذُوْقُهُ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

১৩৪. (নবী করীম (সঃ) বলেন), আল্লাহ আদম (আঃ)–এর প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করে বললেন, "হে আদম! তোমার উপর কোন নূতন বিপদ ঘটার আগে তুমি এ ঘরের হজ্জ সম্পন্ন করে নাও।" তিনি বললেন, "ইয়া রব্বী! আমার উপর কি বিপদ ঘটবে!" তিনি বললেন, "যা তুমি জান না- অর্থাৎ মৃত্যু।" আদম (আ) নিবেদ করলেন, "মৃত্যু কি?" আল্লাহ্ বললেন, "অচিরেই তুমি এর স্বাদ অস্বাদন করবে।"এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে দায়লামী সংগ্রহ করেছেন।

١٣٥. اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ فِى الْاِنْجِيْلِ اَنْ قُلْ لِلْمَلَاءِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنَّ مَنْ صَامَ لِمَرْضَاتِىْ اَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَاَعْظَمْتُ لَهُ اَجْرَهُ * اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى)*

১৩৫. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন), "সুমহান আল্লাহ্ হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, "হে ঈসা! ইসরাঈ'ল্ বংশের লোকদেরকে বলে দাও ঃ যে লোক আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় রোযা রাখবে, আমি তাকে দৈহিক সুস্থতা দান করব এবং তার প্রতিদান বাড়িয়ে দেব।"

আবুশ শায়খ এ হাদীসটি হযরত আবু দারদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٣٦. اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ يَا خَلِيْلُ حَسِّنْ خُلُقَكَ وَلَوْ مَعَ الْكُفَّارِ تَدْخُلْ مَدَاخِلَ الْاَبْرَارِ فَاِنَّ كَلِمَتِىْ سَبَقَتْ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ اَنْ اُظِلَّهُ فِىْ عَرْشِىْ وَاَنْ اُسْكِنَهُ فِىْ حَظِيْرَةِ قُدْسِىْ وَاَنْ اُدْنِيَهُ مِنْ جِوَارِىْ * اَخْرَجَهُ الْحَكِيْمُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১৩৬. (হুযুর আকরাম (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন, "হে খলীল! তুমি তোমার আচরণ সুন্দর কর, যদি তা অবিশ্বাসীদের সাথেও হয়। তবে তুমি নেককারদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কারণ আমার উক্তি আগেই লেখা হয়েছে যে, যার আচরণ সুন্দর হবে তাকে আমার আরশের ছায়াতলে ছায়াদান করব, আমার পবিত্র বেহেশতের প্রকোষ্ঠে আমার নৈকট্য রাখব।"

হাকীম ও তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٣٧. اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى مُوْسٰى اِنَّ قَوْمَكَ بَنَوْا مَسَاجِدَهُمْ وَ خَرَّبُوْا قُلُوْبَهُمْ وَتَسَمَّنُوْا كَمَا سَمَنَ الْخَنَازِيْرِ يَوْمَ ذَبْحِهَا وَاِنِّىْ نَظَرْتُ اِلَيْهِمْ فَلَعَنْتُهُمْ فَلَا اَسْتَجِيْبُ لَهُمْ وَلَا اُعْطِيْهِمْ مَسْئَلَتَهُمْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَةَ وَالدَّيْلَمِىُّ عَنِ ابْنِ عَمِّ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ *

১৩৭. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন), "মহান হযরত আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, "নিশ্চয়ই তোমার সম্প্রদায় তাদের মসজিদসমূহ নির্মাণ করেছে। অথচ তাদের হৃদয়গুলো কলুষিত করে নিয়েছে। আর তারা এমনভাবে মোটাতাজা হয়েছে, শুকরগুলোকে হত্যার সময় যেমন মোটা হয়ে থাকে। আর নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি, অতঃপর তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছি। অতএব আমি তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেব না এবং তাদেরকে তাদের কাম্য বস্তু দেব না।"

ইবনে মানদা ও দায়লামী এ হাদীসটি ওহী লেখক হযরত হানযালা (রা)-এর চাচাত ভাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফরয্ বিষয় সম্পর্কে

١٣٨. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَايَحِبُّ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِاَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اَدَاءِ مَاافْتَرَضْتُ عَلَيْهِ * اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ عَلِيٍّ (رضى)*

১৩৮. আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, মহান ও পরাক্রমশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার কোন বান্দা অন্য কোন প্রিয়বস্তু দ্বারা আমার নিকট প্রিয় হয় না যে পর্যন্ত সে আমি তার প্রতি যা ফরয করেছি, তা আদায় না করে।"

খাতীব এ হাদীসটি আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

মসজিদ সম্পর্কে

١٣٩. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَلْزَمُ الْمَسَاجِدَ فَلَاتَحْرِجُوْا اَنْ تَشْهَدُوْا اَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى)*

১৩৯. (রাসূল (সঃ) বলেন), "তোমরা যখন কাউকে সর্বদা মসজিদ সমূহে যাতায়াত করতে দেখ, তখন তাকে মু'মিন হিসেবে সাক্ষ্য দিতে কুণ্ঠিত হয়ও না। কারণ আল্লাহ, বলেন, নিশ্চয়ই যে লোক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে সে আল্লাহ্র মসজিদ আবাদ করে।" এ হাদীসটি হাকেম হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٤٠. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوْا لَهُ بِالْاِيْمَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضى)*

১৪০. (রাসূল (সঃ) বলেন), "তোমরা যখন কোন লোককে মসজিদে যাতায়াতে অভ্যস্ত দেখ, তখন তার ঈমান আছে বলে তার পক্ষে সাক্ষ্য দাও। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান এনেছে, সে আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ করে।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ আল্লাহর প্রতিবেশী ঃ

١٤١. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُنَادِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ جِيْرَانِيْ أَيْنَ جِيْرَانِيْ فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ رَبَّنَا وَمَنْ يَّنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يُّجَاوِرَكَ؟ فَيَقُوْلُ أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ * أَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَنَسٍ (رضى)*

১৪১. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন), "কেয়ামতের দিন নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ উচ্চৈস্বরে আহ্বান করতে থাকবেন, "আমার প্রতিবেশী কোথায়" "আমার প্রতিবেশী কোথায়? ফেরেশতাগণ তখন নিবেদন জানাবেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! কার পক্ষে আপনার প্রতিবেশী হওয়া সম্ভব? "তিনি তখন বলবেন, "মসজিদসমূহ আবাদকারিগণ কোথায়?"

এ হাদীসটি ইবনুন-নাজ্জার হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

ওযু সম্পর্কে

١٤٢. عَلَيْكُمْ عُقَدٌ فَإِذَا وَضَّأَ يَدَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لِلَّذِيْ وَرَاءَ الْحِجَابِ انْظُرُوْا إِلٰى عَبْدِيْ هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ يَسْئَلُنِيْ مَا سَئَلَنِيْ عَبْدِيْ فَهُوَ لَهُ * أَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى) *

১৪২. (রাসূল (সঃ) বলেন), "তোমাদের উপর কতগুলো বন্ধন রয়েছে, অতঃপর কেউ যখন অযূ রত অবস্থায় তার হাত ধোয়, তখন একটি বন্ধন উন্মোচিত হয়, আর যখন সে তার চেহারা ধোয়, তখন একটি বন্ধন খুলে যায়, আর সে যখন তার মাথা মসেহ করে, তখন একটি বন্ধন খুলে যায়, আর সে যখন তার দু'পা ধোয় তখন একটি বন্ধন খুলে যায়। তারপর পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ্ বলেন, "আমার এ বান্দার প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর, সে তার নিজের আত্মার চিকিৎসা করছে, সে যা ইচ্ছে তা-ই আমার কাছে চাইতে পারে। আমার বান্দা আমার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করে, তা তার জন্য তা-ই রয়েছে।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আযান ও মুয়ায্যিন সম্পর্কে

١٤٣. اِذَا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِىْ الْاَذَانِ وَضَعَ الرَّبُّ يَدَهٗ عَلٰى رَأْسِهٖ فَلَا يَزَالُ كَذَالِكَ حَتّٰى يَفْرَغُ مِنَ الْاَذَانِ وَاِنَّهٗ لَيَغْفِرُ لَهٗ مَدَّصَوْتِهٖ * فَاِذَا فَرِغَ قَالَ الرَّبُّ صَدَقْتَ عَبْدِىْ وَشَهِدْتَ شَهَادَتَ الْحَقِّ فَابْشِرْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

১৪৩. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন), "কোন মুয়ায্যিন যখন আযান দেয়া শুরু করে, তখন প্রতিপালক তার মাথার উপর স্বীয় হাত রাখেন, তিনি সে পর্যন্ত হাত স্থির রাখেন যে পর্যন্ত সে আযান শেষ না করে। আর নিশ্চয় তার কণ্ঠস্বর বিস্তৃতির দূরত্ব পর্যন্ত তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন। তারপর সে যখন আযান শেষ করে অবসর নেয়, তখন রব বলেন– "হে আমার বান্দা! তুমি সত্য বলেছ এবং তুমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছ। সুতরাং তুমি সুসংবাদ লও।" হাকেম এ হাদিসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

নামায সম্পর্কে

١٤٤. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِفْتَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلٰوَاتٍ وَعَهَدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا عَنْ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَاعَهْدَ لَهٗ عِنْدِىْ * اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ (رضى)*

১৪৪. (রাসূল (সঃ) বলেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন "(হে মুহাম্মদ)! আমি তোমার উম্মতের প্রতি পাঁচটি নামায ফরয করেছি। আর স্বয়ং আমি এ ওয়াদা করেছি যে, যে লোক এ নামাযগুলো সঠিক সময়ে যত্নসহকারে রক্ষনাবেক্ষন (আদায়) করবে, আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব। আর যে সেগুলো রক্ষনা-বেক্ষন করবে না, তার জন্য আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই।"

ইবনু মাজা এ হাদীসটি হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٤٥. يُعْجِبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شُطْبَةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رضى)*

১৪৫. (রাসূল (সঃ) বলেন), তোমার প্রতিপালক সেই বকরীর রাখালের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট, যে কোন পাহাড় চূড়ায় বকরী চড়ায়, নামাযের জন্য আযান দেয় এবং নামায আদয় করে। অতঃপর মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন– "তোমরা আমার এ বান্দার প্রতি খেয়াল কর; সে আযান দেয়, নামায্ আদায় করে ও আমাকে ভয় করে। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিয়াছি এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশের করার অধিকার দিলাম।"

এ হাদীসটি হযরত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে আহমদ সংগ্রহ করেছেন।

١٤٦. اَوَّلُ مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلَاتِهِ فَاِنْ كَانَ اَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَتَمَّهَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْمَلَائِكَةِ اُنْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِىْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكَمِّلُوْنَ بِهَا فَرِيْضَتَهُ ثُمَّ الزَّكٰوةِ كَذَالِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسْبِ ذَالِكَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِىْ وَابْنِ اَبِىْ شَيْبَةَ (رضى) *

১৪৬. রাসূল (সঃ) বলেন, "বান্দার কাছ থেকে কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে বিষয়ের হিসেব গ্রহণ করা হবে তা হল তার নামায। সে যদি তা পূরোপুরীভাবে আদায় করে থাকে তবে তা পূরো লেখা হবে। আর সে যদি তা পূরো পুরী আদায় না করে থাকে, তবে মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলবেন– "দেখ, আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কিনা, যার দ্বারা তোমরা তার ফরয পুরো করে নিতে পার।" অতঃপর যাকাত সম্বন্ধে অনুরূপভাবে হিসেব গ্রহণ করা হবে। তারপর তার সমূদয় আমলের হিসেব অনুরূপভাবে নেয়া হবে।"

আহমদ ও আবূ দাঊদ এ হাদীসটি তামীমদারী ও হযরত ইবনে আবি শায়বা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٤٧. مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللّٰهِ بِصَلَاةِ رَجُلٍ مَعَ صَلٰوةٍ اِلَّا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُشْهِدُ كُمَا اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ مَا بَيْنَهُمَا* اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

১৪৭. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "রক্ষণাবেক্ষণকারী উভয় ফেরেশতা কারো নামাযের সাথে যুক্ত নামায আল্লাহ্‌র কাছে উঠিয়ে নেন না, বরং সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, আমি আমার বান্দার দু'নামাযের মধ্যবর্তী পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিয়েছি।"

বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٤٨. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُسِّمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اللّٰه حَمَّدَنِىْ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ فَاِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ وَاِذَا قَالَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالَ هٰذَا بَيْنِىْ وَ بَيْنَ عَبْدِىْ مَا سَأَلَ فَاِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১৪৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "মহানও পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন–নামাযকে অর্ধেক অর্ধেক করে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ভাগকরা হয়েছে। আমার বান্দা আমার কাছে যা যাচনা করে তা তার জন্য। অনন্তর বান্দা যখন বলে–"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব পালনকর্তা" তখন আল্লাহ বলেন–আমার বান্দা আমার যথাযথ প্রশংসা করেছে। অতঃপর সে যখন বলে–"তিনি করুনাময় ও অশীম দয়ালূ তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে। এরপর সে যখন বলে–"তিনি বিচার দিনের মালিক" তখন আল্লাহ বলেন– "আমার বান্দা আমার মর্যাদা প্রকাশ করেছে। সে যখন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বলে–আমরা তোমারই এবাদাত করি আর তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধাঅর্ধি। আমার বান্দা যা চায় তা তার জন্য।" অতঃপর যখন সে বলে–আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত কর তাদের পথে, যাদেরকে প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে নয়" তখন আল্লাহ বলেন–এটা আমার বান্দার অংশ। আর আমার কাছে আমার বান্দা যা চায় তা তার জন্য।"

আহমদ ও মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٤٩. هَلْ تَدْرُوْنَ مَا يَقُوْلُ رَبُّكُمْ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ لِوَقْتِهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَيَّ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَضَيَّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَا عَهْدَ لَهُ عَلَيَّ اِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَاِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ (رضى) *

১৪৯. (রাসূল (সঃ) বলেন), "তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেন? তিনি বলেন, যে লোক নামাযগুলো তাদের সুনির্দিষ্ট সময়ে আদায় করে, তাদের রক্ষণা-বেক্ষন করে, আর তাদের প্রতি ন্যস্ত দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে বিনষ্ট করে না, তার প্রতি আমার কর্তব্য এই যে, আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব। আর যে লোক এ নামায গুলো তাদের নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করে না, তাদের রক্ষনা-বেক্ষন করে না, আর তাদের দায়িত্ব উপেক্ষা করে তা নষ্ট করে ফেলে, তার জন্য আমার কোন প্রতিশ্রুতি নেই। আমি যদি ইচ্ছা করি তাকে শাস্তি দিতে পারি, আর যদি ইচ্ছা করি তাকে ক্ষমা করতে পারি।"

তাবরানী এ হাদীসটি হযরত কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٥٠. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثٌ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ كَانَ وَلِيِّ حَقًّا وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ فَهُوَ عَدُوِّيْ حَقًّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ * اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৫০. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, তিনটি বস্তু আছে, যে লোক ওর রক্ষনা বেক্ষণ করে, সে আমার প্রকৃত বন্ধু। আর সেগুলো যে বিনষ্ট করে, সে আমার শত্রু। তা হচ্ছে-নামায, রোজা ও ফরয গোসল।"

এ হাদীসটি ইবনুন নাজ্জার হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ ফযর নামাযের তা'কীদ ঃ

١٥١. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ لَاتَعْجَزْ عَنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِيُّ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ (رضى)*

১৫১. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমাংশে চার রাকাআ'ত নামায আদায়ে অপারগা হয়ো না, ওর শেষে আমি তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করব।" তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ নামাযের কথা ভুলে গেলে ঃ

١٥٢. مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِىْ * اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

১৫২. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "যে লোক নামাযের কথা ভুলে যায়, তার দায়িত্ব হল–যখন তা স্মরণ হবে তখনই সে তা আদায় করে নেবে। কারণ আল্লাহ্ বলেছেন, " নামায কায়েম কর আমার স্মরণে।"

মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ শেষ রাতের নামায ও এবাদাত ঃ

١٥٣. لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْشَطْرِ اللَّيْلِ فَاِنَّهُ اِذَا مَضٰى شَطْرُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاَغْفِرَلَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَاَتُوْبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

دَاعٍ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ حَتّٰى يَطْلَعُ الْفَجْرُ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১৫৩. (নবী করীম (সা) বলেন), "আমার উম্মতের জন্য আমি যদি এটা কষ্টকর মনে না করতাম তবে নিশ্চয় আমি এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেকের পরে সরিয়ে দিতাম। কারণ যখন রাতের অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়, তখন মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, " কোন ক্ষমা কামনাকারী আছে কি, যেন আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি? কোন তওবাকারী আছে কি, যেন আমি তার তওবা মঞ্জুর করতে পারি? কোন প্রার্থণাকারী আছে কি, যেন আমি তার প্রার্থনা কবুল করতে পারি? " (ততক্ষণ পর্যন্ত এ আহবান চলতে থাকে) যে পর্যন্ত না ফজরের উদয় হয়।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٥٤. اِذَا بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْلِ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ اَكْشِفُ عَنْهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَرْزِقُنِىْ اَرْزُقُهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ سَئَلَنِىْ اُعْطِيْهِ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১৫৪. (রাসূল (সঃ) বলেন), "যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, তখন মহান আল্লাহ্ বলেন, কে সে ব্যক্তি, যে বিপদ দূরীকরণ কামনা করে যেন আমি তার বিপদ দূর করতে পারি? কে সে ব্যক্তি, যে আমার কাছে জিবিকা প্রার্থনা করে যেন আমি তাকে জিবিকা দিতে পারি? কে সে ব্যক্তি, যে আমার কাছে প্রর্থনা করে যেন আমি তাকে প্রদান করতে পারি।"

আবূ দাঊদ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٥٥. يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ يَّسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاغْفِرَلَهُ * اَخْرَجَهُ مَالِكُ وَالشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৫৫. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন), "প্রত্যেক রাতে আমাদের মহান ও মুবারক প্রতিপালক পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। কারণ যখন রাতের এক-তৃতীয়াশং বাকী থাকে, তখন তিনি বলেন, "কে আমাকে আহবান করবে,, আমি যেন তার ডাকে সাড়া দিতে পারি ? কে আমার কাছে চাইবে, যেন আমি তাকে প্রার্থিত বস্তু দিতে পারি ? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রর্থণা করবে, যেন আমি তাকে মাফ করতে পারি?

মালিক ও শায়খাইন এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٥٦. إِذَا بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللّٰهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَدْعُوْنِىْ أَسْتَجِيْبُ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَغْفِرُنِىْ أَغْفِرُلَهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَكْشِفُ الضُّرَّ أَكْشِفُهُ عَنْهُ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَسْتَرْزِقُنِىْ أَرْزُقُهُ حَتّٰى يَتَفَجَّرَ الْفَجْرُ * أَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১৫৬. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন), "যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন- কে আছ, যে আমাকে ডাকবে যাতে আমি তার ডাকে শাড়া দিতে পারি? কে আছ, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে যাতে আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি? কে আছ, যে আমার কাছে বিপদ মুক্তির জন্য পার্থনা করে, যাতে আমি তার বিপদ দূর করতে পারি? কে আছ, যে আমার কাছে জিবিকা চাইবে, যাতে আমি তাকে জিবিকা দিতে পারি?" সকাল না হওয়া পর্যন্ত (আল্লাহ্ এরূপ বলতে থাকেন)। ইবনুন নাজ্জার এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ প্রকৃত গোলাম ঃ

١٥٧. إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلّٰى فِى الْعَلَانِيَةِ فَأَحْسَنَ وَصَلّٰى فِى السِّرِّ فَأَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذَا عَبْدِىْ حَقًّا * أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১৫৭. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "নিশ্চয় কোন বান্দা যখন প্রকাশ্যে নামায পড়ে এবং তা ভালভাবে সম্পন্ন করে, আর সে যখন গোপনে নামায (নফল) আদায় করে তখন আল্লাহ্ বলেন, "এ আমার প্রকৃত গোলাম।"

"ইবনে মাজা এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৫ ই শা'বান বা শবে বরাত সম্পর্কে

١٥٨. اِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَتَهَا وَصُوْمُوْا يَوْمَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيْهَا بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَاَغْفِرَلَهُ اَلَامُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزُقَهُ اَلَامُبْتَلٍ فَاُعَافِيَهُ اَلَاسَائِلٌ فَاُعْطِيَهُ اَلَا كَذَا حَتّٰى يَطْلَعَ الْفَجْرُ * اَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ عَلِيٍّ (رضى)*

১৫৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "যখন অর্ধ শা'বানের (অর্থাৎ পনরই শা'বানের) রাত আসে তখন তোমরা সে রাতে কিয়াম অর্থাৎ এবাদাত কর এবং দিনে রোযা রাখ। কারণ আল্লাহ্ তাতে সূর্যাস্তের পর পরই পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, " কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী কি নেই যে, আমি তাকে ক্ষমা করতে পারি? কোন জিবিকা অনুসন্ধানকারী কি নেই যে, আমি তাকে জিবিকা দিতে পারি? কোন অসুস্থ ব্যক্তি কি নেই যে, আমি তাকে সুস্থতা দান করতে পারি? কোন প্রার্থনাকারী কি নেই যে, তাকে আমি প্রার্থিত বস্তু দিতে পারি? এরূপ নেই কি? ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত এরূপ নেই কি? বলা হতে থাকে।" ইবনে মাজা এ হাদীসটি হযরত আলী (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

রোযা সম্পর্কে

✪ রোযা আল্লাহর একান্ত নিজের ঃ

١٥٩. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الْحَسَنَةُ عَشْرٌ وَاَزِيْدُ وَالسَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ وَاَمْحُوْهَا وَالصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ اَصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى كَمِجَنِّ السِّلَاحِ مِنَ السَّيْفِ * اَخْرَجَهُ الْبَغْوِىُّ عَنْ رَجُلٍ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৫৯. (রাসূল (সঃ) বলেন), মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "পূণ্য দশগুণ ও তার চেয়েও বেশি ধরা হয়। আর পাপ একটিই ধরা হয়, তাও আমি মুছে ফেলি। আর রোযা আমারই জন্য এবং আমিই ওর প্রতিদান দেব।" রোযা মহান আল্লাহর আযাব থেকে পরিত্রানের ঢালস্বরূপ। যা দিয়ে তরবারীর মত অস্ত্র থেকে নিস্তার পাওয়া যায়।"

বাগাভী এ হাদীসটি জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٠. اِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِئَةَ ضِعْفٍ وَالصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَاِنَّ جَهِلَ عَلٰى اَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ اِنِّىْ صَائِمٌ

* اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১৬০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক বলেন, "প্রতিটি পূণ্য ওর দশগুনের সমপরিমান হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত ধরা হয়। কিন্তু রোযা আমারই জন্য, আর আমিই ওর প্রতিদান দিয়ে থাকি।" রোযা দোযখ থেকে পরিত্রানের ঢাল স্বরূপ আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মৃগনাভির গন্ধের চেয়েও বেশি সুরভিত। আর যখন রোযা রাখা অবস্থায় তোমাদের বিরুদ্ধে কোন মূর্খ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে, তখন তার বলা দরকার, আমি রোযাদার।"

তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦١. كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ اِلٰى مَايَشَاءُ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَلِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৬১. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত অথবা তার চেয়েও বেশি বাড়িয়ে দেয়া হয়। মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, শুধু রোযা ছাড়া। "কারণ তা বিশেষভাবে আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব। আমার জন্য সে তার কামস্পৃহা ও আহার বর্জন করে।" রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে, একটি আনন্দ তার ইফতারের সময়, আর অপরটি তার প্রতিপালকের দিদার লাভের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মৃগনাভির সুগন্ধির চেয়েও উত্তম।"

আহমদ ও মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٢. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلَّا الصِّيَامُ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ وَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ اَمْرُءٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهٖ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ * اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১৬২. (নবী করীম (সঃ) বলেন), মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "আদম সন্তানের প্রতিটি কর্ম তার নিজের জন্য, একমাত্র রোযা ছাড়া। নিশ্চয় তা আমার জন্য এবং আমিই ওর প্রতিদান দেব।" রোযা একটি ঢালস্বরূপ। তোমাদের কারো জন্য যখন রোযার দিন উপস্থিত হয়, সে যেন কোন মন্দ কথা না বলে এবং চিৎকার না করে। আর কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে, তখন তার বলা প্রয়োজন, "আমি রোযাদার।" আমি মুহাম্মদের জীবন যার হাতে, তার কসম! নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মৃগনাভির গন্ধের চেয়েও উত্তম। রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে যা সে উপভোগ করে, যখন সে ইফতার করে তখন এবং যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে দেখা করবে তখন।"

শায়খাইন এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٦٣. إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ إِنَّ الصَّوْمَ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ اللّٰهُ مَجَزَاهُ فَرِحَ فَوَ الَّذِيْنَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ * اَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى)*

১৬৩. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই রোযা আমার জন্য এবং আমিই ওর প্রতিদান দেব।" নিশ্চয়ই রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে-একটি যখন সে ইফতার করে তখন, আরেকটি যখন সে আল্লাহ্র সাথে দেখা করবে এবং আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান দেবেন তখন। আর যার হাতে মুহাম্মদের জীবন, তার কসম! নিশ্চয়ই রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র কাছে মৃগনাভির গন্ধের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়।" নাসায়ী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٤. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَحَبُّ عِبَادِىْ اِلَىَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا* اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১৬৪. (রাসূল (সঃ) বলেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "বান্দাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় সে লোক, যে ইফতারের (রোযা খুলার) ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তরান্বিত।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٥. اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ وَهِىَ حِصْنٌ مِنْ حُصُوْنِ الْمُؤْمِنِ وَكُلُّ عَمَلٍ لِصَاحِبِهٖ اِلَّا الصِّيَامُ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَلصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى)*

১৬৫. (আল্লাহর নবী (সঃ) বলেন), "রোযা ঢালস্বরূপ, তা মু'মিনের দুর্গসমূহের একটি দুর্গ। তিনটি আমল তার আমলকারীর জন্য। আল্লাহ্ বলেন, "রোযা আমার জন্য এবং আমিই ওর প্রতিদান দেব।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٦. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَوْحَى اِلٰى نَبِيٍّ مِّنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ اَنْ اَخْبِرْ قَوْمَكَ اَنْ لَيْسَ عَبْدٌ يَصُوْمُ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِىْ اِلَّا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَمْـحَـحْـتُ جِـبِسْـمَـهُ وَاَعْـظَـمْـتُ اَجْـرَهُ * اَخْـرَجَـهُ الْـبَـيْـهَـقِـىُّ عَـنْ عَـلِـىٍّ (رضـى) *

১৬৬. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেন), "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ ইসরাঈল বংশের জনৈক নবীর প্রতি এ প্রত্যাদেশ পাঠায়েছিলেন, "তোমার সম্প্রদায়কে এ সংবাদ দাও যে, এরূপ কোন বান্দা নেই, যে আমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় কোন এক দিন রোযা না রাখে; আমি তখন তাকে দৈহিক সুস্থতা দান করি এবং তাকে বড় রকমের পুরস্কার দিয়ে থাকি।" বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٧ . اِنَّ اللّٰـهَ عَـزَّوَجَـلَّ يُـوْحِـىْ اِلَـى الْـحَـفَـظَـةِ اِنْ لَّاتَـكْـتُـبُـوْا عَـلَـى صُـوَّامِ عَـبِـيْـدِىْ بَـعْـدَ الْـعَـصْـرِ سَـيِّـئَـةً * اَخْـرَجَـهُ الْـحَـاكِـمُ عَـنْ اَنَـسٍ (رضـى)*

১৬৭. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ রক্ষি ফেরেশতাদেরকে (কেরামান কাতেবীন) এই বলে প্রত্যাদেশ করেন যে " আসরের পরে আমার রোযাদার বান্দাদের কোন পাপ লিখ না।" হাকেম এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٨ . يَـقُـوْلُ اللّٰـهُ عَـزَّوَجَـلَّ مَـنْ لَّـمْ يَـصُـمْ جَـوَارِحُـهُ عَـنْ مَـحَـارِمِـىْ فَـلَاحَـاجَـةَ لِـىْ فِـىْ اَنْ يَـدُعَ طَـعَـامَـهُ وَشَـرَابَـهُ مِـنْ اَجْـلِـىْ * اَخْـرَجَـهُ اَبُـوْ نَـعِـيْـمٍ عَـنِ ابْـنِ مَـسْـعُـوْدٍ (رضـى)*

১৬৮. (প্রিয় নবীজি (সঃ) এরশাদ করেন), মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার নিষিদ্ধ কর্মগুলো থেকে রোযা রাখে না (নিবৃত্ত হয় না), আমার জন্য তার পানাহার বর্জনের কোন প্রয়োজন নেই।"
আবূ নুয়াইম এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٦٩ . كُـلُّ عَـمَـلِ ابْـنِ اٰدَمَ لَـهُ اِلَّا الـصِّـيَـامُ وَالـصِّـيَـامُ لِـىْ وَاَنَـا اَجْـزِىْ بِـهِ وَلَـخُـلُـوْفُ فَـمِ الـصَّـائِـمِ اَطْـيَـبُ عِـنْـدَ اللّٰـهِ مِـنْ رِيْـحِ الْـمِـسْـكِ * اَخْـرَجَـهُ ابْـنُ حَـبَّـانٍ عَـنْ اَبِـىْ هُـرَيْـرَةَ (رضـى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৬৯. "আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তারই জন্য, শুধু রোযা ছাড়া। রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মৃগনাভির গন্ধের চেয়েও বেশি সুগন্ধময়।"

ইবনে হাব্বান এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ ইয়াওমুল বীযের রোযা ঃ

١٧٠. اِنَّ اٰدَمَ لَمَّا عَصٰى وَاَكَلَ مِنْ الشَّجَرَةِ اَوْحَى اللّٰهُ اَلَيْهِ يٰاٰدَمُ اِهْبِطْ مِنْ جِوَارِىْ وَعِزَّتِىْ لَايُجَاوِرُنِىْ مَنْ عَصَانِىْ فَهَبَطَ اِلَى الْاَرْضِ مُسْوَدًّا فَبَكَتِ الْمَلَائِكَةُ وَضَجَّتْ وَقَالُوْا يَارَبِّ خَلْقٌ خَلَقْتَهُ بِيَدِكَ وَاَسْكَنْتَهُ جَنَّتَكَ وَسَجَدَتْ لَهُ مَلَائِكَتِكَ فِىْ ذَنْبٍ وَّاحِدٍ حَوَّلْتَ بَيَاضَهُ فَاَوْحَى اللّٰهُ يٰاٰدَمُ صُمْ لِىْ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَصَامَهُ فَاَصْبَحَ ثُلُثُهُ اَبْيَضَ ثُمَّ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يٰاٰدَمُ صُمْ لِىْ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ فَصَامَهُ فَاَصْبَحَ ثُلُثَاهُ اَبْيَضَ ثُمَّ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ يٰاٰدَمُ صُمْ لِىْ هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَصَامَهُ فَاَصْبَحَ كُلُّهُ اَبْيَضَ فَسُمِّيَتِ الْاَيَّامُ الْبِيْضُ * اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى)*

১৭০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয় আদম (আ) যখন ভুল বশত অবাধ্য হলেন এবং গাছের ফল খেলেন, আল্লাহ্ তখন তার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলেন, "হে আদম! আমার কাছ থেকে নেমে যাও। আমার ইয্যতের কসম! যে আমার অবাধ্য হয়েছে, সে আমার কাছে থাকতে পারবে না।" অনন্তর মলিন মুখে তিনি দুনিয়াতে নেমে এলেন। তখন ফেরেশতাগণ সিজদায় পড়ে ফরিয়াদ জানাতে লাগল এবং বলল, "হে প্রতিপালক! তুমি নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছ, যাকে বেহেশতে স্থান দিয়েছে, একটি মাত্র পাপের কারণে তার সমুদায় উজ্জলতা পাল্টে দিলে?" অনন্তর আল্লাহ্ প্রত্যাদেশ করে বললেন, হে আদম! আমার উদ্দেশ্যে মাসের ১৩ তারিখ এ দিনটিতে রোযা রাখ," অতঃপর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আদম (আ) সেদিন রোযা রাখলেন, তারপর তার দেহের এক তৃতীয়াংশ সাদা হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ্ পুনরায় প্রত্যাদেশ পাঠালেন, "হে আদম! আমার জন্য মাসের ১৪ তারিখ এ দিনটিতে রোযা রাখ" তারপর তিনি সেদিন রোযা রাখলেন, তখন তার দেহের দু'তৃতীয়াংশ সাদা হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ্ তার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালেন, "হে আদম! তুমি আমার উদ্দেশে ১৫ তারিখ এ দিনটিতে রোযা রাখ", তখন তিনি সেদিন রোযা রাখলেন, তারপর তার পুরো দেহ সাদা হয়ে গেল। অতঃপর এ দিনগুলির নাম রাখা হয়েছে আইয়ামুল বীয অর্থাৎ শ্বেত-শুভ্রন্ত্র দিবস।" খাতীব এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

শবে ক্বদর ও দু' ঈদ সম্পর্কে

١٧١. إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَنْزِلُ جِبْرَائِيْلُ فِىْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ اَوْقَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ فَاِذَا كَانَ عِيْدِهِمْ بَاهَى بِهِمْ مَلاَئِكَتَهُ فَقَالَ يَامَلاَئِكَتِىْ مَاجَزَاءُ اَجِيْرٍ يَوْمُ وَفَّى عَمَلَهُ قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهُ اَنْ يُّوَفَّى اَجْرَهُ قَالَ مَلاَئِكَتِىْ عَبِيْدِىْ وَاِمَائِىْ قَضَوْا فَرِيْضَتِىْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يَعُجُّوْنَ اِلَىَّ بِالدُّعَاءِ وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ وَكَرَمِىْ وَعُلُوِّىْ وَارْتِفَاعِ مَكَانِىْ لاَُجِيْبَنَّهُمْ فَيَقُوْلُ ارْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُوْراً لَهُمْ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

১৭১. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেন), "যখন ক্বদরের রাত আসে, তখন জিব্‌রাঈ'ল (আ) ফেরেশতাদের একটি দলসহ অবতীর্ণ হন এবং যে বান্দা দাড়ানো কিংবা বসা অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি দু'আ বর্ষণ করতে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের ঈ'দ আসে, তখন আল্লাহ্ তাদের জন্য তার ফেরেশতাদের সামনে গৌরব করে বলেন, "হে আমার ফেরেশতাগণ! যে শ্রমিক তার কাজ শেষ করেছে তার কি প্রতিদান হতে পারে?" ফেরেশতাগণ নিবেদন করেন, "হে আমাদের রব! তার প্রতিদান হচ্ছে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তার 'পূরো পারিশ্রমিক' দিয়ে দেয়া।" আল্লাহ্ বলেন, "হে ফেরেশতাগণ! আমার বান্দা ও বাদীগণ, তাদের প্রতি আমার নির্ধারিত ফরয পূরণ করেছে, তারপর উচ্চৈ স্বরে আমার কাছে দু'আ করতে করতে ঈ'দের নামাযের জন্য বেরিয়ে এসেছে। অতএব আমার ইয্যত ও জালালের কসম! আমার অনুগ্রহ, আমার উচ্চ মর্যাদা ও আমার উচ্চপদের কসম! নিশ্চয়ই আমি তাদের দু'আ কবুল করব।" তারপর তিনি বলেন, "তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি।" অতঃপর তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় ফিরে আসবে।" বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

হজ্জ সম্পর্কে

১৭২- قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ زَارَنِىْ فِىْ بَيْتِىْ اَوْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِىْ اَوْ فِى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

১৭২. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "যে লোক আমার ঘরে কিংবা আমার রাসূলের ঘরে অথবা বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে আমায় যিয়ারত করেছে, অতঃপর মারা গিয়েছে, সে শহীদী মৃত্যুবরণ করেছে ।" দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٧٣. مَنْ حَجَّ مِنْ مَالٍ حَلَالٍ اَوْ مِنْ تِجَارَةٍ اَوْ مِنْ مِيْرَاثٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ عَرَفَةَ حَتّٰى يُغْفَرَ ذُنُوْبُهُ وَاِذَا حَجَّ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَلَبّٰى قَالَ الرَّبُّ لَالَبَّيْكَ وَلَاسَعْدَيْكَ ثُمَّ يُلَفُّ فَيُضْرَبُ بِهٖ وَجْهَهُ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

১৭৩. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), "যে লোক বৈধ, অথবা ব্যবসায়ের, অথবা ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা হজ্জ আদায় করে, আরাফাতের ময়দান থেকে বেরুবার আগেই তার পাপরাশি মাফ করে দেয়া হয়। আর কোন ব্যক্তি যখন অবৈধ-হারাম সম্পদে হজ্জ করে এবং বলে, 'আমি তোমার সমীপে উপস্থিত আছি, তখন আল্লাহ্ বলেন,- 'তোমার কোন উপস্থিতি এবং মঙ্গল নেই। অনন্তর তার আমলনামা গুটিয়ে নেয়া হয় এবং তা তার চেহারার উপর ছুড়ে মারা হয়।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٧٤. مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبْلِغُهُ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْنَصْرَانِيًّا وَذٰلِكَ إِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ * أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى) *

১৭৪. (রাসূল (সঃ) বলেন), "যে লোক এরূপ পাথেয় ও পথ খরচের অধিকারী যা তাকে আল্লাহ্‌র ঘর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, অথচ সে হজ্জ করেনি, তার জন্য ইয়াহূদী বা খৃস্টান হয়ে মারা যাওয়া বিচিত্র নয়। আর এটা আল্লাহ্ তার কিতাবে বলেন, – আল্লাহ্‌র উদ্দ্যেশে তাঁর ঘরে হজ্জ করার সামর্থ্য যার আছে, তার জন্য হজ্জ করা (আবশ্যক) কর্তব্য। আর যে লোক এটা অস্বীকার ও অমান্য করে (তার মনে রাখা উচিত যে,) আল্লাহ্ বিশ্ববাসীদের মুখাপেক্ষী নন।"

তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٧٥. أَمَّا الْوُقُوْفُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيْ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ هٰؤُلَاءِ عِبَادِيْ جَاؤُنِيْ شُعْثًا يَرْجُوْنَ رَحْمَتِيْ فَلَوْكَانَتْ ذُنُوْبُكُمْ كَعَدَدِ الرَّمْلِ أَوْكَعَدَدِ الْقَطْرِ أَوْ وَرَقِ الشَّجَرِ لَغَفَرْتُهَا لَكُمْ أَفِيْضُوْا عِبَادِيْ مَغْفُوْرًا لَّكُمْ وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ لَهُ * أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَنَسٍ (رضى) *

১৭৫. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "উকুফে আরাফা বা আরাফার সন্ধ্যায় সেখানে থেমে থাকার তাৎপর্য এই যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সে সময় পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন এবং ফেরেশতাদের সাথে তোমাদের বিষয়ে গর্ব করে বলেন, আমার এ সকল বান্দা ধুলি-ধুসরিত অবস্থায় আমার করুনা লাভের আশায় আমার কাছে এসেছে। অতএব, যদি তোমাদের পাপসমূহ বালুকণার সমসংখ্যকও হয় বা বৃষ্টির ফোঁটার ন্যায় অসংখ্য হয়, কিংবা গাছের পাতার মত অগণিতও হয়, তথাপি নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে মাফ করে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় অগ্রসর হও এবং যাদের জন্য তোমরা সুপারিশ করেছ তারাও ক্ষমাপ্রাপ্ত।"

ইবনে আসাকির এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٧٦. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ عَبْدًا اَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَاَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فِى الرِّزْقِ فَاَتٰى عَلَيْهِ خَمْسُ حِجَجٍ لَا يَاْتِىْ اِلَىَّ فِيْهِنَّ لَمَحْرُوْمٌ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ خَبَّابٍ (رضى)*

১৭৬. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ বলেন, আমি যে বান্দার শরীর সুস্থ রেখেছি এবং তার জন্য তার জিবিকা প্রশস্ত করে দিয়েছি, আর এ অবস্থায় পাঁচ বছর চলে গিয়েছে-যার মধ্যে সে আমার দিকে আসেনি, নিশ্চয়ই সে বঞ্চিত হবে।"

আবূ ইয়ালা এ হাদীসটি হযরত হাব্বাব (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٧٧. اِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ نَزَلَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا يُبَاهِىْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ فَيَقُوْلُ اُنْظُرُوْا اِلٰى عِبَادِىْ اَتَوْنِىْ شُعْثًا غُبْرًا ضَاجِّيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ اِنَّ فِيْهِمْ فُلَانًا مُرْهِقًا وَفُلَانًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَمَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ * اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِى الدُّنْيَا عَنْ جَابِرٍ (رضى) *

১৭৭. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "যখন আরাফাতের দিন আসে, তখন মহান ও পরাক্রান্ত রব পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং হাজীদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করে বলেন, আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা উষ্কখুষ্ক মাথায় ধূলি-ধূসরিত চেহারা নিয়ে বহুদূর থেকে আমাকে উচ্চৈস্বরে ডাকতে ডাকতে আমার ঘর দেখতে 'দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে আমার কাছে এসেছে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, তাদেরকে আমি মাফ করে দিয়েছি।' অতঃপর ফেরেশতাগণ নিবেদন করে, 'ইয়া রব! তাদের মধ্যে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিশ্চয়ই অমুক ও অমুক পাপীও রয়েছে।' তখন আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন, 'আরাফাতের দিন ছাড়া আর কোন এমন দিন নেই, যেদিন এত বেশি সংখ্যক মানুষকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করা হয়।" ইবনু আবিদ-দুন্‌য়া এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٧٨. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنَّ عَبْدًا أَصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِىْ رِزْقِهٖ لَا يَفِدُ إِلَىَّ فِىْ كُلِّ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ لَمَحْرُوْمٌ * أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

১৭৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি যে বান্দার দেহ সুস্থ রেখেছি এবং তার যিবিকা প্রশস্ত করে দিয়েছি আর এ অবস্থায় পাঁচ বছরের মধ্যে সে আমার ঘর যিয়ারত করতে আসেনি, অবশ্যই সে মাহরুম হবে।" ইবনে আদী ও বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

যাকাত সম্পর্কে

١٧٩. إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ * أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِىْ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ *

১৭৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয় মহান ও পরাক্রন্ত আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয় আমি সুষ্ঠুভাবে নামায কায়েম করা ও যাকাত দান করার উদ্দেশ্যে ধন-দৌলত অবতীর্ণ করেছি। কোন আদম সন্তানের যদি এক উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে, তখন সে নিশ্চয় কামনা করে, তার জন্য যেন দ্বিতীয় উপত্যকা সমান সম্পদ আসে। আর তার যদি দু'উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে, তবে সে নিশ্চয় বাসনা করে, তার জন্য তৃতীয় উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ আসুক। আর আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন বস্তু পূর্ণ করতে পারবে না। অতঃপর তওবাকারীকে আল্লাহ্ মাফ করবেন।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত আবূ ওয়াকিদ লায়সী থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٨٠. إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَا ابْنَ اٰدَمَ اَوْدِعْ مِنْ كَنْزِكَ عِنْدِيْ وَلَا حَرَقَ وَلَا غَرَقَ وَلَاسرق اَوْ فِيْكَهُ اَحْوَجَ مَاتَكُوْنُ اِلَيْهِ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَسَنِ (رضى)٢

১৮০. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "হে ইবনে আদম! তোমার ধন ভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রাখ, তোমার সম্পদে না আগুন লাগবে, না তা পানিতে ডুববে, না তা চুরি হবে। তুমি যখন ওটার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করবে, আমি তখন তোমাকে তা পূরো মাত্রায় দেব।" বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত হাসান বসরী (রা) থেকে সংগ্রহ করিয়াছেন।

١٨١. اِبْنَ اٰدَمَ عِنْدَكَ مَا يَكْفِيْكَ وَاَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيْكَ اِبْنَ اٰدَمَ لَابِقَلِيْلٍ تَقْنَعُ وَلَامِنْ كَثِيْرٍ تَشْبَعُ اِبْنَ اٰدَمَ اِذَا اَصْبَحْتَ مُعَافًى فِى جَسَدِكَ اٰمِنًا فِىْ سَرَبِكَ عِنْدَكَ قُوْتُ يَوْمِكَ فَعَلَى الدُّنْيَا الْعَفَاءَ * اَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا *

১৮১. হে আদম সন্তান! তোমার কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকতে পারে, যা তোমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট, অথচ তুমি এ পরিমাণ চাও যা তোমাকে বিভ্রান্ত ও বিদ্রোহী করে তুলবে। হে আদম সন্তান! তুমি অল্পে তুষ্ট হও না, আর বেশিতেও তোমার উদর ভরে না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সুস্থ দেহে রাত ভোর কর, তোমার পরিবার ও পশুপালের ভেতর তুমি নিরাপদে থাক এবং তোমার কাছে এক দিনের খাদ্য মওজুদ থাকে, তবে অবশিষ্টটা সমস্ত পৃথিবীর জন্য হোক। ইবনু আ'দী এ হাদীসটি হযরত উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

দান-সদকা সম্পর্কে

١٨٢. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ فَاِنَّ يَمِيْنَ اللّٰهِ مَلَاٰى سَحَّاءُ لَايَغِيْضُهَا شَئٌ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ * اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৮২. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! আল্লাহ্‌র জন্য তুমি ব্যয় কর, তোমার জন্য ব্যয় করা হবে। কারণ আল্লাহ্‌র দক্ষিণ হাত পরিপূর্ণ ও দানশীল, দিনরাতের দান ওর কিছুই হ্রাস করতে পারে না।" দারুকুতনী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

১٨٣. قَالَ لِيْ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّ هٰذَا دِيْنٌ اَرْتَضِيْهِ لِنَفْسِيْ وَلَنْ يُّصْلِحَهُ اِلَّا السَّمَاحَةُ وَحُسْنُ الْخُلْقِ فَاَكْرِمُوْهُ بِهِمَا مَا صَحِبْتُمُوْهُ * اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ جَابِرٍ (رضى)*

১৮৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "জিব্‌রাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন, মোবারক ও মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "নিশ্চয়ই এটা এরূপ একটি ধর্ম, যা আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি, আর দানশীলতা ও সচ্চরিত্রের সততা ছাড়া আর কিছু কখনও এর শুদ্ধি করতে পারবে না। অতএব যত দিন তোমরা ওর সাথে সংশ্লিষ্ট থাক ততদিন ওকে দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতা দ্বারা সম্মান দাও।"

ইবনু আসাকির এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٨٤. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْمُنْفِقُ يُقْرِضُنِيْ وَالْمُصَلِّيْ يُنَاجِيْنِيْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ *

১৮৪. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ বলেন, "আমার উদ্দেশ্যে ব্যয়কারী আমাকে ঋন দিয়ে থাকে। আর নামায আদায়কারী আমার সাথে গোপনে বাক্যালাপ করে।" এ হাদীসটি দায়লামী সংগ্রহ করেছেন।

١٨٥. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاابْنَ اٰدَمَ اِنْ تَبْذُلِ الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ وَاِنْ تُمْسِكْ فَهُوَ شَرٌّلَّكَ وَلَاتُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى)*

১৮৫. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "হে আদম সন্তান! তোমার জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ ব্যায় করে ফেলা কল্যানকর।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর তা সঞ্চিত রাখা তোমার জন্য অমঙ্গলজনক। তোমার জীবিকার সমপরিমাণ (তোমার হাতে) রাখার জন্য তুমি নিন্দনীয় নও। নিজ পরিবারের লোকজন থেকে ব্যায় করা শুরু কর। নিচের হাত থেকে উপরের হাত উত্তম।"

বায়হাকী এ হাদিসটি হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٨٦ـ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ * أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১৮৬. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেছেন, "তুমি আল্লাহ্‌র পথে ব্যায় কর, তোমার জন্য ব্যায় করা হবে।"

বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٨٧. أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ تَقَدَّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ رَبُّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَاحَاجِبٌ يَحْجِبُهُ دُوْنَهُ أَلَمْ يَأْتِكَ رَسُوْلٌ بَلَّغَكَ وَاٰتَيْتُكَ مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَلَيَنْظُرَنَّ يَمِيْنًا وَشِمَالًا فَلَايَرٰى شَيْئًا ثُمَّ لَيَنْظُرَنَّ قُدَّامَهُ فَلَايَرٰى غَيْرَ جَهَنَّمَ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَّقِىَ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنَّ بِهَا تُجْزٰى الْحَسَنَةُ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ * أَخْرَجَهُ هَنَّادٌ عَنْ أَبِىْ سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى) *

১৮৭. (রাসূল (সাঃ) বলেন), "অতঃপর হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের জন্য আগে ভাগে কিছু পাঠাও।" অতঃপর তার প্রতিপালক নিশ্চয় তাকে বলবেন, তার কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি থাকবে না, যে তার সম্মুখে মধ্যস্থতা করবে। তোমার কাছে কি কোন রাসূল আসে নি, যে তোমার কাছে আমার বার্তা পৌছে দিয়েছে? আর তোমাকে আমি কি কোন সম্পদ দেইনি এবং তোমার উপর অনুগ্রহ করিনি? অতঃপর তুমি তোমার নিজের জন্য কি অগ্রিম পাঠিয়েছ? তখন সে নিজের ডানে ও বামে তাকাতে থাকবে, কিন্তু কিছুই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার সামনের দিকে তাকাবে কিন্তু তখন সে দোযখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব যে পারে সে যেন নিজেকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করে, যদিও তা এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হোক, সে যেন নিশ্চয় তা করে, আর যার কাছে তাও নেই, সে মধুর কথা দ্বারা তা করুক। কারণ তা দিয়েও পূণ্যের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত দেয়া হবে। আর আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

হান্নাদ এ হাদীসটি হযরত আবূ সালমার ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٨٨. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلسَّخِيُّ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ *

১৮৮. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্‌ বলেন, "দানকারী আমার (বন্ধু) এবং আমি তার (বন্ধু)।" এ হাদীসটি দায়লামী সংগ্রহ করেছেন।

✪ বখীল ঃ

١٨٩ـ خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهٖ خَلَقَ فِيْهَا مَالَاعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِىْ فَقَالَتْ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ فَقَالَ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَايُجَاوِرُنِىْ فِيْكَ بَخِيْلٌ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

১৮৯. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন), "সুমহান আল্লাহ্‌ নিজ হাতে চিরস্থায়ী জান্নাত 'আদন' সৃষ্টি করলেন। তাতে এমন বস্তু সৃষ্টি করলেন, যা কোন চোখ দেখেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে যার কল্পনা জাগ্রত হয়নি। অতঃপর তিনি ওটাকে বললেন, "কথা বল," অনন্তর তা বলল, "নিশ্চয়ই বিশ্বাসীগণ সফলকাম হয়েছে।" অনন্তর তিনি বললেন, "তোমার নিকটে কোন বখীল আমার প্রতিবেশী হতে পারবে না।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٩٠. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى غَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بِيَدِهٖ وَزَخْرَفَهَا وَاَمَرَالْمَلاَ ئِكَةَ فَشَقَّتْ فِيْهَا الاَنْهَارُ وَتَدَلَّتْ فِيْهَا الثِّمَارُ فَلَمَّا نَظَرَ اِلَى زَهْرَتِهَا وَحُسْنِهَا قَالَ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ وَارْتِفَاعِىْ فَوْقَ عَرْشِىْ لاَيُجَاوِرُنِىْ فِيْكَ بَخِيْلٌ *

اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) *

১৯০. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয় আল্লাহ্ চির নিবাস বেহেশতে নিজ হাতে এক এক বৃক্ষ রোপন করলেন এবং তা সুসজ্জিত করলেন এবং ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন। সে মতে তারা তাতে নির্ঝরণী প্রবাহিত করল এবং গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় ফলাদী ধরল। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তার উজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্যের প্রতি তাকিয়ে বললেন, "আমার মর্যাদা ও আরশের উপরে প্রতিষ্ঠিত আমার উচ্চ অবস্থানের কসম! তোমার নিকটে কোন বখীল লোক আমার প্রতিবেশী হতে পারবে না।"

ইবনু নাজ্জার এ হাদীসটি হযরত আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٩١. قَالَتِ الْجَنَّةُ يَارَبِّ زَيَّنْتَنِىْ فَاَحْسَنْتَ اَرْكَانِىْ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهَا قَدْ حَشَوْتَ اَرْكَانَكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالسُّعُوْدِ مِنَ الاَنْصَارِ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لاَيَدْخُلَنَّكِ مُرَاءٍ بَخِيْلٌ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ مُوْسٰى الْمُدَيْنِىُّ عَنْ عَبَّاسِ ابْنِ بُزَيْعِ الاَزْدِىِّ *

১৯১. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), "জান্নাত বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছ এবং আমার ভিত্তিস্তম্ভ গুলো সুন্দর করেছ। অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রতি প্রত্যাদেশ পাঠালেন, "আমি তোমার ভীতসমূহকে হাসান, হুসাইন ও পূণ্যবান আনসারদের দ্বারা সুশোভিত করেছি। আমার ইয্যত ও মহত্ত্বের কসম! তোমার মধ্যে কোন রিয়াকার ও বখীল প্রবেশ করবে না।"

আবূ মূসা মুদায়নী এ হাদীসটি হযরত আব্বাস ইবনে বুযাই আযদীরী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিহাদ সম্পর্কে

١٩٢. يُعْجِبُ رَبُّنَا مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَانْهَزَمَ اَصْحَابُهُ فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فَرَجَعَ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِيْ رَجَعَ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ وَشَفَقَةً مِّمَّا عِنْدِيْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمُهُ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاُوْدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى)*

১৯২. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "আমাদের প্রতিপালক সে লোকের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে অংশ নিয়েছে, অতঃপর তার সাথিরা পরাজিত হয়েছে। তখন সে বুঝতে পেরেছে তার পরিণামফল কি হবে, তথাপি সে পুনরায় জিহাদে শরিক হয়েছে এমনভাবে যে, রক্তপাতে তার মৃত্যু হয়েছে। তখন মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ স্বীয় ফেরেশতাদেরকে বললেন, "তোমরা আমার এ বান্দার দিকে খেয়াল করে দেখ, আমার কাছে যে পুরস্কার রয়েছে তাতে আকৃষ্ট হয়ে এবং আমার কাছে যে অনুগ্রহ রয়েছে তা পাওয়ার আশায় সে আবার জিহাদে অংশ নিয়েছে। এমনকি সে তার জীবন উৎসর্গ করেছে।" আবূ দাঊদ এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছে।

١٩٣. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِيْ يَخْرُجُ مُجَاهِدًا فِيْ سَبِيْلِيْ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ ضَمِنْتُ لَهُ اَنْ اُرْجِعَهُ اِنْ رَّجَّعْتُهُ بِمَا اَصَابَ مِنْ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ وَاِنْ قَبَضْتُهُ اَنْ اَغْفِرَلَهُ وَاَرْحَمَهُ وَاُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى)*

১৯৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "রাসূল (সঃ) বলেছেন, মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেছেন, " আমার সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় আমার বান্দাদের মধ্যে যে আমার পথে জিহাদকারীরূপে ঘর থেকে বের হয়, যদি তাকে ফিরিয়ে আনি, তবে তাকে পুরস্কার ও গনীমতের মালসহ ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করি, আর যদি তার প্রাণ কেড়ে নেই, তবে তাকে মাফ করার, তার উপর অনুগ্রহ করার এবং তাকে বেহেশতে প্রবেশের দায়িত্বও আমার।"

আহমদ ও নাসায়ী এ হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

١٩٤. لَمَّا أَذِنَ اللّٰهُ لِمُوْسٰى بِالدُّعَاءِ عَلٰى فِرْعَوْنَ أَمَّنَتِ الْمَلَائِكَةُ فَقَالَ اللّٰهُ قَدِ اسْتُجِيْبَ لَكَ وَدُعَاءُ مَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوْا أَذَى الْمُجَاهِدِيْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَغْضَبُ لَهُمْ كَمَا يَغْضَبُ لِلرُّسُلِ وَيَسْتَجِيْبُ لَهُمْ كَمَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءَ الرُّسُلِ * أَخْرَجَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ عَنْ جُمَانَةَ الْبَاهِلِيِّ *

১৯৪. (রাসূল (সঃ) বলেছেন) "আল্লাহ্ যখন হযরত মূসা (আঃ)-কে ফিরাউনের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করার অনুমতি দিলেন, তখন ফেরেশতাগণ 'আমিন' (কবুল করুন) বলল। তখন আল্লাহ্ বললেন, "তোমার প্রার্থনা কবুল করা হয়েছে এবং সে ব্যক্তির প্রার্থনা (মঞ্জুর হয়েছে) -যে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে।" অতঃপর রাসূল (সা) বললেন, মুজাহিদদেরকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে তোমরা সাবধান থেকো। কারণ, আল্লাহ্ তাদের অনুকূলে এরূপ রাগান্বিত হন, যেরূপভাবে রাসূলগণের অনুকূলে রাগান্বিত হয়ে থাকেন। আর আল্লাহ্ তাদের প্রার্থনা এমনভাবে মঞ্জুর করেন যেমনভাবে রাসূলগণের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।"

আবুল ফাতাহ আযদী এ হাদীসটি হযরত জুমানাহ বাহেলী থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٩٥. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ * أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

১৯৫. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সামনে আবির্ভূত হলেন এবং বললেন, "তোমরা যা মনে চায় আমল কর, তোমাদেরকে আমি মাফ করে দিয়েছি।"

ইবনে আবী শায়বা এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

١٩٦. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِيْ هُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ اِنْ قَبَضْتُهُ أَوْرَثْتُهُ الْجَنَّةَ وَاِنْ رَّجَعْتُهُ رَجَعْتُهُ بِاَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ * أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১৯৬. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ বলেন, “আমার রাস্তায় জিহাদকারীর কথা বলতে গেলে, সে আমার জিম্মায় রয়েছে। আমি যদি তার প্রাণ কেড়ে নেই, তবে তাকে বেহেশতের উত্তরাধিকারী করি, আর যদি তাকে ফিরিয়ে আনি তবে তাকে পুরস্কার ও গনীমতসহ ফিরিয়ে আনি।” তিরমিযী এ হাদীসটি আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ শাহাদাত ঃ

١٩٧. اَلشُّهَدَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ يَاقُوْتَ فِىْ ظِلِّ عَرْشِ اللّٰهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّاظِلُّهُ عَلٰى كَثِيْبٍ مِّنْ مِسْكٍ فَيَقُوْلُ لَهُمُ الرَّبُّ اَلَمْ اُفِ وَاُصَدِّقْكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ بَلٰى وَرَبِّنَا * اَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِىُّ *

১৯৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), “শাহাদাতবরণকারীগণ আল্লাহ্র কাছে আল্লাহ্র আরশের ছায়া তলে ইয়াকুতের তৈরি মিম্বারের উপর অবস্থান করবে, যা মৃগনাভীর স্তূপের উপরে স্থাপিত হবে। সেদিন শুধুমাত্র তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে বলবেন, “আমি কি তোমাদের সাথে আমার ওয়াদা পুরণ করিনি এবং তা তোমাদের জন্য বাস্তবে রূপ দেইনি?” তারা তখন বলবে, “হ্যাঁ আমাদের প্রতিপালকের কসম! তুমি অঙ্গিকার পুরণ করেছ।” হাদীসটি উকায়লী এ সংগ্রহ করেছেন।

١٩٨. اِنَّ اَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِىْ جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيْلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَائَتْ ثُمَّ تَأْوِىْ اِلٰى تِلْكَ الْقَنَادِيْلَ فَاَطْلَعَ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اِطْلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُوْنَ شَيْئًا قَالُوْا اَىَّ شَئٍ نَشْتَهِىْ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَاَوْ اَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوْا اَنْ يَسْئَلُوْا قَالُوْا يَارَبِّ نُرِيْدُ اَنْ تَرُدَّ اَرْوَاحَنَا فِىْ اَجْسَادِنَا حَتّٰى نَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَنُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرٰى فَلَمَّا رَاٰى اَنْ لَّيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تَرَكُوْا * اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৭৮. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয় শহীদদের রুহগুলো সবুজ রংয়ের পাখিদের অন্তরে অবস্থান করে, তাদের জন্য আল্লাহ্‌র আরশ থেকে কতগুলো দীপাধার দান করা হয়েছে। তারা বেহেশতের অভ্যন্তরে যেখানে খুশি ভ্রমন করে। তারপর এ দীপাধারগুলো কাছে অবস্থান নিয়ে বিশ্রাম নেয়। তখন তাদের রব তাদের প্রতি দৃষ্টিফেলে বলেন," তোমরা কি আর কিছু চাও?" তখন তারা জওয়াব দেয়, " আমরা আর কি চাইবো? আমরা বেহেশতের যেখানে ইচ্ছা ভ্রমন করে থাকি।" অনন্তর আল্লাহ্ তিনবার এ প্রশ্ন করবেন। অতঃপর তারা যখন দেখবে যে, তাদেরকে এ প্রশ্ন বারবার করা হচ্ছে তখন তারা বলবে, " ইয়া পরওয়ারদেগার! আমরা এ বাসনা পোষণ করি যে, আপনি আমাদের আত্মাগুলো পুনরায় আমাদের দেহে ফিরিয়ে দিন, আমরা যেন পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে আবার আপনার দ্বীনের রাস্তায় শহীদ হতে পারি।" অতঃপর আল্লাহ্ যখন দেখবেন যে, (মূলত) তাদের কোন প্রয়োজনই নেই, তখন তাদেরকে ছেড়ে দেবেন। মুসলিম এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ শহীদ ব্যক্তির দ্বিতীয়বার শাহাদাতের আকাঙ্খা ঃ

١٩٩ - يَا جَابِرُ اَلاَ اُبَشِّرُكَ بِمَا اَلْقَى اللّٰهُ بِهِ اَبَاكَ مَا كَلَّمَ اَحَداً اِلاَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ اَبَاكَ كِفَاحًا يَاعَبْدِىْ تَمَنَّ عَلَىَّ اُعْطِيْكَ * قَالَ يَارَبِّ تُحْيِيْنِىْ فَاُقْتَلَ فِيْكَ ثَانِيَةٍ * فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ سَبَقَ مِنِّىْ اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لاَ يَرْجِعُوْنَ * قَالَ يَارَبِّ فَاَبَلِّغْ مِنْ وَّرَائِىْ * اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ جَابِرٍ (رضى) *

১৯৯. (রাসূল (সা) বলেন), "ওহে জাবির! আমি কি তোমাকে এ সুসংবাদ দেব না যে, মহান আল্লাহ্ কিভাবে তোমার পিতার সাথে দেখা করেছেন? আল্লাহ্ কারও সাথে পর্দার আড়ালে ছাড়া কথা বলেন না। আর তিনি তোমার পিতাকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে তোমার মনের ইচ্ছা প্রকাশ কর, আমি যেন তোমাকে তা দান করতে পারি।" তিনি (তোমার পিতা) বললেন, "হে আমার রব! আপনি কি আমাকে দ্বিতীয়বার জীবন দান করবেন, আমি যাতে দ্বিতীয়বার আপনার পথে শহিদ হতে পারি?" মহান ও প্রতাপশালী রব বললেন, "আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ইতিপূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছে যে, মৃতকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে পাঠানো হবে না।" তোমার পিতা বললেন, "হে আমার রব! তা হলে আমার পরবর্তীগণকে এ সংবাদ পৌঁছে দিন।" তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভালকর্মে দিনের সূচনা ও সমাপ্তি সম্পর্কে

٢٠٠. مَنِ اسْتَفْتَحَ أَوَّلَ نَهَارِهِ بِخَيْرٍ وَخَتَمَهُ بِخَيْرٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهِ لَا تَكْتُبُوْا عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ * أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَسَارٍ (رضى)*

২০০. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেছেন), "ভাল কর্ম দ্বারা যে তার দিনের সূচনা করে এবং ভাল কর্ম দ্বারাই শেষ করে, সুমহান আল্লাহ্ স্বীয় ফেরেশতাদেরকে বলেন, "এর মধ্যবর্তী সময়ের কোন পাপ তার আমলনামায় লিখ না।" তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে

٢٠١. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ عَنْ دُعَائِيْ مَسْئَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ ثَوَابِ الشَّاكِرِيْنَ * أَخْرَجَهُ ابْنُ الاَنْبَارِيْ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى) *

২০১. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেছেন), "মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, কুরআন তিলা'ওয়াত ও আমার যিকির যাকে আমার কাছে কোন কিছু চাওয়ার এবং আমাকে ডাকবার ফুরসাত দেয় না, তাকে আমি শুকুর-গুজারদের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারের চেয়েও শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দিয়ে থাকি।"

ইবনুল আনবারী এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈ'দ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٠٢. يَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِيْ عَنْ مَسْئَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ * وَفَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلٰى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللّٰهِ عَلٰى جَمِيْعِ خَلْقِهِ * أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى)*

২০২. নবীয়ে আকরাম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাবারাক ওয়াতা'আলা বলেন, "কুরআন তেলাওয়াত ও আমার যিকিরে মশগুল হওয়ার দরুণ যে লোক আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করার সুযোগ পায় না তাকে আমি যা দেই, তা প্রার্থনাকারীকে যা দিয়ে থাকি তার চেয়েও উত্তম। আর আল্লাহ্‌র বাণীর [illegible]

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাবতীয় বাণীর উপর অনুরূপ, যেমন সমুদয় সৃষ্টির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে আল্লাহ্র মর্যাদা।"

দারেমী এ হাদীসটি হযরত আবূ সাঈ'দ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ সূরা ফাতিহা ঃ

٢٠٣. قَالَ رَبُّكُمْ اِبْنَ اٰدَمَ اَنْزَلْتُ عَلَيْكَ سَبْعَ اٰيَاتٍ ثَلَاثٌ لِىْ وَثَلَاثٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ فَاَمَّا الَّتِىْ لِىْ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّتِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ مِنْكَ الْعِبَادَةُ وَعَلَىَّ الْعَوْنُ لَكَ وَاَمَّا الَّتِىْ لَكَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِىُّ عَنْ اُبَىِّ ابْنِ كَعْبٍ (رضى) *

২০৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, "হে আদম সন্তান, আমি তোমার উপর সাতটি আয়াত নাযিল করেছি, তার তিনটি আমার জন্য, তিনটি তোমার জন্য আরেকটি আমার ও তোমার জন্য সমান সমান। অতঃপর যা আমার জন্য তা হচ্ছে "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন, আর-রাহমানির রাহীম, মালিকি ইয়াওমিদ্দীন।" আর যা আমার ও তোমার জন্য তা হল "ইয়্যাকা-না'বুদু ওয়াইয়াকা নাসতায়ীন"– তোমার তরফ থেকে ইবাদত এবং আমার তরফ থেকে তোমাকে সাহায্য দান। আর যা তোমার জন্য তা হচ্ছে, ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকীম সিরাতাল্লাযীনা আন আ'মতা আ'লাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আ'লাইহিম অলাদ্দোয়াল্লীন।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ সূরা ইখলাস ঃ

٢٠٤. مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ عَلٰى فِرَاشِهٖ مِنَ اللَّيْلِ فَنَامَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ لَهُ الرَّبُّ يَا عَبْدِىْ اُدْخُلْ عَلٰى يَمِيْنِكَ الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২০৪. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "রাতে যে লোক নিজ বিছানায় শোয়ার ইচ্ছা করে তাপর ডান কাতে শুয়ে একশ'বার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' (সূরা এখলাস) পাঠ করে, কেয়ামতের দিন পরোয়ারদেগার তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ কর।

তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

ই'ল্‌ম সম্পর্কে

٢٠٥. مَكْتُوْبٌ فِى الْكِتَابِ الْاَوَّلِ يَا ابْنَ اٰدَمَ عَلِّمْ مَجَّانًا كَمَا عُلِّمْتَ مَجَّانًا * اَخْرَجَهُ ابْنُ لَالٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى)*

২০৫. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), আগেকার (আসমানী) কিতাবে লেখা আছে, "হে আদম সন্তান! পরিতোষিক ছাড়া তুমি যেমন শিক্ষা লাভ করেছ, অনুরূপ পরিতোষিক গ্রহণ না করে শিক্ষা দাও।"

ইবনু লাল এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আ'লেম সম্প্রদায় ঃ

٢٠٦. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ يَامَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ اِنِّىْ لَمْ اَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ اِلَّا لِمَعْرِفَتِىْ بِكُمْ قُوْمُوْا فَاِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ * اَخْرَجَهُ الطِّبِّىُّ عَنْ جَابِرٍ (رضى)*

২০৬. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেছেন), কেয়ামতের দিন সুমহান আল্লাহ বলবেন, "হে আলেম সম্প্রদায়! হে আলেম সম্প্রদায়! আমার পরিচয় প্রকাশের জন্য তোমাদেরকে আমি ই'ল্‌ম (জ্ঞান) দান করেছি। তোমরা দাঁড়াও, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

এ হাদীসটি তিবী হযরত জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

٢٠٧. اِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالُوْا رَبَّنَا خَلَقْتَنَا وَخَلَقْتَ بَنِىْ اٰدَمَ فَجَعَلْتَهُمْ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُوْنَ الشَّرَابَ وَيَلْبَسُوْنَ الثِّيَابَ وَيَاْتُوْنَ النِّسَاءَ وَيَرْكَبُوْنَ الدَّوَابَّ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَيَنَامُوْنَ وَيَسْتَرِيْحُوْنَ وَلَمْ تَجْعَلْ لَنَا ذَالِكَ شَيْئًا فَاجْعَلْ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَا اَجْعَلُ مَنْ خَلَقْتُهُ بِيَدِىْ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ كَمَا قُلْتُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ * اَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

২০৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), নিশ্চয় ফেরেশতারা বলেছিলেন, "হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আদম সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আপনি তাদেরকে এরূপ স্বভাব দান করেছেন যে, তারা আহার করে, পান করে, পোষাক পরিধান করে, স্ত্রী সহবাস করে, চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ করে, ঘুমায় ও বিশ্রাম করে। কিন্তু আমাদের জন্য আপনি এর কিছুই করেননি। অতএব আপনি তাদের জন্য পৃথিবী নির্ধারিত করে দিন, আর আমাদের জন্য পরকাল। তখন মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ বলেন, "আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং যাতে আমি আমার সৃষ্ট রূহ ফুঁকে দিয়েছি, তাকে এরূপ করব না। যা হোক– আমি বলেছি, হয়ে যাও, তখন তা হয়ে গেছে।"

এ হাদীসটি হযরত ইবনে আসাকীর আনাস (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

দরিদ্র মুসলমানদের মর্যাদা সম্পর্কে

٢٠٨. يَجْمَعُ اللّٰهُ النَّاسَ لِلْحِسَابِ فَيَجِئُى فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَزِفُّوْنَ كَمَا تَزِفُّ الْحَمَامُ فَيُقَالُ لَهُمْ قِفُوْا لِلْحِسَابِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا عِنْدَنَا حِسَابٌ وَاٰتَيْتُمُوْنَا شَيْئًا نُحَاسِبُ بِهِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ صَدَقَ عِبَادِىْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ بَابُ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوْنَهَا قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِيْنَ عَامًا * اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى وَالطِّبْرَانِىُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حُزَيْمٍ *

২০৮. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ হিসাবের জন্য মানুষদেরকে সমবেত করবেন। অতঃপর দরিদ্র মু'মিনগণ কবুতর যেরূপ তাড়াতাড়ি উড়ে, সেরূপ তাড়াতাড়ি আসবে। তাদেরকে বলা হবে, "তোমরা হিসাবের জন্য দাড়াও।" তারা বলবে, "আমাদের কাছে কোন হিসাবে নেই। আর হিসাব নেয়া যাবে এমন কিছু কি আপনি আমাদেরকে দান করেছিলেন? তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমার বান্দারা সত্য বলেছে।" অতএব তাদের জন্য

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হবে। অনন্তর অন্যদের চেয়ে তারা সত্তর বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

আবূ ইয়ালা, তিবরানী ও ইবনে আসাকির এ হাদীসটি হযরত সাদ ইবনে আমের ইবনে হুজাইমের (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২০৯. إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ يَزِفُّوْنَ كَمَا يَزِفُّ الْحَمَامُ يُقَالُ لَهُمْ قِفُوْا لِلْحِسَابِ فَيَقُوْلُوْنَ وَاللّٰهِ مَا تَرَكْنَا شَيْئًا نُحَاسِبُ بِهِ فَيَقُوْلُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عِبَادِيْ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ بِسَبْعِيْنَ عَامًا * أَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حَذِيْمٍ (رضى)*

২০৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "(কেয়ামতরে দিন) গরীব মুসলমানগণ কবুতরের ন্যায় তাড়াতাড়ি চলবে। তাদেরকে বলা হবে, "হিসাবের জন্য থাম।" তারা বলবে, "আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এরূপ কিছুই রেখে আসিনি, যার জন্য আমাদের হিসাব নেয়া হবে।" তখন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলবেন, "আমার বান্দারা সত্য বলেছে।" অতএব তারা অপরাপরদের চেয়ে সত্তর বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত সাঈদ ইবনে আমের ইবনে হুজায়ম (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ অল্প আহার ঃ

২১০. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ تَلْتَحِفُ الْعِبَادُ بِلِحَافٍ أَبْلَغَ عِنْدِيْ مِنْ قِلَّةِ الطَّعَامِ * أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

২১০. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "বান্দাগণ কোন চাদর দিয়ে তাদের শরীর জড়ায় না, যা আমার কাছে অল্প আহারের চেয়ে বেশি উদ্দেশ্য সাধনকারী।

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

তাকওয়া সম্পর্কে

২১১. إِنَّ فِيْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيٍّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنُ اٰدَمَ اَخْلُقُكَ وَتَعْبُدُ غَيْرِيْ وَاَرْزُقُكَ وَتَشْكُرُ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

غَيْرِىْ * اِبْنَ اٰدَمَ اَدْعُوْكَ وَتَفِرُّ مِنِّىْ * اِبْنَ اٰدَمَ اَذْكُرُكَ وَتَنْسَانِىْ * اِبْنَ اٰدَمَ اِتَّقِ اللّٰهَ وَنَمْ حَيْثُ شِئْتَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ بْنِ فَارِسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى)*

২১১. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্‌ তাঁর জনৈক নবীর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! তোমাকে আমি সৃষ্টি করি, আর তুমি অপরের উপসনা কর। তোমাকে আমি জিবিক দেই, আর তুমি অন্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে আহ্বান করি, আর তুমি আমার কাছ থেকে পলায়ন কর। হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে স্মরণ করি, আর তুমি আমাকে ভুলে থাক। হে আদম সন্তান! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং যেথায় ইচ্ছে, সেখানে ঘুমিয়ে পর।"

আহমদ ফারিস এ হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢١٢. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يَتَقَرَّبِ الْمُتَقَرِّبُوْنَ اِلَىَّ بِمِثْلِ الْوَرِعِ.اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ *

২১২. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ বলেছেন, "আমার নৈকট্য সন্ধানীদের মধ্যে সংযমী লোকের সমান নৈকট্য অর্জন আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি।" আবুশ্‌ শায়খ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

✪ তিক্ত পৃথিবী ঃ

٢١٣. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلدُّنْيَا مُرِّىْ عَلٰى اَوْلِيَائِىْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ *

২১৩. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), মহান আল্লাহ্‌ পৃথিবীকে সম্বোধন করে বলেন, "তুমি আমার আওলিয়াদের জন্য তিতা হয়ে যাও।" অর্থাৎ তাদেরকে তোমার কুহকে ফেল না।" দায়লামী এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

ধর্ম নিষ্ঠা সম্পর্কে

٢١٤. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَمْ يَتَقَرَّبِ الْمُتَقَرِّبُوْنَ اِلَىَّ بِمِثْلِ الْوَرْعِ * اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২১৪. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার নৈকট্য অর্জনকারীগণ ধর্ম নিষ্ঠার মত আর কিছু দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না।" এ হাদীসটি আবুশ শায়খ সংগ্রহ করেছেন।

✪ পূণ্যবানদের পুরস্কার ঃ

٢١٥. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىْ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) وَابْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَعَنْ قَتَادَةَ (رضى) مرسلا*

২১৫. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "সম্মানীত•সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি আমার পূণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু সৃষ্টি করে রেখেছি, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি, আর কোন মানুষের অন্তরেও কল্পনা জাগ্রত হয়নি।"

আহমদ, শায়খাইন, তিরমিযী ও ইবনে মাজা এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন। ইবনে জরীরও অনুরূপ হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

✪ ধর্মের পরিবর্তে দুনিয়া অন্বেষণে ধ্বংস ঃ

٢١٦. عَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰدَمَ اَلْفَ حِرْفَةٍ مِّنَ الْحِرَفِ فَقَالَ لَهُ قُلْ لِوَلَدِكَ وَذُرِّيَّتِكَ اِنْ لَّمْ تَصْبِرُوْا فَاطْلُبُوْا الدُّنْيَا بِهٰذِهِ الْحِرَفِ وَلَا تَطْلُبُوْهَا بِالدِّيْنِ فَاِنَّ الدِّيْنَ لِىْ وَحْدِىْ خَالِصاً وَيْلٌ لِّمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ عَطِيَّةِ بْنُ بَشِيْرِ الْمَازَنِىُّ (رضى)*

২১৬. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ আদম (আঃ)-কে হাজার রকমের শিল্প-বাণিজ্য শিখালেন এবং তাকে বললেন, "তুমি তোমার ছেলে ও সন্তান-সন্ততিদেরকে বল, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করতে না পার, তবে এ সব শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে দুনিয়া তালাশ কর। আর দ্বীনের পরিবর্তে তা (দুনিয়াকে) চেয়ো না, কারণ দ্বীন একমাত্র আমার জন্য নির্ধারিত। যে লোক দ্বীনের পরিবর্তে পৃথিবী অন্বেষণ করে সে ধ্বংস হোক।" হাকেম এ হাদীসটি হযরত আতিয়া ইবনে বাশীর মাযানী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিষ্টাচার সম্পর্কে

٢١٧. خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُوْلٰئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ قَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فِىْ طُوْلِهٖ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتّٰى اَلْاٰنَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

২১৭, (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "মহান আল্লাহ্ আদম (আ) কে তার স্বীয় আকৃতিতে সৃষ্টি করলেন। তার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট গজ। তারপর আল্লাহ্ তাকে বললেন "যাও এবং ফেরেশতাদের যে সম্প্রদায় বসে আছে তাদেরকে সালাম কর এবং মনোযোগ দিয়ে শুন তারা তোমাকে কি অভিবাদ জানায় করে। কেননা, এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তান-সন্ততিদের পরম্পরের অভিবাদন পদ্ধতি। অতঃপর তিনি গেলেন এবং বললেন, 'আস্সালামু আ'লাইকুম'। প্রত্যুত্তরে তাঁরা বললেন, আস্সালামু আ'লাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' সুতরাং ফেরেশতাগণ ওয়া রহমাতুল্লাহ্ বাড়িয়ে দিলেন। অতএব, যারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, তারা আদমের চেহারা বিশিষ্ট এবং ষাট গজ লম্বা হবে। তারপর থেকে সৃষ্ট মানুষের দেহ আকারে ছোট হতে লাগল, এমনকি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।"

এ হাদীসটি আহ্মদ ও শায়খাইন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

বিনয় ও মহত্ত্ব সম্পর্কে

٢١٨. مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ فِى الدُّنْيَا قَمَعَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ تَوَاضَعَ اللّٰهَ فِى الدُّنْيَا بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَانْتَشَطَهُ مِنْ بَيْنَ الْجَمْعِ فَقَالَ اَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَىَّ اِلَىَّ فَاِنَّكَ مِمَّنْ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ * اَخْرَجَهُ اِبْنُ عَسَاكِرَعَنْ اُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ (رضى)*

২১৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "পৃথিবীতে যে নিজেকে উচ্চ মনে করে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে নীচু করবেন। আর পৃথিবীতে যে আল্লাহ্র সামনে নম্রতা অবলম্বন করে, কেয়ামতের দিন তিনি তাকে পূর্ণ জীবন দান করে সামনে নিয়ে আসবেন এবং সমবেতদের মধ্য থেকে তাকে বাছাই করে নেবেন এবং বলবেন, " হে আমার উত্তম বান্দা!" মহান ও মর্যাদাশালী আল্লাহ্ সেদিন বলতে থাকবেন, " আমার নিকটবর্তী হও, আমার নিকটবর্তী হও, নিশ্চয় তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কোন ভয় নেই এবং যাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।"

ইবনে আসাকির এ হাদীসটি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২১৯. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ كُلَّ يَوْمٍ اَنَا رَبُّكُمُ الْعَزِيْزُ فَمَنْ اَرَادَ عَنِ الدَّارَيْنِ فَلْيُطِعِ الْعَزِيْزَ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২১৯. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ প্রত্যক দিন বলেন, "আমি তোমাদের পরাক্রমশালী প্রভু। অতএব, যে লোক দোজাহানের মঙ্গল কামনা করে, সে যেন সর্বশক্তিমানের অনুগত হয়ে চলে।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২২০. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِىْ هٰكَذَا رَفَعْتُهُ هٰكَذَا * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ عُمَرَ (رضى)*

২২০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, " আমার নিকটে যে লোক এরূপ ভাবে নম্রতা প্রকাশ করে, আমি তাকে এরূপে উন্নতী করি।" আহমদ এ হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২২১. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَمَرْتُكُمْ فَضَيَّعْتُمْ مَا عَهِدْتُ اِلَيْكُمْ فِيْهِ وَرَفَعْتُمْ اَنْسَابَكُمْ فَالْيَوْمَ اَرْفَعُ نَسَبِىْ وَاَضَعُ اَنْسَابَكُمْ اَيْنَ الْمُتَّقُوْنَ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২২১. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), নিশ্চয়ই কেয়ামতের দিন সুমহান আল্লাহ্ বলবেন, "আমি তোমাদেরকে কাজ করার হুকুম করেছিলাম এবং তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তা নষ্ট করে দিয়েছ, আর তোমরা নিজ বংশীয় সম্পর্ককে শ্রেষ্ঠ বস্তু মনে করেছ। অতএব, আজ আমি আমার পরিচয় ও মর্যাদা উচ্চ করব এবং তোমাদের বংশ মর্যাদাকে নীচু করব। সংযমশীল ব্যক্তিগণ কোথায়? তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরহেযগার ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠতর।"

হাকেম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٢٢. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ لَانَ بِحَقِّىْ وَتَوَاضَعَ لِىْ وَلَمْ يَتَكَبَّرْ فِىْ اَرْضِىْ رَفَعْتُهُ حَتّٰى اَجْعَلَهُ فِىْ عِلِّيِّيْنَ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২২২. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যে লোক আমার অধিকারের বিষয়ে বিনয় প্রকাশ করে (বা আমার উদ্দেশে নম্রতা প্রদর্শন করে) এবং আমার সামনে বিনয় প্রকাশ করে, আর আমার দুনিয়ায় তাকাব্বুর (অহংকার) করে না, আমি তাকে উন্নত করতে থাকি; এমন কি শেষ পর্যন্ত তাকে আমি ইল্লীনে পৌছে দেব।"

আবূ নুয়াইম এ হাদিসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছে ।

আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে

٢٢٣. مَكْتُوْبٌ فِى التَّوْرَاةِ مَنْ سَرَّهُ اَنْ تَطُوْلَ حَيَاتُهُ وَيُزَدَ فِىْ رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رِحْمَهُ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

২২৩. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন), "তাওরাতে লেখা আছে, যে লোক এটা পছন্দ করে যে, তার দীর্ঘায়ু হোক এবং তার রিযিক বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٢٤. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنَا الرَّحْمٰنُ اَنَا خَلَقْتُ الرِّحْمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim)\
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَطَعْهَا قَطَعْتُهُ وَمَنْ بَتَّهَا بَتَتُّهُ * أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رضى)*

২২৪. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি রহমান, আমি রেহম সৃষ্টি করেছি এবং ওর নাম আমার নাম থেকে বের করেছি। অতএব, যে লোক তাকে মিলিত করে আমি তার সাথে একত্রিত হব, আর যে তা কেটে ফেলে, আমিও তাকে কেটে ফেলব, আর যে তা ছিন্ন করে, আমিও তা ছিন্ন করব।"

আহমদ ও বুখারী এ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২২৫ . اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ * أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ (رضى)*

২২৫. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "রেহম রেহমানেরই একটি শাখা, সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যে লোক তোমাকে একত্রিত করে আমিও তাকে একত্রিত করব, আর যে তোমাকে কেটে ফেলে আমিও তাকে কেটে ফেলব।"

বুখারী এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২২৬ . اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى كَتَبَ فِىْ أُمِّ الْكِتَابِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنَّنِىْ اَنَا الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ * أَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ جَرِيْرٍ (رضى) *

২২৬. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ পৃথিবী ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করার আগে উম্মুল বা মূল কিতাবে লিখে রেখেছিলেন, "নিশ্চয় আমি রহমানুর রহীম, আমি রেহম (সম্পর্ক) সৃষ্টি করেছি এবং ওর জন্য আমার নাম থেকে নামকরণ করেছি। অতএব, যে লোক তা সংযুক্ত করে, আমিও তাকে আমার (নিজের সাথে) সম্পৃক্ত করব, আর যে তা বিচ্ছিন্ন করে, আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করব।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত জাবীর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পিতা-মাতার অবাধ্য ও অনুগত সন্তান সম্পর্কে

২২৭. يُقَالُ لِلْعَاقِ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَاِنِّىْ لَاَغْفِرُ لَكَ وَيُقَالُ لِلْبَارِّ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ فَاِنِّىْ اَغْفِرُ لَكَ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ (رضى)*

২২৭. (রাসূল (সঃ) বলেন), পিতা-মাতার অবাধ্যচারীকে বলা হবে, "আমার আনুত্য প্রদর্শনে তুমি যে আমলই কর না-কেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ক্ষমা করব না।" আর পিতা-মাতার অনুগত সন্তানকে বলা হবে, "তুমি যা ইচ্ছে তা-ই কর, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবে।"

আবূ নুআঈম এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেয়া সম্পর্কে

২২৮. مَكْتُوْبٌ فِىْ التَّوْرَاةِ مَنْ بَلَغَتْ لَهُ ابْنَةٌ ثِنْتَىِ عَشَرَ سَنَةً فَلَمْ يُزَوِّجْهَا فَاَصَابَتْ اِثْمًا فَاِثْمُ ذَالِكَ عَلَيْهِ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ وَابْنُ النَّجَّارِ وَالدَّيْلَمِىُّ (رضى) *

২২৮. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "তাওরাতে লেখা আছে, যার কোন মেয়ে বার বছর বয়সে পৌছে অথচ সে তাকে বিয়ে দেয় না–অতঃপর সে কোন পাপে লিপ্ত হয়, তবে মেয়ের সে পাপ তার উপরও বর্তায়।"

বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে

২২৯. مَكْتُوْبٌ فِى الْاِنْجِيْلِ كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ وَبِالْكَيْلِ الَّذِىْ تَكِيْلُ تُكَالُ * اَخْرَجَهُ فِىْ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ (رضى)*

২২৯. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেন), ইনজীলে লেখা আছে, "তুমি যেরূপ ব্যবহার কর তোমার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা হবে, আর তুমি যেমন পাল্লা দ্বারা ওজন কর। পাল্লা দিয়ে তোমাকে সেরূপ ওজন করা হবে।"

এ হাদীসটি হযরত ফুয়ালা ইবনে উবাইদ (রা) থেকে মুসনাদির ফিরদাউসে লেখা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৩০. قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِىْ ثُمَّ غَدَرَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفِى مِنْهُ الْعَمَلَ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ * اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৩০. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "এরূপ তিনজন লোক আছে কেয়ামতের দিন যাদের সাথে আমি কলহকারী সাজব। প্রথমত সে ব্যক্তি, যে আমার নাম নিয়ে ওয়াদা করেছে, তারপর ওয়াদা ভঙ্গ করে প্রতারণা করেছে। দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি, যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য খেয়েছে। তৃতীয়ত সেই জন, যে কোন শ্রমিক নিযুক্ত করেছে এবং তার কাছ থেকে পূরো পরিশ্রম ও কাজ আদায় করে নিয়েছে ; তৎপর তাকে তার পারিশ্রমিক দেয়নি।"

বুখারী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২৩১. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَاِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا* اَخْرَجَهُ اَبُوْدَاؤُدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৩১. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "দু'জন অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয় অংশীদার, যে পর্যন্ত একজন তার সথীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। অতঃপর একজন যখন তার সাথীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তখন আমি তাদের দু'জনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসি।"

আবূ দাউদ এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ শ্রোতা কথা অগ্রাহ্য করা ঃ

২৩২. اِذَا اُسْبِلَتِ الشُّعُوْرُ وَمَشٰى بِالتَّبَخْتُرِ وَيُصَمُّ عَلَى السَّامِعِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَدْعُوَنَّ بَعْضَهُمْ بَعْضًا * اَخْرَجَهُ الْخَرَائِطِىْ فِىْ مَسَاوِى الاَخْلَاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৩২. (রাসূল (সঃ) এরশাদ করেছেন), "যখন চুল ঝুলিয়ে দেয়া হয় ও অহঙ্কারের সাথে চলাচল করে এবং শ্রোতার কথায় গ্রাহ্য করে না, মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার সত্তার কসম করে বলছি, আমি তাদের কতককে দিয়ে অপর কতকের প্রতি অকল্যাণ প্রেরণ করব।"

খারায়েতী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

তাকদীর বা অদৃষ্ট সম্পর্কে

٢٣٣. قَالَ لِىْ جِبْرَائِيْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ يَامُحَمَّدُ مَنْ اٰمَنَ بِىْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِىْ * اَخْرَجَهُ الشِّيْرَازِىُّ عَنْ عَلِىٍّ (رضى) *

২৩৩. (রাসূল (সঃ) বলেন), "জিবরাঈ'ল (আ) আমাকে বললেন, মহান ও মর্যাদাশীল আল্লাহ্ বলেছেন, "হে মুহাম্মদ! যে লোক আমার উপর বিশ্বাস (ঈমান) এনেছে, অথচ আমার দ্বারা ভাল-মন্দ নিয়ন্ত্রণে (অদৃষ্টে) বিশ্বাস রাখে না, সে যেন আমাকে ছাড়া আরেকজন প্রতিপালক খুজে নেয়।"

শিরাযী এ হাদিসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٣٤. اِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ قَالَ يَارَبِّ وَمَا اَكْتُبُ قَالَ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْئٍ حَتّٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ مَنْ مَاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّىْ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاؤُدَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) *

২৩৪. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হল কলম। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তাকে বললেন, "লিখ"। সে বলল, "হে আমার প্রতিপালক! কি লিখব?" তিনি বললেন, "কেয়ামত সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাকদীর (অদৃষ্টলিপি)। যে লোক এর অন্যথায় প্রাণত্যাগ করে সে আমার দলভুক্ত নয়।"

আবূ দাঊদ এ হাদীসটি হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٣٥. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّابُّ الْمُؤْمِنُ بِقَدْرِى الرَّاضِىْ بِكِتَابِىْ الْقَانِعِ بِرِزْقِى التَّارِكُ لِشَهْوَتِهِ مِنْ اَجَلِىْ هُوَ عِنْدِىْ كَبَعْضِ مَلَا ئِكَتِىْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضى)*

২৩৫. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), মহান মর্যাদাশালী আল্লাহ বলেন, "যে যুবক আমার নির্ধারিত অদৃষ্টে বিশ্বাসী আর আমার নির্ধারিত লেখনীতে পরিতুষ্ট, আমার দেয়া জীবনোপকরণে পরিতৃপ্ত এবং আমার জন্য প্রবৃত্তির খায়েস পরিত্যাগী, সে যুবক আমার কাছে আমার কোনো কোনো ফেরেশতার মত।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٣٦. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَاِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يَمُوْتَ عَلٰى عَمَلٍ مِّنْ اَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارِ * اَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ وَالْبُخَارِىُّ عَنْ عُمَرَ (رضى) *

২৩৬. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করলেন, অনন্তর তার থেকে সন্তান-সন্ততি বের করলেন। এরপর আল্লাহ্ বললেন, "আমি এদেরকে সৃষ্টি করেছি বেহেশতের জন্য এবং এরা বেহেশতীদের আমল করবে।" তারপর তার পিঠে হাত বুলালেন এবং তা থেকে সন্তান-সন্ততি বের করলেন। তারপর বললেন, "আমি এদেরকে সৃষ্টি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছি দোযখের জন্য, আর তারা দোযখীদের আমল করবে।" এক সাহাবী জিজ্ঞেস করল, – "ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আমল কি জন্য?" প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ কোন বান্দাকে যখন বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে বেহেশতীদের আমলে যুক্ত করেন। এমনকি সে বেহেশতীদের আমল করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তারপর আল্লাহ্ তাকে সে জন্য বেহেশতে প্রবেশ করান। আর কোন বান্দাকে যখন তিনি দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দোযখীদের আমলে নিয়োজিত করেন, এমনকি সে দোযখীদের আমল করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনন্তর আল্লাহ্ তাকে ওর বিনিময়ে দোযখে প্রবেশ করান।"

মালিক, আহমদ ও বুখারী এ হাদীসটি হযরত উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٣٧. اِنَّ اَوَّلَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمُ فَقَالَ اُكْتُبْ قَالَ يَارَبِّ مَااَكْتُبُ قَالَ اُكْتُبِ الْقَدْرَ مَاكَانَ وَمَاهُوَ كَائِنٌ اِلَى الاَبَدِ - اَخْرَجَهُ اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى)*

২৩৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হল কলম। অনন্তর সুমহান আল্লাহ্ বললেন "লিখ" কলম বলল, "হে আমার প্রতিপালক, কি লিখব? আল্লাহ্ বললেন, "তকদীর (ভাগ্য) লিখ, যা ছিল এবং অনন্তকাল ধরে যা হতে থাকবে।"

এ হাদীস আবূ দাঊদ হযরত আত্তায়ালিসী উবাদাহ বিন সামিত (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٣٨. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ لَّمْ يَرْضَ بِقَضَائِىْ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلٰى بَلاَئِىْ فَلْيَلْتَمِسْ رَباًّ سَوَائِىْ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيَادٍ (رضى)*

২৩৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "যে লোক আমার নির্ধারিত অদৃষ্টে সন্তুষ্ট নয়, এবং আমার বালা-মুসিবতের সময় ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, তার উচিত সে যেন আমাকে ছাড়া অপর কোন রব খুজে নেয়।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত সাঈদ ইবনে যিয়াদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٣٩. خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِيْنَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّتَهُ بَيْضَاءَ كَاَنَّهُمُ اللَّبَنُ الذَّرُّ ثُمَّ ضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرٰى فَاَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَاَنَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ يَمِيْنِهِ هٰؤُلَاءِ فِى الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِىْ وَقَالَ لِلَّذِىْ فِىْ كَفِّهِ الْيُسْرٰى هٰؤُلَاءِ فِى النَّارِ وَلَا اُبَالِىْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

২৩৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ আদম (আ) কে সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করে তার ডান কাঁধে আঘাত করলেন, অতঃপর তার সন্তানদেরকে বের করলেন, তারা এরূপ শেত-শুভ্র যেন মুক্তা সদৃশ উজ্জল দুধ। তারপর তিনি তার বাম কাঁধে আঘাত করলেন এবং কাল বর্ণের সন্তান বের করলেন, তারা যেন কাল কয়লা। অতঃপর তিনি তার ডান হাতের সন্তানদের বিষয়ে বললেন, "তারা বেহেশ্তী হবে আর এতে আমার কোন পরোয়া নেই।" আর তার বাম হাতের তালুস্থিত সন্তানদের বিষয়ে বললেন, "তারা দোযখী হবে, আর এতে আমার কোন পরোয়া নেই।"

আহমদ ও ইবনু আসাকির এ হাদীসটি হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٤٠. اَتَانِىْ جِبْرَائِيْلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْرَؤُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ لَكَ اِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لَايَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلَّا بِالْغِنٰى وَلَوْ اَفْقَرْتُهُ لَكَفَرَ وَاِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لَايَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلَّا بِالْفَقْرِ وَلَوْ اَغْنَيْتُهُ لَكَفَرَ وَاِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لَايَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلَّا بِالسُّقْمِ وَلَوْ اَصْحَحْتُهُ لَكَفَرَ وَاِنَّ مِنْ عِبَادِىْ مَنْ لَايَصْلُحُ اِيْمَانُهُ اِلَّا بِالصِّحَّةِ وَلَوْ اَسْقَمْتُهُ لَكَفَرَ * اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ عُمَرَ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৪০. (রাসূল (সঃ) বলেন), "জিবরাঈল আমার কাছে এলেন এবং বললেন "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! নিশ্চয় আপনাকে আপনার রব সালাম জানিয়েছেন আর বলেছেন– "নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও আছে প্রাচুর্য ছাড়া যার ঈ'মান ঠিক থাকে না। তাকে যদি দরিদ্র করে দে'য়া হয় তবে অবশ্যই সে অবিশ্বাসী কাফের হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও আছে, ফকিরী-দারিদ্রতা ছাড়া যার ঈ'মান ঠিক থাকে না। তাকে যদি ঐশ্বর্যশালী করে দেই তবে অবশ্যই সে কাফের হয়ে যাবে। আর নিশ্চয় আমার বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও আছে, সুস্থতা ছাড়া যার ঈ'মান ঠিক থাকে না। যদি তাকে অসুস্থ করে দেই তবে অবশ্যই সে কাফের হয়ে যাবে।"

হযরত ওমার (রাঃ) থেকে খাতিব এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

٢٤١ . إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ اٰدَمَ ثُمَّ اَخَذَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ اِلَى الْجَنَّةِ وَلَا اُبَالِىْ وَهٰؤُلَاءِ فِى النَّارِ وَلَا اُبَالِىْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ عَلٰى مَوَاقِعِ الْقَدْرِ* اَخْرَجَهُ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَتَادَةَ الاَسْلَمِيِّ (رضى)*

২৪১. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন), "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আদমকে সৃষ্টি করলেন, এরপর তাঁর পিঠ থেকে সন্তানদেরকে বের করলেন। অনন্তর বললেন-"এরা জান্নাতের জন্য, আর আমি কারো গ্রাহ্য করি না, আর এরা দোযখের জন্য, আমি কারো পরোয়া করি না। তখন আরয করা হল, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিসের আশায় আমরা আমল করব? "তিনি বললেন, "সুনির্ধারিত অদৃষ্টস্থলে পৌঁছার আশায়।"

জিয়া মাকদিসী এ হাদিসটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাতাদা আসলামী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٤٢ . يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِى الرَّحْمِ بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَيَقُوْلُ يَارَبِّ مَاذَا اَكْتُبُ اَشَقِىٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ وَيُكْتَبَانِ فَيَقُوْلُ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَيَقُولُ اللّٰهُ يُكْتَبَانِ وَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَاَثَرَهُ وَنَصِيْبَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ ثُمَّ تُطْوَى الصَّحِيْفَةُ فَلَا يَزَادُ عَلٰى مَا فِيْهَا وَلَايُنْقَصُ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اُسَيْدِ الْغِفَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

২৪২. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন), শুক্র জরায়ুতে স্থান নেয়ার চল্লিশ রাত পরে ফেরেশতা শুক্রে প্রবেশ করেন এবং বলেন, "হে আমার রব, আমি কি লিখব, দুরভাগা না সৌভাগ্যবান? তখন আল্লাহ্ বাতলে দেন এবং দু'টির যে কোন একটি লেখা হয়। অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, এ ছেলে না মেয়ে ? আল্লাহ্ তখন বাতলে দেন আর দু'টির একটি লেখা হয়। অনন্তর তার কর্ম, তার আচরণ, তার তাকদীর, তার জিবিক ও মৃত্যু লেখা হয়। অতঃপর পুস্তিকা বন্ধ করা হয়। তারপর তাতে যা লেখা হয়েছে। তার কিছু কম বেশি হয় না।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত হুযাইফা ইবনে উসাইদ আল-গাফারী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٤٣. وُجِدَ فِى الْمَقَامِ حَجَرٌ مَّكْتُوْبٌ فِيْهِ اَنَا اللّٰهُ ذُوْ بَكَّةَ خَلَقْتُ الْخَيْرَوَالشَّرَّ فَطُوْبٰى لِمَنْ خَلَقْتُ الْخَيْرَ عَلٰى يَدَيْهِ وَ وَيْلٌ لِّمَنْ خَلَقْتُ الشَّرَّ عَلٰى يَدَيْهِ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২৪৩. (রাসূল (সঃ) বলেন), "কোন এক স্থানে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল, "আমি আল্লাহ্, বাক্কার মলিক, আমি কল্যান ও অকল্যান সৃষ্টি করেছি। অতঃপর সৌভাগ্য তার জন্য, যার হাত দিয়ে কল্যাণ সৃষ্টি করেছি। আর ধ্বংস তার জন্য, যার হাত দিয়ে অকল্যান সৃষ্টি করেছি।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٤٤. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَوْمَ خَلَقَ اٰدَمَ قَبَضَ مِنْ صُلْبِهِ قَبْضَةً فَوَقَعَ كُلُّ طَيِّبٍ فِىْ يَمِيْنِهٖ وَكُلُّ خَبِيْثٍ فِىْ يَدِهٖ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْأُخْرٰى فَقَالَ هٰؤُلَاءِ اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ وَلَا اُبَالِىْ وَهٰؤُلَاءِ اَصْحَابُ الشِّمَالِ وَلَا اُبَالِىْ ثُمَّ اَعَادَ هُمْ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ يَتَنَاسَلُوْنَ عَلٰى ذَالِكَ الْاٰنَ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) *

২৪৪. (রাসূল (সঃ) বলেন), "নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ) কে যেদিন সৃষ্টি করলেন, সেদিন তিনি তাঁর পিঠ থেকে এক মুঠো গ্রহণ করলেন। অনন্তর সব উত্তম তাঁর ডান হাতে পড়ল এবং সব খারাপ তাঁর অন্য হাতে পড়ল। তখন তিনি বললেন, এরা ডান পাশের অধিবাসী এবং আমি কারো গ্রাহ্য করি না, আর এরা বাম পাশের অধিবাসী এবং আমি কারো গ্রাহ্য করি না। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে আদমের পিঠে ফিরিয়ে দিলেন। আর সে অনুসারেই আজো পর্যন্ত তাঁর বংশানুক্রম সৃষ্টি হচ্ছে।"

তিবরানী এ হাদিসটি হযরত আবি মূসা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٤٥. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخَذَ ذُرِّيَّةَ اٰدَمَ مِنْ ظَهْرِهٖ ثُمَّ اَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ثُمَّ اَفَاضَ بِهِمْ فِىْ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ فِى الْجَنَّةِ وَهٰؤُلَاءِ فِى النَّارِ فَاَهْلُ الْجَنَّةِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاَهْلُ النَّارِ مُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ * اَخْرَجَهُ الْبَزَّازُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ *

২৪৫. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ আদমের সন্তান-সন্ততিকে তাঁর পিঠ থেকে বের করলেন, অতঃপর তাদেরকে তাদের নিজের ব্যাপারেই সাক্ষী করে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি তোমাদের রব (প্রভু) নই ?" তারা বলল, "হ্যাঁ" অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর দু'হাতের তালুতে আন্দোলিত করলেন। অনন্তর বললেন, "এরা বেহেশতে যাবে; আর এরা দোজখে প্রবেশ করবে।" এরপর বেহেশতবাসীদের জন্য তাদের আমল সহজ করে দেয়া হবে।

বাযাযাজ এ হাদিসটি হযরত হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ সম্পর্কে

٢٤٦. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا اَذْهَبُ بِصَفِيِّ عَبْدِىْ فَاَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২৪৬. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার কোন বান্দার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কেড়ে নেই না। (কেড়ে নিলে) তার প্রতিদান বেহেশত ছাড়া আর কিছুই আমার পছন্দনীয় নয়।"

আবূ নুয়াঈম এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٤٧. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ اِذَا اَخَذْتُ كَرِيْمَتَىْ عَبْدِىْ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ * اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ وَالْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

২৪৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি যখন আমার কোন বান্দার সবচেয়ে প্রিয়বস্তু দু'টি চোখ কেড়ে নেই, অতঃপর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং পূণ্যের আশা করে, তাকে আমি বেহেশত ছাড়া আর কোন পুরস্কার দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারি না।"

তিবরানী ও হাকেম এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٤٨. اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا مَرِضَ اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مَلَائِكَتِهِ اَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِىْ بِقَيْدٍ مِّنْ قُيُوْدِىْ فَاِنْ اَقْبِضْهُ اَغْفِرْلَهُ وَاِنْ اُعَافِيْهِ فَحِيْنَئِذٍ يَقْعُدُ لَاذَنْبَ لَهُ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى)*

২৪৮. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই কোন বান্দা যখন রোগগ্রোস্ত হয় তখন আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন, "আমার বান্দাকে আমি আমার কয়েদ খানা সমূহের একটিতে আবদ্ধ করেছি। অতঃপর আমি যদি তার প্রাণ কেড়ে নেই, তবে আমি তাকে ক্ষমা করব। আর ত কে যদি সুস্থ করি, তবে সে এমন অবস্থায় উঠে বসবে যেন তার কোন পাপ নেই।"

হাকেম ও তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٤٩. ثَلَاثٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ اِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ وَكِتْمَانُ
الْمُصِيْبَةِ وَكِتْمَانُ الشَّكْوٰى يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا
ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ وَلَمْ يَشْكُنِيْ اِلٰى عُوَّادِهِ ثُمَّ
اَبْرَاْتُهُ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِّنْ دَمِهِ
وَاِنْ اَرْسَلْتُهُ اَرْسَلْتُهُ وَلَاذَنْبَ لَهُ وَاِنْ تَوَفَّيْتُهُ تَوَفَّيْتُهُ اِلٰى
رَحْمَتِيْ * اَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

২৪৯. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "পূণ্য ভান্ডার তিনটি– দান-সাদকা গোপন রাখা, মুসিবত গোপান রাখা এবং রোগ সম্বন্ধে অভিযোগ গোপন রাখা। মহান ও পরাক্রন্ত আল্লাহ্ বলেন, আমি যখন আমার বান্দাকে কোন বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করি, অনন্তর সে ছবর এখতিয়ার করে এবং আমার বিরুদ্ধে তার দর্শকদের কাছে কোন অভিযোগ দায়ের করে না, আমি তখন তাকে বিপদমুক্ত করি এবং তার আগের গোশ্ত উত্তম গোশ্ত এবং তার আগের রক্ত উত্তম রক্তে পরিবর্তন করে দেই। আর যদি আমি তাকে ছেড়ে দেই, তবে তাকে এমনভাবে ছেড়ে দেই যে, তার কোন পাপ থাকে না। আর তার যদি (মৃত্যু) ঘটাই, তবে আল্লাহ্র করুনার দিকে তাকে টেনে নেই।"

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٥٠. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ
جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَ اِلَّا
الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৫০. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "আমার বিশ্বাসী বান্দার জন্য আমার কাছে বেহেশত ছাড়া আর কোন প্রতিদান নেই যখন আমি পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে তার প্রিয়তম বন্ধুকে ছিনিয়ে নেই এবং তারপরও সে আমার প্রতি আস্থাশীল থাকে।"

আহমদ ও বুখারী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٥١. مَا اَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِىْ جَسَدِهِ اِلَّا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ الَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِعَبْدِىْ هٰذَا فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِى الصِّحَّةِ مِنَ الْخَيْرِ مَادَامَ مَحْبُوْساً فِىْ وِثَاقِىْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) *

২৫১. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "মুসলমানদের এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যাকে শারীরিক অসুস্থার মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত করা হয় তার বিষয়ে মহান ও ক্ষমতাশালী আল্লাহ্ বান্দার আমল লেখক ফেরেশতাকে ডেকে বলেন, "প্রত্যেক দিন ও রাতে এ বান্দার আমলনামায় সে পরিমাণ পূণ্য লিখ যা সে সুস্থাবস্থায় অর্জন করত এবং যতদিন সে আমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে ততদিন পর্যন্ত এমন করতে থাক।"

আহমদ এ হাদীসটি হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٥٢. اِذَا اَمَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتاً فِى الْجَنَّةِ وَسَمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رضى) *

২৫২. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "যখন কোন বান্দার সন্তান মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ কেড়ে নিয়েছ?" তারা বলেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তখন বলেন, "তোমরা কি তার হৃদয়ের ফুল ছিনিয়ে নিয়েছ?" তারা বলেন, "হা"। তখন সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দা তখন কি বলেছিল?"তারা বলে, সে তোমার হামদ বা প্রশংসা করেছিল (আলহামদুলিল্লাহ এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তখন আল্লাহ্ বলেন, "আমার এ বান্দার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মান কর এবং তার নাম রাখ–'বায়তুল হামদ' বা প্রশংসার ঘর।"

তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আবূ মুসা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৫৩. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِذَا اَخَذْتُ كَرِيْمَتَىْ عَبْدِىْ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ عِنْدِىْ اِلَّا الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২৫৩. (রাসূল (সঃ) বলেন), নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি যখন পৃথিবীতে আমার বান্দার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেই, তখন ওর বিনিময় আমার নিকট বেহেশত ছাড়া আর কিছুই নয়।"

তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২৫৪. يُوْحِىَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِلَى الْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ لَاتَكْتُبُوْا عَلٰى عَبْدِىْ عِنْدَ ضَجْرِهٖ شَيْئًا * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ عَلِىٍّ (رضى) *

২৫৪. (রাসূল (সঃ) বলেন), মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পূণ্যবানদের রক্ষক ফেরেশতাদের প্রতি এ প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, "দুঃখকালীন অবস্থায় আমার বান্দার বিরুদ্ধে তোমরা কোন কিছু লিখ না।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

২৫৫. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِذَا وَجَّهْتُ اِلٰى عَبْدٍ مِّنْ عَبِيْدِىْ مُصِيْبَةً فِىْ بَدَنِهٖ اَوْ وَلَدِهٖ اَوْفِىْ مَالِهٖ فَاسْتَقْبَلَهَا بِصَبْرٍ جَمِيْلٍ اِسْتَحْيَيْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ اُنْصِبَ لَهُ مِيْزَانًا وَاَنْشُرَلَهُ دِيْوَانًا * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالتِّرْمِذِىُّ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

২৫৫. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "আল্লাহ্ তাবারাক ওয়াতাআ'লা বলেছেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্য কারো প্রতি কোন বিপদ পাঠাই তার দেহের উপর অথবা তার সন্তানের প্রতি কিংবা তার সম্পদের উপর, তারপরও সে উত্তম ধৈর্যের সাথে সেই বিপদকে গ্রহণ করে, কেয়ামত দিবসে আমি লজ্জা অনুভব করি যে, কি রূপে আমি তার জন্য পাল্লা স্থাপন করব এবং তার পাপ পূণ্যের খতিয়ান তার সামনে মেলে ধরব।"

হাকেম ও তিরমিযী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٥٦. اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ مَلَكَيْنِ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا مَا يَقُوْلُ لِعُوَّادِهٖ فَاِنْ هُوَ اِذَا دَخَلُوْا حَمِدَ اللّٰهَ رَفَعُوْا ذَالِكَ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ اَعْلَمُ فَيَقُوْلُ لِعَبْدِىْ اِنْ اَنَا تَوَفَّيْتُهُ اَنْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَاِنْ اَنَا شَفَيْتُهُ اَنْ اُبَدِّلَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِّنْ لَحْمِهٖ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهٖ وَاِنْ اُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهٖ * اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِىْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

২৫৬. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "কোন বান্দা যখন রোগগ্রস্ত হয়, তখন মহান আল্লাহ্ তার কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠান এবং বলেন, " দেখ এ রোগী রোগ পরিদর্শনকারীদেরকে কি বলে?" অনন্তর সে যদি তাদের প্রবেশকালে আল্লাহ্র প্রশংসা করে, তবে ফেরেশতারা তা আল্লাহ্র দরবারে নিয়ে যান। আর আল্লাহ্ তা অবগত আছেন। তখন সুমহান আল্লাহ্ বলেন, " আমার বান্দার জন্য আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি তার দেহের গোশ্ত উত্তম গোশ্তে এবং তার রক্ত উত্তম রক্তে পরিবর্তন করব এবং আমি তার থেকে তার পাপসমূহ দূর করে দেব।" দারু কুতনী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٥٧. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ * اَخْرَجَهُ الْغَزَّالِىُّ (رضى)*

২৫৭. (নবী করীম (সঃ) বলেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমি ভগ্ন-হৃদয় লোকদের কাছাকাছি অবস্থান করি।" গাযযালী (রা) এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

٢٥٨ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَرِّبُوْا اَهْلَ الْبَلَاءِ مِنْ عَرْشِىْ فَاِنِّىْ اُحِبُّهُمْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ *

২৫৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "বিপদগ্রস্তদেরকে আমার আরশের কাছাকাছি কর। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে ভালোবাসি।"

এ হাদীসটি দায়লামী সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٥٩. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَارَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَا عَلِمْتَ اِنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ فَوَجَدْتَّنِىْ عِنْدَهُ * يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ اُطْعِمُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِىْ * يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِىْ قَالَ يَارَبِّ وَكَيْفَ اُسْقِيْكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَسْقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِىْ * اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

২৫৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), কেয়ামত দিবসে নিশ্চয় আল্লাহ তাআ'লা বলবেন–"হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার শুশ্রূষা করনি।" বান্দা বলবে–"হে আমার প্রতিপালক। আপনিতো বিশ্ব পালনকর্তা কিভাবে আমি আপনার শুশ্রূষা করব?" তিনি বলবেন–"তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, অথচ তাকে তুমি দেখতে যাওনি। তুমি কি জান জান না, যদি তুমি তার শুশ্রূষা করতে তবে তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে?"

"হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি।" বান্দা বলবে–"হে আমার রব! তুমি হলে বিশ্ব পালনকর্তা, তোমাকে আমি কিরূপে আহার করাব?" তিনি বলবেন– "তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাদ্য দাওনি। তুমি কি জান না যে, তুমি যদি তাকে আহার করাতে তবে আজ তা প্রাপ্ত হতে?"

"হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানীয় চেয়েছিলাম, অথচ তুমি আমাকে পানীয় দাওনি।" বান্দা বলবে– "হে আমার প্রভু! তুমি তো রব্বুল আলামীন তোমাকে আমি কিভাবে পান করাব?" তিনি বলবেন) "তোমার কাছে আমার অমুক বান্দা পানি চেয়েছিল কিন্তু তাকে তুমি পান করাওনি। তাকে যদি পান করাতে তবে নিশ্চয় আজ তা প্রাপ্ত হতে।"

এ হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ রুগ্ন ব্যক্তির খোজ-খবর নেয়া

٢٦٠. مَا مِنْ عَبْدٍ اَتٰى اَخًا لَّهُ يَزُوْرُهُ فِى اللّٰهِ اِلَّا نَادٰى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ اَنْ طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ وَاِلَّا قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ فِىْ مَلَكُوْتِ عَرْشِهِ عَبْدٌ زَارَ فِىَّ وَعَلَىَّ قِرَاهُ وَلَنْ يَّرْضَى اللّٰهُ تَعَالٰى لِيُوْفِيَهُ بِقِرِىً دُوْنَ الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ يَعْلٰى عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ *

২৬০. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "প্রত্যেক বান্দা- যে তার কোন ভাইকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দেখতে যায়, তাকে জনৈক ঘোষক ফেরেশতা এই বলে আসমান থেকে সম্বোধন করেন, "তুমি সুখী হও এবং তোমার জন্য বেহেশত সুখের হোক।" মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ তখন তার আরশের সভাসদ ফেরেশতাগণকে ডেকে বলেন, "এক বান্দা আমার উদ্দেশে তার ভাইয়ের সাথে দেখা করেছে। সুতরাং তাকে দাওয়াত করে খাওয়ানোর দায়িত্ব আমার উপরে; আর সুমহান আল্লাহ্ তাঁর এ দায়িত্ব পূরণ করার জন্য বেহেশত ছাড়া আর কোন দাওয়াত পসন্দ করেন না।

আবূ ইয়ালা এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ বিপদে ধৈর্য্য হারা হওয়া ঃ

٢٦١. اِنَّ رَجُلًا مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهٖ قَرْحَةٌ فَلَمَّا اَذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِهٖ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَا الدَّمَ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ اللّٰهُ عَبْدِىْ بَادَرَنِىْ بِنَفْسِهٖ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِىِّ (رضى)*

২৬১. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই তোমাদের আগেকার মানুষদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তির একটি ক্ষত হয়েছিল। অতঃপর ওটা যখন তাকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করল, তখন সে তূণীর থেকে একটি তীর টেনে নিয়ে তা দিয়ে ক্ষতের উপরের আবরণ উঠিয়ে ফেলল। ফলে যে রক্তপাত শুরু হল তা আর বন্ধ হল না। এমন কি সে মারা গেল। তখন আল্লাহ্ বললেন। "আমার বান্দা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার নির্দেশের আগে আগেই নিজের প্রাণ হরণে ত্বরান্বিত করেছে। আমি তার জন্য বেহেশত হারাম করে দিয়েছি।"

আহমদ ও শয়াখাইন এ হাদীসটি হযরত জুনদুব বাজালী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ বার্ধক্য আল্লাহর নূর ঃ

٢٦٢. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنَّ الشَّيْبَ نُوْرٌ مِنْ نُوْرِىْ وَ اِنِّىْ اَسْتَحِىْ اَنْ اُعَذِّبَ نُوْرِىْ بِنَارِىْ فَاَسْتَحِىْ مِنْهُ * اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخُ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২৬২. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, "হে আদম সন্তান ! নিশ্চয়ই বার্ধক্য আমার নূরসমূহের একটি নূর। আমার নূরকে আমি আমার আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে লজ্জা বোধ করি।"

আবুশ শায়খ এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

হারাম (অবৈধ) ও মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বিষয় সম্পর্কে

٢٦٣. يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى شَارِبَ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَلْقَاهُ وَهُوَ سُكْرَانُ فَيَقُوْلُ وَيْلَكَ مَاشَرِبْتَ فَيَقُوْلُ الْخَمْرُ فَيَقُوْلُ اَلَمْ اُحَرِّمْهَا عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيُؤْمَرُبِهِ اِلَى النَّارِ * اَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً*

২৬৩. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), "কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ মদপ্যকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবেন। সুমহান আল্লাহ্ বলবেন, "তোমার জন্য আফসুস! তুমি কি পান করেছিলে?" প্রত্যুত্তরে সে বলবে, "মদ পান করেছিলাম।" আল্লাহ্ বলবেন, "আমি কি তোমার জন্য তা হারাম (অবৈধ) করিনি?" সে বলবে 'হ্যাঁ', অতঃপর তাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।"

আবদুর রায্যাক এ হাদীসটি হযরত হাসান বসরীর থেকে মুরসালরূপে সংগ্রহ করেছেন।

٢٦٤. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَ اَوَّلُ نَظْرَةٍ فَمَا بَالُ الثَّانِيَةِ * اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخُ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৬৪. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ বলেন, "(পর নারীর প্রতি) প্রথমবার দৃষ্টিফেলা তোমার জন্য বৈধ, কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকানোর পরিণামফল কি হবে?" আবূ শায়খ এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

٢٦٥. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى * لَاتُمَثِّلُوْا بِعِبَادِىْ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ *

২৬৫. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দাদেরকে বিকলাঙ্গ করো না।" এ হাদীসটি আহমদ সংগ্রহ করেছেন।

✪ দাইয়্যুস বা বেহায়ার দুর্ভাগ্য ঃ

٢٦٦. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَمْ يَخْلُقْ بِيَدِهٖ اِلَّا ثَلَاثَةَ اَشْيَاءَ وَقَالَ لِسَائِرِ الْاَشْيَاءِ كُنْ فَكَانَ خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ وَاٰدَمَ وَالْفِرْدَوْسَ بِيَدِهٖ وَقَالَ لَهَا وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَا يُجَاوِرُنِىْ فِيْكِ بَخِيْلٌ وَلَا يَشُمُّ رِيْحَكَ دَيُّوْثٌ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ عَلِيٍّ (رضى)*

২৬৬. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তিনটি বস্তু ছাড়া আর কিছু সরাসরি নিজ হাতে সৃষ্টি করেননি। তিনি সমুদয় বস্তুকে বলেছেন, 'হও' তখনই তা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ যখন আদম ও ফিরদাউসকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং ফিরদাউসকে বলেছেন; আমার ইয্‌যত ও জালালের কসম! তোমার মধ্যে কোন বখীল আমার সান্নিধ্যে বাস করতে পারবে না। আর কোন দইয়্যুস বা বেহায়া লোক তোমার সৌরভ পাবে না।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আলী (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ শয়তানের আনুগত্য মুক্ত ব্যক্তির পুরস্কার ঃ

٢٦٧. اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَيْنَ الَّذِيْنَ يُنَزِّهُوْنَ اَسْمَاعَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ مِنْ مَزَامِيْرِ الشَّيْطَانِ مَيِّزُوْا فَيُمَيَّزُوْنَ فِىْ كُثُبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلَائِكَةِ اَسْمِعُوْ هُمْ تَسْبِيْحِىْ وَتَمْجِيْدِىْ فَيُسْمِعُوْنَ بِاَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ السَّامِعُوْنَ بِمِثْلِهَا * اَخْرَجَهُ الدَّارُ قُطْنِىْ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৬৭. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "যখন কেয়ামতের দিন এসে যাবে, তখন মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলবেন, "কোথায় তারা যারা তাদের চোখ ও কানকে শয়তানের আনুগত্য (গান-বাদ্য) থেকে পবিত্র রেখেছিল? তাদেরকে পৃথক্ কর?" তখন ফেরেশতারা তাদেরকে মেশক ও আম্বরের স্তুপের উপর পৃথক করবেন। অতঃপর তিনি ফেরেশতাদেরকে বলবেন, "তাদেরকে আমার পবিত্রতা ও মর্যাদার গুণ কীর্তন শুনাও।" তারা তাদেরকে এরূপ আওয়াজ শুনাবে– যার অনুরূপ সুর কোন শ্রোতা কখনও শুনেনি।"

দারুকতনী এ হাদীসটি হযরত জাবির (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ পাপের কারণে আকৃতি পরিবর্তন ঃ

٢٦٨. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَمْسَخُ خَلْقاً كَثِيْراً وَاِنَّ الْاِنْسَانَ يَخْلُوْ بِمَعْصِيَةٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِسْتَهَانَ بِىْ فَيَمْسَخُهُ ثُمَّ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْسَاناً يَقُوْلُ كَمَا بَدَا كُمْ تَعُوْدُوْنَ ثُمَّ يُدْخِلُهُ النَّارِ * اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى الضُّعَفَاءِ *

২৬৮. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "নিশ্চয়ই সুমহান আল্লাহ্ অনেক জীবের আকৃতি পরিবর্তন করবেন। আর মানুষ যখন কোন একটি পাপে আত্মনিয়োগ করে, অনন্তর আল্লাহ্ বলেন, "সে আমার প্রতি বিদ্রুপ করেছে।" তারপর আল্লাহ্ তার অবয়াবাকার পরিবর্তন করে দেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে মানুষ রূপে পুনর্জীবন দান করবেন।" বুখারী এ হাদীসটি যইফ হাদীস হিসাবে সংগ্রহ করেছেন।

গীবৎ ও কুৎসা সম্পর্কে

٢٦٩. اِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْقَى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْشُوْراً فَيَنْظُرُ فِيْهِ فَيَرَى حَسَنَاتٍ لَّمْ يَعْمَلْهَا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَنّٰى هٰذَا لِىْ وَلَمْ اَعْمَلْهَا فَيَقُوْلُ هٰذَا مَا اغْتَابَكَ النَّاسُ وَاَنْتَ لَا تَشْعُرُ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ سَعْدِ الْبَلَوِىِّ *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৬৯. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "কেয়ামতের দিন নিশ্চয় জৈনিক বান্দা তার আমলনামা খোলা অবস্থায় দেখবে এবং তার দিকে তাকাবে। তাতে সে এরূপ কতকগুলো পূণ্য দেখতে পাবে, যা সে করেনি। সে তখন বলবে, "ইয়া রব! আমার জন্য এটা কোথা থেকে এল?" আল্লাহ্ বলবেনঃ "সে গীবৎ সমূহ, তোমার বিরুদ্ধে লোকেরা যা বলা-বলি করেছিল অথচ তুমি তা অনুভব করনি।"

আবূ নুয়াঈ'ম এ হাদীসটি হযরত শাবীব ইবনে সা'দ বালাওয়ী (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٧٠. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَامَةُ مَعْرِفَتِيْ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِيْ حُسْنُ مَوْقِعِ قَدْرِيْ اَن لَّا اَشْتَكِيْ وَاَنْ لَّا اسْتَبْطَاءَ وَاَنْ لَّا اَسْتَخْفِيْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

২৭০. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, "আমার বান্দাদের কৃলবে আমাকে চেনার নিদর্শন হচ্ছে তার কাছে আমার মর্যাদার উত্তম অবস্থান, তার পক্ষে আমার কুৎসা না করা, আমার হুকুম পালনে তার শৈথিল্য প্রদর্শ না করা এবং আমার হুকুম পালনে কাউকেও লজ্জা না পাওয়া।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

বিদআ'ত সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে

٢٧١. اَنَا فَرْطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلاُ نَازِ عَنَّ اَقْوَاماً ثُمَّ لَاَ غْلِبَنَّ عَلَيْهِمْ فَاَقُوْلُ يَارَبِّ اَصْحَابِىْ اَصْحَابِىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) *

২৭১. (রাসূল (সঃ) বলেন), "তোমাদের পূর্বেই আমি কাওসার নামক নির্ঝরনির কাছে উপনীত হব। অবশ্যই আমি একদল লোকের সাথে বিতর্ক করব এবং তাদের উপর বিজয়ী হব। অতঃপর আমি বলব, "হে রব! আমার সহচর, আমার সহচর।" আমাকে তখন বলা হবে, "আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি সব বিদ'আতী কাজ করেছে।"

মুসনাদে আহমদ, বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে, ইবনে শাইবায় আবূ হুযাইফা (রা) থেকে সংগৃহিত।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٧٢. اَنَا فَرْطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ اَنْظُرُكُمْ فَيُرْفَعُ لِىْ رِجَالٌ مِّنْكُمْ حَتّٰى اِذَا عَرَفْتُمْ اِخْتَلَجُوْا دُوْنِىْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اَصْحَابِىْ رَبِّ اَصْحَابِىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالْبُخَارِىُّ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضى)*

২৭২. (নবী করীম (সাঃ) বলেন), "তোমাদের সকলের পূর্বেই আমি হাউযে কাওসারের পাশে উপস্থিত থাকব। তোমাদেরকে আমি দেখতে পাব। তোমাদের কতিপয় লোক আমার দিকে মাথা তুলে তাকাবে। আমি যখন তাদেরকে চিনতে পারব, তাদেরকে তখন আমার সামনে থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলব, "প্রতিপালক! এরা আমার সহচর, প্রতিপালক! এরা আমার সাহচর।" আমাকে তখন বলা হবে, "আপনি জানেন না আপনার অন্তর্ধানের পরে এরা কি অভিনব কাজ করেছে।"

বুখারী ও মুসনাদে আহমদ এ হাদীসটি হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٧٣. يُرِدُ عَلَىَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسْطٌ مِنْ اَصْحَابِىْ فَيُنْتَحَلُوْنَ عَنِ الْحَوْضِ فَاَقُوْلُ اِىْ رَبِّ اَصْحَابِىْ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ اُرْتَدُّوْا بَعْدَكَ عَلٰى اَدْبَارِهِمِ الْقَهْقَرٰى * اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৭৩. (রাসূল (সাঃ) বলেন), "কেয়ামতের দিন আমার সাহাবাদের একটি দল আমার কাছে উপনীত হবে এবং তাদেরকে হাউয থেকে পানি আহরণ করতে বাধা দেয়া হবে। আমি তখন বলব, "ইয়া রব! তারা আমার সহচরবৃন্দ।" আল্লাহ্ বলবেন, ঃ "নিশ্চয়ই তোমার পর তারা ধর্মের মধ্যে যে নূতন প্রথার প্রবর্তন করেছে, সে বিষয়ে তোমার জানা নেই। তোমার পরে তারা পিছু ফিরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল।"

বুখারী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জুল্‌ম সম্পর্কে

٢٧٤. يُؤْتَى بِالْحُكَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَنْ تَصَرَّ وَبِمَنْ تَعَدَّى فَيَقُوْلُ اَنْتُمْ خُزَّانُ اَرْضِىْ وَرَجَاءُ عَبِيْدِىْ وَفِيْكُمْ بُغْيَتِىْ فَيَقُوْلُ لِلَّذِىْ قَصَّرَ مَا حَمَلَكَ عَلٰى مَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ رَحِمْتُهُ فَيَقُوْلُ اَنْتَ اَرْحَمُ بِعِبَادِىْ مِنِّىْ وَيَقُوْلُ لِلَّذِىْ تَعَدَّى مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِىْ صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ غَضَباً مِّنِّىْ فَيَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهِمْ فَشُدُّوْا بِهِمْ رُكْناً مِّنْ اَرْكَانِ جَهَنَّمَ * اَخْرَجَهُ اَبُوْسَعِيْدِ النَّقَّاشُ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

২৭৪. (রাসূল (সঃ) বলেন), "কেয়ামতের দিন শাসকদেরকে হাযির করা হবে, শাসনে যারা ন্যূনতা বা শৈথিল্য করেছে এবং যারা সীমাতিক্রম করেছে, তখন আল্লাহ্ বলবেন, "তোমরা আমার দুনিয়ার কোষাধ্যক্ষ ছিলে এবং আমার বান্দাদের ভরসাস্থল ছিলে, আর তোমাদের মধ্যে আমার অভিব্যক্তি ন্যস্ত ছিল।" তারপর তিনি সে লোককে বলবেন, " হদ্দ প্রয়োগে যে ক্রটি করেছিল, তুমি যে কাজ করেছ তার প্ররোচক কে?" প্রত্যুত্তরে সে বলবে, "আমি তার প্রতি দয়া করেছিলাম।" তিনি তখন বলবেন, "তুমি কি আমার বান্দাদের প্রতি আমার চেয়ে বেশি দয়ালু ?" আর যে লোক শাস্তির সীমা অতিক্রম করেছিল তাকে বলবেন, "তুমি যা করেছ, সে কি এটা করতে তোমাকে প্ররোচিত করেছে ?" সে বলবে "রাগের বশে আমি এমন করেছি।"আল্লাহ্ তখন বলবেন, (হে ফেরেশতাগণ!) তাদেরকে নিয়ে যাও এবং দোযখের কোন খুটির সাথে বাঁধ।

আবূ সাঈদ নাক্কাস এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٧٥. يَقْتَصُّ الْجَبَّارُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُثْنِىْ رِجْلَهُ عَلَى الْجَسَرِ فَيَقُوْلُ وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَايَتَجَاوَزُنِى الْيَوْمَ ظُلْمٌ فَيُنْصِفُ الْخَلْقَ مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ حَتّٰى اَنَّهُ يُنْصِفُ الشَّاةَ مِنَ الْغَضْبَاءِ بِنَطْحَةٍ نَطَحَتْهَا* اَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ ثَوْبَانَ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৭৫. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ (স্বীয় বান্দাদের) অনুসরণ করবেন, এবং (পোলসিরাতের) সেতুর উপর স্বীয় পা স্থাপন করবেন এবং বলবেন, " আমার ইয্যত ও জালালের কসম! আজকের দিনে অত্যাচার আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না।" অতএব, তিনি মানুষের একে অপরের কাছ থেকে অবিচারের প্রতিদান গ্রহণ করবেন; এমন কি তিনি ভাঙ্গা শিং বিশিষ্ট বকরীকে একটি গুঁতা দেয়ার প্রতিদান বিনিময়ের মাধ্যমে তার প্রতি ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করবেন।" তিবরানী এ হাদীসটি হযরত সাওবান (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

জালিম প্রসঙ্গে

٢٧٦. يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمٰوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ * اَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَةَ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَالطِّبْرَانِيُّ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَالطِّبْرَانِيُّ عَنْ اِبْنِ عَارٍ وَقَالَ هُمَا عِنْدِيْ صَحِيْحَانِ *

২৭৬. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "কেয়ামতের দিন মহান ও প্রতাপশীল আল্লাহ্ যমনি ও আসমানসমূহকে নিজের ডান হাতে নেবেন, অতঃপর বলবেন, "আমি প্রতাপশালী রাজাধিরাজ। জালেমগণ কোথায়? অহংকারীগণ কোথায়?"

ইবনে উমর (রা) ও ইবনে আমর (রা) থেকে এ হাদীসটি ইবনে মাজা, ইবনে জারীর তিবরাণী ইবনে ওমর (রা) থেকে সহীসূত্রে সংগ্রহ করেছেন।

٢٧٧. يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَاَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِيْ عَاجِلِهِ وَاٰجِلِهِ لَاَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَاٰى مَظْلُوْمًا فَقَدَرَ اَنْ يَّنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى)*

২৭৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), মহান ও পরাক্রান্ত আল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার ইয্যত ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি জালিমের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব, শ্রীঘ্রই হোক কিংবা দেরিতে। নিশ্চয়ই আমি তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব, যে মজলুমকে দেখেছে এবং তাকে সাহায্য করার ক্ষমতাবান হয়েও সাহায্য করেনি।" হাকেম এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٧٨. لَاتَبْغِ وَلَاتَكُنْ بَاغِياً فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ * أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ (رضى)*

২৭৮. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), জালেমও বিদ্রোহী হয়ও না; কারণ মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জুল্‌ম তোমাদের নিজেদের প্রতিই আপতিত হবে।"

হাকেম এ হাদীসটি হযরত আবূ বাকার (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ নিহত ব্যক্তি ও হত্যাকারী ঃ

٢٧٩. يَجِئُ الْمَقْتُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقاً بِقَاتِلِهِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلْ هٰذَا فِيْمَا قَتَلَنِىْ ؟ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ فِيْمَا قَتَلْتَ هٰذَا ؟ فَيَقُوْلُ فِىْ مُلْكِ فُلَانٍ * أَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ عَنْ جُنْدُبٍ (رضى)*

২৭৯. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "কেয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হবে। অনন্তর সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক! একে জিজ্ঞেস করুন কেন সে আমাকে হত্যা করেছে ?" তখন সুমহান আল্লাহ্‌ বলবেন, "কি কারণে তুমি তাকে হত্যা করেছ ? সে বলিবে, "অমুকের স্বত্বের জন্য আমি তাকে হত্যা করেছিলাম।"

ইমাম নাসাঈ' এ হাদীসটি হযরত জুনদুব (রাঃ) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٨٠. يَجِئُ الْمَقْتُوْلُ اٰخِذاً قَاتِلَهُ وَاَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَماً عِنْدَ رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلْ هٰذَا فِيْمَ قَتَلَنِىْ فَيَقُوْلُ فِيْمَا قَتَلْتَ فُلَاناً قَالَ قَتَلْتُهُ لِتَكُوْنَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ قَالَ هِىَ لِلّٰهِ * أَخْرَجَهُ الطِّبْرَانِىُّ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى)*

২৮০. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার হত্যাকারীর হাত ধরে সম্মানিত প্রভুর সামনে উপস্থিত হবে। এসময় তার শিরা হতে রক্ত ঝরতে থাকবে। অতঃপর সে বলতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন, কি কারণে সে আমাকে হত্যা করেছিল? তখন আল্লাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, "কি জন্য তুমি অমুককে হত্যা করেছিলে?" প্রত্যুত্তরে অভিযুক্ত জন বলবে, "তাকে আমি অমুকের ইয্যতের জন্য (সম্মান রক্ষার্থে) হত্যা করেছিলাম।" তখন তিনি বলবেন, "ওটা (ইয্যত) আল্লাহ্রই জন্য"।

তিবরানী এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ ঃ

٢٨١. يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْماً مِّنْ قُبُوْرِهِمْ تَاَجَّجُ اَفْوَاهُهُمْ نَاراً اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْماً اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً * اَخْرَجَهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ (رضى)*

২৮১. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "কেয়ামতের দিন সুমহান আল্লাহ্ একদল মানুষকে কবর থেকে উত্থিত করবেন। তাদের মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা কি জান না যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের সম্পদ ভক্ষণ করে, নিশ্চয়ই আগুন দিয়ে তারা তাদের উদর পূর্ণ করে এবং অতিসত্তর তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে?"

ইবনে আবূ শায়বা এ হাদীসটি হযরত আবি বারয়া (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ মজলুম প্রসঙ্গে ঃ

٢٨٢. دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ وَتُفْتَحُ لَهُ اَبْوَابُ السَّمٰوَاتِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَعِزَّتِىْ لَاَنْصُرَكَ لَوْ بَعْدَ حِيْنٍ * اَخْرَجَهُ ابْنُ حَبَّانٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৮২. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "মজলুমের দু'আ মেঘের উর্ধ্বে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার জন্য আকাশের দ্বারগুলো খুলে দেয়া হয়। আর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa (Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুবারক ও মহান প্রতিপালক বলেন, "আমার ইয্যতের কসম! দেরিতে হলেও নিশ্চয়ই আমি তোমায় সাহায্য করব।"

ইবনে হাব্বান এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٨٣. اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا ظُلِمَ فَلَمْ يَنْتَصِرُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ رَفَعَ طَرْفَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَدَعَا اللّٰهَ قَالَ اللّٰهُ لَبَّيْكَ عَبْدِىْ اَنَا اَنْصُرُكَ عَاجِلًا وَاٰجِلًا * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضى)*

২৮৩. (নবী করীম (সঃ) বলেছেন), "কোন বান্দার প্রতি যখন অত্যাচার করা হয়, আর সে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা রাখে না এবং এরূপ কেউ থাকে না যে, সেই মজলুমের সাহায্যকারী হয়, তখন সে আকাশের দিকে স্বীয় দৃষ্টি ফিরায় এবং আল্লাহ্কে ডাকে। আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দা! আমি উপস্থিত, আমি এখন থেকে (ইহ ও পরকালে) তোমাকে সাহায্য করব।"

হাকেম এ হাদীসটি হযরত আবুদ্ দারদা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٨٤. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِبْنَ اٰدَمَ اِنَّكَ اِنْ ظُلِمْتَ تَدْعُوْ عَلٰى اٰخَرَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ ظَلَمَكَ وَاِنْ اٰخَرُ يَدْعُوْا عَلَيْكَ اِنَّكَ ظَلَمْتَهُ فَاِنْ شِئْتَ اِسْتَجَبْنَا لَكَ وَعَلَيْكَ وَاِنْ شِئْتَ اَخَّرْتُكُمَا اِلٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْسِعُكُمَا عَفْوِىْ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

২৮৪. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মহান আল্লাহ্ বলেছেন "হে আদম সন্তান! তুমি যখন অত্যাচারিত হও তখন অপরের বিরুদ্ধে শুধু এ অভিযোগটুকু কর যে, সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। আর অপর কেউ যদি তোমার বিরুদ্ধে এজন্য অভিযোগ পেশ করে যে, তুমি তার উপর জুলুম করেছ, তবে আমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমি তোমার ও তোমার বিপক্ষের অভিযোগ গ্রহণ করি, আর আমি যদি চাই তবে তোমাদের দু'জনকে কেয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত করে দেই। তখন তোমাদের দু'য়ের জন্য আমার ক্ষমাকে প্রশস্ত করে দেই।"

হাকেম এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa \(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ দূর্বলকে সহায়তার পুরস্কার ঃ

٢٨٥. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ بَرَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِىْ ضَعِيْفًا فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُكَافِيْهِ عَلَيْهِ كَافَيْتُهُ اَنَا عَلَيْهِ * اَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ عَنْ دِيْنَارٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২৮৫. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেন, "যে লোক আমার সৃষ্টির মধ্য থেকে এরূপ দুর্বলকে সহায়তা করে, যার সাহায্যকারী কেউ নেই, আমি এ বান্দার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ববান হলাম।"

খাতীব এ হাদীসটি দীনার থেকে, তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা ঃ

٢٨٦. قَالَ مُوْسٰى ابْنِ عِمْرَانَ يَارَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادَكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ * اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৮৬. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), মূসা ইবনে ইমরান (আ) নিবেদন করলেন, "হে প্রতিপালক! তোমার নিকট তোমার বান্দাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? আল্লাহ বললেন, "সে লোক, যে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হয়েও মাফ করে দেয়।"

বায়হাকী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে

٢٨٧. قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلنَّفْسِ اُخْرُجِىْ قَالَتْ لَااَخْرُجُ اِلَّا وَاَنَا كَارِهَةٌ قَالَ اُخْرُجِىْ وَاِنْ كَرِهْتِ * اَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৮৭. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আত্মাকে বলেন, "বেরোও।" সে বলে, "না আমি স্বেচ্ছায় বেরোব না।" আল্লাহ্ বলেন, "অনিচ্ছায় হলেও, বেরোও।"

বাযযার এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٢٨٨. إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْعَبْدِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يَصْعَدَانِ بِهَا فَذَكَرَ مِنْ رِيْحِ طَيِّبِهَا وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَهُ فَيَنْطَلِقُ بِهٖ إِلٰى رَبِّهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ انْطَلِقُوْا بِهٖ إِلٰى اٰخِرِ الْأَجَلِ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ فَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَيَقُوْلُ أَهْلُ السَّمَاءِ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ فَيُقَالُ انْطَلِقُوْا بِهٖ إِلٰى اٰخِرِ الْأَجَلِ * أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

২৮৮. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেন), "যখন মু'মিন-বিশ্বাসী বান্দার রূহ বেরোয় তখন ওর সাথে দু'জন ফেরেশতা দেখা (অর্থাৎ তা গ্রহণ) করে এবং তা নিয়ে দু'জনই উর্ধ্বে আরোহণ করে। তারপর এর সুগন্ধির কথা উল্লেখ করা হয়। আসমানবাসিগণ বলে, "পৃথিবী থেকে একটি পবিত্র রূহের আগমন ঘটেছে। হে রূহ! তোমার প্রতি এবং যে দেহ তুমি আবাদ করছিলে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক।" অনন্তর একজন ফেরেশতা তাকে নিয়ে তার প্রতিপালকের কাছে চলে যায়। তারপর তিনি বলেন. "তাকে শেষ সময়ের (অর্থাৎ কেয়ামত না হওয়া পর্যন্ত) জন্য নিয়ে যাও।" পক্ষান্তরে কাফিরের আত্মা যখন বেরোয়, তখন এর দুর্গন্ধ ও অপবিত্রতার কথা উল্লেখ করা হয়। আসমানবাসিগণ বলে; "পৃথিবী থেকে একটি অপবিত্র রূহের আগমন ঘটেছে।" আর এর সম্বন্ধে বলা হয়– "শেষ সময় পর্যন্ত রাখবার জন্য তাকে নিয়ে যাও।"

মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ মৃতের খাটিয়া ঃ

٢٨٩. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى أَمَا رَأَيْتَ مَيِّتًا عَلٰى أَعْوَادِهٖ * أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ *

২৮৯. (নবী করীম (সঃ) বলেন), সুমহান আল্লাহ বলেন, "তুমি কি খাটিয়ার উপর কোন মরদেহ দেখ নি? দায়লামী এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ **মৃতের প্রশংসা ঃ**

٢٩٠. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهُ اَرْبَعَةُ اَبْيَاتٍ مِّنْ جِيْرَانِهِ الْاَدْنَيْنَ اِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا اِلَّا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ فِيْهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ يَعْلٰى وَابْنُ حِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ وَاَبُوْ نَعِيْمٍ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالضِّيَاءُ عَنْ اَنَسٍ (رضى)*

২৯০. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "এরূপ কোন মুসলমান মারা যায় না, যার সম্পর্কে তার নিকট প্রতিবেশীর মধ্যে থেকে চার পরিবার সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া আর কিছু জানে না, মহান ও প্রতাপশালী আল্লাহ্ বলেন, " তার বিষয়ে আমি তোমাদের কথাকে গ্রহণ করলাম, আর তোমরা যা জান না, তাকে তা ক্ষমা করে দিলাম।"

মুসনাদে আহমদ, আবূ ইয়ালা, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আবূ নুআঈ'ম, বায়হাকী ও দিয়াউল মুকাদ্দেসী এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

٢٩١. اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ وَقَالَ رَجُلَانِ مِنْ جِيْرَانِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ اِلَّا خَيْرًا وَهُوَ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلٰى غَيْرِ ذَالِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهِ اقْبَلُوْا شَهَادَةَ عَبْدِيْ فِيْ عَبْدِيْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ عِلْمِيْ فِيْهِ* اَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৯১. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন), "কোন মু'মিন লোক যখন মারা যায়, আর তার দু'জন প্রতিবেশী বলে, "আমরা তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই জানি না।" তা যদি আল্লাহ্র জানায় অনুরূপ না-ও হয়, তবুও সুমহান আল্লাহ্ তার ফেরেশতাদেরকে বলেন, "আমার বান্দার পক্ষে আমার এ দু'বান্দার সাক্ষ্য গ্রহণ করে নাও। আর তার সম্পর্কে আমার জ্ঞানে যা রয়েছে, তা উপেক্ষা কর।"

ইবনুন নাজ্জার এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৯২. اِذَا صَلُّوْا عَلَى جَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا يَقُوْلُ الرَّبُّ اَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ فِيْمَا يَعْلَمُوْنَ وَاَغْفِرُ لَهُ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ * اَخْرَجَهُ الْبُخَارِىُّ فِى التَّارِيْخِ عَنِ الرَّبِيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ (رضى)*

২৯২. (নবী করীম (সা) বলেন), "যখন তোমরা জানাযা নামায আদায় কর, তখন মৃত লোকটির প্রশংসা কর এবং তার ভাল কার্মের আলোচনা কর। কেননা পতিপালক বলেন, "তারা সজ্ঞানে যে কাজের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাতে আমি তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করছি।" আর যা তারা জানে না, তার জন্য তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি।"

বুখারী এ হাদীসটি তাঁর তারীখ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, বর্ণনাকারী হযরত রুবাই বিনতে মুআওয়ায (রা)।

কেয়ামত ও হাশর সম্পর্কে

✪ কোরআন উঠে না যাওয়া পর্যন্ত কেয়ামত হবে না ঃ

২৯৩. لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَرْجِعَ الْقُرْاٰنُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ فَيَكُوْنَ لَهُ دَوِيٌّ حَوْلَ الْعَرْشِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَالَكَ فَيَقُوْلُ ذَالِكَ خَرَجْتُ وَاِلَيْكَ اَعُوْدُ اُتْلٰى فَلَا يُعْمَلُ بِىْ فَعِنْدَ ذَالِكَ يَرْفَعُ الْقُرْاٰنُ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اِبْنُ عَامِرٍ (رضى)*

২৯৩. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "কুরআন যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। তারপর আকাশের চর্তুদিকে মৌমাছির গুণ গুণ শব্দের মত কুরআনের গুণ গুণ শব্দ হতে থাকবে। তখন মহান ও প্রতাপশালী রব বলবেন, "তোমার কি হয়েছে ?" কুরআন বলবে, "আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়েছিলাম এবং তোমার কাছে ফিরে আসব। আমাকে পাঠ করা হয়, কিন্তু আমার কথামত আমল করা হয় না।" তখন কুরআনকে উঠিয়া নেয়া হবে।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত ইবনে আমর (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

✪ আল্লাহর মুঠের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবী ঃ

٢٩٤. إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِيْنَ فِيْ قَبْضِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا اللّٰهُ اَنَا الرَّحْمٰنُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا الْقُدُّوْسُ اَنَا السَّلَامُ اَنَا الْمُهَيْمِنُ اَنَا الْعَزِيْزُ اَنَا الْجَبَّارُ اَنَا الْمُتَكَبِّرُ اَنَا الَّذِيْ اَبْدَأْتُ الدُّنْيَا وَلَمْ تَكُ شَيْئًا اَنَا الَّذِيْ اُعِيْدُهَا اَيْنَ الْمُلُوْكُ اَيْنَ الْجَبَابِرَةُ * اَخْرَجَهُ اَبُو الشَّيْخِ *

২৯৪. (নবী করীম (সঃ) বলেন), "নিশ্চয় কেয়ামতের দিন মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্ সাতটি আকাশ এবং পৃথিবী নিজের মুঠের মধ্যে ধারণ করে বলবেন, " আমি আল্লাহ্, আমি অশীম দয়ালু, আমি রাজাধিরাজ, আমি পরম পবিত্র, আমি শান্তি, আমি রক্ষক, আমি শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, আমি গর্বের অধিকারী। আমিই পৃথিবী সৃষ্টি করেছি যখন তা কিছুই ছিল না, আমিই পুনরায় তা ফিরিয়ে আনব। শাসকগণ কোথায়? জুলুমকারীগণ কোথায়?" এ হাদীসটি আবুশ শায়খ সংগ্রহ করেছেন।

✪ উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত হওয়া ঃ

٢٩٥. تُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا وَ اَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى اِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَكْسُوْا اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِيْ لِيَعْلَمَ النَّاسُ فَضْلَهُ ثُمَّ يُكْسَى النَّاسُ قَدْرَ الْاَعْمَالِ * اَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَ الْاِسْمَاعِيْلِيْ وَابْنِ مَنْدَةَ وَاَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ طَلَقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ جَدِّهٖ *

২৯৫. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে খালি পায়ে, উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। আর সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরান হবে, তিনি হচ্ছেন ইবরাহীম খলীল (আ)। মহান আল্লাহ্ বলবেন, "আমার বন্ধু ইবরাহীমকে পোশাক পরাও, লোকজন যেন তার মর্যাদা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুঝতে পারে।" তারপর অপরাপর লোককে তাদের আমলের মান অনুযায়ী পোশাক পরান হবে।"

আবূ নুয়াঈ'ম এ হাদীসটি তলাক ইবনে হাবীব থেকে তিনি তার দাদা থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ অংগ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ঃ

২৯৬. لَاتَسْئَلُوْنِىْ مِنْ اَىِّ شَىْءٍ ضَحِكْتُ عَجِبْتُ مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ يَارَبِّ اَلَيْسَ وَعَدْتَنِى اَنْ لَّا تَظْلِمَنِىْ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنِّىْ لَا اَقْبَلُ عَلٰى شَهَادَةِ شَاهِدٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِىْ فَيَقُوْلُ اَوْ لَيْسَ كَفٰى بِىْ شَهِيْدًا وَبِالْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ فَيُرَدِّدُ هٰذَا مَرَّاتٍ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَتَكَلَّمُ اَرْكَانُهُ بِمَا كَانَ يَعْمَلُ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ اُجَادِلَ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ *

২৯৬. (রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন), "তোমরা আমাকে এটা জিজ্ঞেস কর না, কি জন্য আমি হেসেছি। কেয়ামতের দিন বান্দা ও তার রবে মধ্যে যে তর্ক-বিতর্ক হবে তাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। বান্দা বলবে, "হে আমার রব! তুমি কি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমার প্রতি তুমি জুলুম করবে না?" আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ। বান্দা বলবে, "তবে আমি আমার নিজের সাক্ষ্য ছাড়া অপর কারো সাক্ষ্য মানব না।" তখন আল্লাহ্ বলবেন, "আমি নিজেও কি যথেষ্ট সাক্ষী নই? অথবা মর্যাদাশীল লেখক ফেরেশতারাও কি সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট নয়?" বান্দা বহুবার তা নাকচ করে দেবে। তখন তার মুখে মোহর লাগান হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলতে থাকবে, পৃথিবীতে সে কি করেছিল। তখন বান্দা (মনে মনে) বলবে, "তোরা দূর হয়ে যা, তোরা ধ্বংস হ, তোদের জন্যই আমি সংগ্রাম করেছিলাম।" এ হাদীসটি হাকেম সংগ্রহ করেছেন।

✪ পাপ পূণ্য বিনিময় ঃ

২৯৭. قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيِّئَاتِهِ فَيُقَصُّ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ فَاِنْ بَقِيَتْ حَسَنَةٌ وَّسَّعَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا فِى الْجَنَّةِ * اَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৯৭. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেন), মহান ও পরাক্রান্ত প্রতিপালক বলেছেন, "বান্দার পূণ্য ও পাপসমুহ উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তার কতগুলো পরস্পরের সাথে বিনিময় করা হবে। তারপর যদি একটি পূণ্যও অবশিষ্ট থাকে তবে তা দিয়ে আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে যাওয়ার পথ সুগম করে দেবেন।"

হাকেম এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ আমল অনুযায়ী মর্যাদা ঃ

٢٨٩. دَخَلَ رَجُلُ الْجَنَّةِ فَرَأَى عَبْدَهُ فَوْقَ دَرَجَتِهِ فَقَالَ يَارَبِّ عَبْدِىْ فَوْقَ دَرَجَتِىْ فَقَالَ جَزَيْتُهُ بِعَمَلِهِ وَجَزَيْتُكَ بِمَعَلِكَ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى)*

২৯৮. (রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেন), "এক লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে,অতঃপর তার গোলামকে তার চেয়েও বেশি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত দেখতে পাবে।সে তখন আরয করবে, "হে আমার রব! গোলাম আমার চেয়েও উচ্চতর মর্যদায় আসীন আছে।" আল্লাহ্ বলবেন, "তাকে আমি তার আমলের প্রতিদান দিয়েছি। আর তোমাকে তোমার আমলের প্রতিদান দিয়েছি।"

দায়লামী এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে

٢٩٩. اِحْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ الْجَنَّةُ يَدْ خُلُنِى الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِيْنُ وَقَالَتِ النَّارُيُدْ خِلُنِى الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ فَقَالَ اللّٰهُ لِلنَّارِ اَنْتَ عَذَابِىْ اَنْتَقِمُ بِكَ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ اَنْتِ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكَ مَنْ شِئْتُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مَلاَءُهَا* اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيْحٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৯৯. (রাসূল (সঃ) বলেছেন), "বেহেশত ও দোযখ কলহ করল। বেহেশত বলল, আমার ভেতরে দুর্বল ও দারিদ্রগণ প্রবেশ করবে এবং দোযখ বলল, জালিম ও অহংকারীগণ আমার মধ্যে প্রবেশ করবে। অনন্তর আল্লাহর জাহান্নামকে বললেন, "তুমি আমার আযাব। তোমাকে দিয়ে যাকে ইচ্ছে আমি শাস্তি দেই।" আর বেহেশতকে বললেন, "তুমি আমার রহমত। তোমাকে দিয়ে যাকে ইচ্ছে আমি অনুগ্রহ করি। আর তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ স্থান নির্ধারিত রয়েছে।"

তিরমিযী ও মুসলিম এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন। তারা একে হাসান ছহীহ বলেছেন।

٣٠٠. قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهٖ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِهَا مَنْ اَشَاءُ يَعْنِىْ اَلْجَنَّةَ * اَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ *

৩০০. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), সুমহান আল্লাহ্ বলেছেন, "এ আমার করুনা, এর দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করি, অর্থাৎ তা হচ্ছে জান্নাত।" শায়খাইন এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন।

✪ জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ প্রার্থী ঃ

٣٠١. اِنَّ الرَّجُلَ لَيُجَرُّ اِلَى النَّارِ فَتَنْزَوِى النَّارِ وَيَقْبِضُ بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ فَيَقُوْلُ لَهَا الرَّحْمٰنِ مَا لَكَ فَتَقُوْلُ اِنَّهُ كَانَ يَسْتَجِيْرُ مِنِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَرْسِلُوْا عَبْدِىْ * اَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِىُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) *

৩০১. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন), "(কেয়ামতের দিন) নিশ্চয়ই এক লোককে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়ে হবে। তাকে দেখে জাহান্নাম সংকুচিত হতে থাকবে এবং তার একাংশ অন্য অংশকে ধরে রাখবে। তখন দয়াময় আল্লাহ্ তাকে বলবেন, "তোমার কি হয়েছে?" জাহান্নাম বলবে, "পৃথিবীতে সে সর্বদা আমার আযাব থেকে পরিত্রান প্রার্থনা করত। মোবারক ও মহান আল্লাহ্ তখন বলবেন, "আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও।" দায়লামী এ হাদীসটি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

٣٠٢. يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اُنْظُرُوْا فِىْ دِيْوَانِ عَبْدِىْ فَمَنْ رَأَيْتُمُوْهُ سَأَلَنِىْ الْجَنَّةَ اَعْطَيْتُهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَنِىْ مِنَ النَّارِ اَعَذْتُهُ * اَخْرَجَهُ اَبُوْ نَعِيْمٍ عَنْ اَنَسٍ (رضى) *

৩০২. (রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন), "(কেয়ামতের দিন) সুমহান আল্লাহ্ (ফেরেশতাদেরকে) বলবেন, "আমার বান্দার আমলনামার প্রতি দৃষ্টি ফেল। অতঃপর যাকে তোমরা দেখ যে, সে আমার কাছে বেহেশত চেয়েছিল তাকে আমি বেহেশত দেব, আর যে আমার কাছে জাহান্নাম থেকে পরিত্রান চেয়েছিল, আমি তাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেব।"

আবূ নুয়াঈ'ম এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

✪ জান্নাতীর চাষাবাদ ঃ

٣٠٣. اِنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِى الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتَهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَئٌ * اَخْرَجَهُ اَحْمَدُ وَالْبُخَارِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) *

৩০৩. (আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন), "বেহেশতীদের মধ্যে এক লোক তার প্রতিপালকের কাছে চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, "তুমি যা কিছু চেয়েছিলে তা কি এখানে নেই," সে বলবে, "হ্যাঁ সব কিছু আছে, কিন্তু আমি চাষাবাদ করতে ভালবাসি।" তারপর সে বীজ রোপন করবে, অনন্তর চোখের পলকে বিজ অঙ্কুরিত হবে, চারা বড় হবে, ছড়া বের হবে এবং ফসল কাটার উপযোগী হয়ে যাবে। তারপর তা পাহাড়ের ন্যায় স্তুপীকৃত হবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, "হে আদম সন্তান! লক্ষ্য কর। কোন কিছুই তোমাকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না।"

আহমদ ও বুখারী এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে সংগ্রহ করেছেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallaho Alayhi Wasallim)
www.AmarIslam.com